

তওৰা

যখন আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে আপন দরবার থেকে তাড়িয়ে দিলেন
তখন শয়তান অবকাশ প্রার্থনা করল। আল্লাহ তাকে কিয়ামত পর্যন্ত
অবকাশ দিলেন। শয়তান বললঃ তোমার ইজ্জতের কসম; যে পর্যন্ত
মানুষের দেহে প্রাণ থাকবে, আমি তার অন্তর থেকে বের হব না। এরশাদ
হলঃ আমিও আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম খেয়ে বলছি, যে পর্যন্ত
মানুষের মধ্যে প্রাণ থাকবে সেই পর্যন্ত তাদের তওবা প্রত্যাখ্যান করব না।

১১৭১

মাওলানা আশেক এলাহী বুলদ শহুরী মোহাজেরে মাদানী

ফাজায়েলে তওবা ও

গোনাহের তালিকা

মূলঃ হ্যরত মওলানা আশেক এলাহী বুলন্দ শহুরী
মোহাজেরে মাদানী

অনুবাদঃ মোহাম্মদ খালেদ

মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

অনুবাদকের নিবেদন

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

وهو الـذـى يـقـبـل التـوـبـة عـن عـبـادـة وـيـعـفـو عـن السـيـئـات

অর্থঃ আর তিনি এমন যে, স্বীয় বান্দাগণের তওবা কবুল করিয়া থাকেন। এবং তিনি গোনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দেন।

হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

لـو عـمـلـتـمـ الـخـطـاـيـاـ حـتـى تـبـلـغـ السـمـاءـ ثـمـ نـلـ مـتـمـ التـابـ

الله عـلـيـكـمـ

অর্থঃ যদি তোমরা আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত গোনাহ কর, উহার পর অনুত্পন্ন হও, তবে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের তওবা কবুল করিবেন।

বর্ণিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, বান্দা যখন অনুত্পন্ন হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ পাক তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেন। কস্তুরী মানুষ মাত্রই অপরাধী, পাপ-পূণ্যের সংমিশ্রণেই মানুষ। মানুষ শুধু নেক আমল করিবে অথবা গোনাহের সম্মুদ্রে আকর্ষণ নিমজ্জিত থাকিবে- ইহা সঙ্গত নহে। শুধু নেক আমল ও কল্যাণকর্মে আত্মনিবেদিত হওয়া ফেরেন্টার বৈশিষ্ট্য। আর শুধু গোনাহ- খাতা ও অকল্যাণে নিমজ্জিত থাকা শয়তানের স্বভাব। পক্ষান্তরে অনাচার ও পাপকর্মে জড়াইয়া পড়ার পর পুনরায় তওবা করিয়া সুপথে ফিরিয়া আসা- ইহা আদম সত্তানের ধর্ম। যেই ব্যক্তি কল্যাণের পথে ফিরিয়া আসিয়া যাবতীয় অকল্যাণের ক্ষতিপূরণ করিয়া লয় সে- ই প্রকৃত মানুষ। এই ক্ষেত্রে বান্দার প্রতি আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া কালামে পাক ঘোষণা করিয়াছেঃ তিনি স্বীয় বান্দাগণের তওবা কবুল করেন এবং গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেন। আর এই তওবার সুযোগ গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করিয়া হাদীসে পাকে ঘোষণা করা হইয়াছেঃ যদি তোমরা আকাশ পর্যন্ত গোনাহ কর, উহার পর অনুত্পন্ন হও, তবে অবশ্যই আল্লাহ পাক তোমাদের তওবা কবুল করিবেন।

মানুষের দ্বারা পাপ হওয়া স্বাভাবিক। গোনাহের পর যদি খালেছ নিয়তে তওবা করা হয় তবে সে এমন হইয়া যায় যেন সে কখনো পাপই করে নাই। আর গোনাহের পর তওবা না করিয়া কবরে গেলে কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে। বলাবাহল্য দোষখের আগুন সহ্য করার তুলনায় দুনিয়াতে অনুত্তাপের

অনলে দক্ষ হওয়া মানুষের পক্ষে অনেক সহজ। সুতরাং শয়তানের ধোকায় পড়িয়া গোনাহু করার পর মানুষের করণীয় হইল, দ্রুত তওবার দারিদ্র হওয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তওবার মত এহেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাধারণ মুসলমানদের ধারণা একেবারেই সীমিত। অবশ্য এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের মত প্রামাণ্য গ্রহের অভাব সমস্যার অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত। আমাদের জ্ঞানামতে বাংলা ভাষায় এই যাবৎ তওবার উপর পৃথক কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। এই গ্রন্থটি পাক-ভারত উপমহাদেশের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ভারতের হ্যরত মওলানা আশেক এলাহী সাহেব কর্তৃক উদ্দু ভাষায় রচিত “ফাজায়েলে তওবা ও এন্টেগফার” এবং “গোনাহুকী ফিহরিস্ত” গ্রন্থদ্বয়ের সরল বঙ্গানুবাদ। ইহাতে তিনি তওবার গুরুত্ব, আবশ্যকতা, তওবার হাকীকত, ফজিলত, তওবার শর্ত, সময়কাল, তওবার পদ্ধতি, কালামে পাকে তওবার নির্দেশ এবং সেই সঙ্গে তওবা সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়াদি অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

অত্যগ্রহের উল্লেখযোগ্য সৌন্দর্য হইল, উপস্থাপিত বিষয়সমূহ কোরআন-হাদীসের উদ্ভূতিসহ উল্লেখ করা হইয়াছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল কিতাবের উপস্থাপনা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অনুবাদের নিজস্ব ধারা অনুসরণ করা হইয়াছে।

বিশিষ্ট লেখক বন্ধুবর মওলানা যুবায়ের সাহেব পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া একবার দেখিয়া দিয়া বেশ কিছু খুত দূর করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহু পাক তাঁহাকে উহার উত্তম বিনিময় দান করুন। আমার বিদ্যার স্বল্পতা ও অযোগ্যতার কারণে কিছু ভুল-ভুত্তি থাকা স্বাভাবিক। এই বিষয়ে সুধী জনের এছলাহী পরামর্শ পাইলে তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে। আল্লাহু পাক আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে নাজাতের উচ্চিলা করিয়া দিন। আমীন!

বিনীত-
মোহাম্মদ খালেদ
কুমিল্লা পাড়া, আশ্বাফাবাদ,
কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা,

আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে তওবা কবুল ও মাগফেরাতের উয়াদা	১৫
তওবা ও এন্টেগফারের হকুম	২২
তওবা ও নেক আমলকারীগণ কামিয়াব হইবেন	২৩
আত্মশুর্দি তওবার শর্ত	২৩
আলমে বরজখের দৃশ্য প্রকাশ পাইবার পর তওবা কবুল হয় না	২৮
তওবা ও এন্টেগফার দ্বারা পার্থিব উপকার	৩১
আলোচিত আয়াত সমূহের সার সংক্ষেপ	৩৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	
তওবার গুরুত্ব, ফজিলত এবং আল্লাহর দিকে রঞ্জু হওয়া	৩৭
পঞ্চম দিক হইতে সূর্য উদয় হইবার পূর্ব পর্যন্ত তওবার	
দরজা খোলা থাকিবে	৪০
গোনাহের পরিমাণ যত বেশীই হউক তওবা করিলে ক্ষমা করা হইবে	৪১
আল্লাহর ক্ষমাগুণ	৪৪
তওবাকারী নিষ্পাপ হইয়া যায়	৪৫
মোমেনের দ্বারা গোনাহ হওয়া অসম্ভব নহে, তবে সে	
সঙ্গে সঙ্গেই তওবা করিয়া নেয়	৪৬
গোপন পাপের তওবা গোপনে এবং প্রকাশ্য পাপের তওবা	
প্রকাশ্যে করিতে হইবে	৪৮
নেক আমলই বদ আমলের কাফ্ফারা	৫০
গোনাহের কারণে মনে ভীতি সৃষ্টি হওয়া চাই	৫২
পাপের অনুশোচনায় মুক্তি	৫৪
গোনাহ স্বীকার করাই তওবার সূচনা	৫৮
ছেট ছেট গোনাহ হইতে বাচিয়া থাকার তাকীদ	৬০
কোন মুসলমান সম্পর্কে মাগফেরাত না হওয়ার মন্তব্য করা	৬৫
গোনাহ প্রকাশ করাও গোনাহ	৬৯
তাহাঙ্গুদের সময় তওবা করা	৭০
তওবার হাকীকত এবং উহার তরীকা	৭৩
হকুল্লাহ ও হকুল এবাদ আদায় করা	৭৮
আল্লাহর হক আদায়ের বিবরণ	৭৮
কাজা নামাজ	৭৯
যাকাত আদায়	৮১

বিষয়

কাজা রোজা
হজ্জ আদায় করা
বাল্দার হক আদায়ের বিবরণ
মালের হক
মান-সন্ত্রমের হক
একটি প্রশ্নের জবাব
হকুকুল এবাদ সংক্রান্ত জরুরী জ্ঞাতব্য
একটি ভুল ধারণার অবসান
মুরীদের কর্তব্য

ত্রৈয় অধ্যায়

পূর্বকথা
এন্টেগফার করা
আমলনামায় এন্টেগফার
আমলনামার শুরু ও শেষ এন্টেগফার
এন্টেগফারের সুফল
আমি আমার বাল্দাকে ক্ষমা করিতে থাকিব
আত্মশুদ্ধির জন্য এন্টেগফার
আমলের পরিশুদ্ধির জন্য এন্টেগফার
অঙ্গুর পরে এন্টেগফার করা
এন্টেগ্রে পরে এন্টেগফার
সকল মজলিসে এন্টেগফার করা
মজলিসের আলোচনার কাফ্ফারার জন্য এন্টেগফার
যাহার গীবত করা হইয়াছে তাহার জন্য এন্টেগফার করা
মৃত মাতা-পিতার জন্য এন্টেগফার করা
মৃত মুসলমানের জন্য এন্টেগফার করা
মৃত মুসলমানের মাগফেরাত কামনা করার ফজিলত
এন্টেগফার আজাবকে বাধা দেয়
সকল বালা-মুসীবত হইতে মৃত্তির জন্য এন্টেগফার করা
চতুর্থ অধ্যায়
কালামে পাকে তওবা ও এন্টেগফারের দোয়াসমূহ
হাদীস শরীফে তওবা ও এন্টেগফারের দোয়া
পরিশিষ্ট

পৃষ্ঠা

৮১
৮২
৮৩
৮৩
৮৪
৮৬
৮৯
৯৮
১০১
১০৩
১০৫
১০৫
১০৬
১০৭
১০৮
১০৯
১১০
১১৩
১১৭
১১৮
১১৯
১২০
১২১
১২৫
১২৬
১২৭
১২৮
১৩০
১৩২
১৩৩
১৩৮
১৪৪

বিষয়

গোনাহের তালিকা
সাতটি মারাত্মক গোনাহ
মোনাফেকের চারিটি স্বত্ব
নামাজে অবহেলা করা
শ্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ করা ও মদ পান করা
মোনাফেকের নামাজ
নামাজে চুরি
জামাত তরক করা
জুমুআর নামাজ তরক করা
লোক দেখানো এবাদত
গায়রঞ্জাহরউদ্দেশ্যে এবাদত
দুনিয়ার উদ্দেশ্যে আমল করা
প্রসিদ্ধি লাভের জন্য আমল করা
যাকাত আদায় না করা
হজ্জ আদায় না করা
রমজানের রোজা ত্যাগ করা
কোরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়া
বেদ্যাত জারী করা
দুনিয়ার জন্য এলেম হাসিল করা
এলেম গোপন করা
যাহা হাদীস নহে উহাকে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করা
আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে দুশ্মনী করা
হারাম মাল খাওয়া
উপার্জিত হারাম সম্পদ রাখিয়া যাওয়া
সুদ খাওয়া
সুদের হিসাব লেখা এবং উহার সাক্ষী হওয়া
জমি দখল করা
বিনা দাওয়াতে আহার করা
মদ, মুরদার, শুকর ও মৃতি বিক্রয় করা
মাপে কম দেওয়া
ঘৃষ দেওয়া ও গ্রহণ করা
ট্যাক্স উৎপল করা

পৃষ্ঠা

১৫১
১৫৬
১৫৭
১৫৮
১৫৯
১৫৯
১৬০
১৬০
১৬১
১৬২
১৬৪
১৬৫
১৬৫
১৬৭
১৬৮
১৬৮
১৬৮
১৬৯
১৭০
১৭১
১৭১
১৭২
১৭৩
১৭৩
১৭৪
১৭৪
১৭৪
১৭৫
১৭৬
১৭৭
১৭৮
১৭৮
১৭৮
১৭৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মিথ্যা শপথ করিয়া কাহারো হক নষ্ট করা	১৭৯	কাহাকেও কাফের বলা	২০৩
অন্যায়ভাবে কাহারো সম্পদ দাবী করা	১৮০	গালি দেওয়া	২০৪
মজুদদারী	১৮০	মিথ্যা বলা	২০৪
মিথ্যা শপথ ও মিথ্যা সাক্ষ্য	১৮১	চোগলখোরী	২০৪
আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারো নামে কসম খাওয়া	১৮২	দুমুখো স্বত্বাব	২০৫
গোনাহের কাজে নজর মানা	১৮২	বিদূপ করা	২০৫
আত্মহত্যা করা	১৮৩	অভিশাপ দেওয়া	২০৬
কোন মুসলমানকে হত্যা করা	১৮৫	মন্দভাবে কাহারো বিবরণ প্রদান করা	২০৬
খেয়ানত করা	১৮৬	মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া	২০৭
ওয়াদা খেলাফী করা	১৮৬	আত্মায়তার সম্পর্ক ছিম করা	২০৮
প্রতারণা করা	১৮৭	প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া	২০৮
প্রজাদের অধিকার খর্ব করা	১৮৭	গণক ও জ্যোতিষের শরণাপন্ন হওয়া	২০৯
ন্যায়পরায়ন শাসক ও জালেম শাসক	১৮৮	মিথ্যা শপথ করিয়া মাল বিক্রয় করা	২০৯
বিচারে জুলুম করা	১৮৮	ক্রটি গোপন করিয়া বিক্রয় করা	২১০
ক্ষমতাসীনদের অত্যাচারে সাহায্য করা	১৮৯	গায়রঞ্জাহর নামে জবাই করা এবং জমির সীমানা চুরি করা	২১০
জুলুম ও কৃপণতা	১৯০	ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে বীতশ্বদ করা	২১২
বান্দার হক নষ্ট করা	১৯২	বৎশ পরিবর্তন করা	২১২
ঝণী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করা	১৯৪	অহংকারের পরিণতি	২১৩
মানুষের দোষ অন্বেষণ ও খারাপ ধারণা পোষণ	১৯৪	ব্যভিচার	২১৪
সম্পর্কছেদ	১৯৬	ব্যভিচার ও সুদের পরিণতি	২১৪
হিংসা করা	১৯৭	বৃক্ষ বয়সে ব্যভিচার করা	২১৫
কোন মুসলমানের অনিষ্ট করা বা প্রতারণা করা	১৯৭	বিকৃত ঘৌন সঙ্গম ও সমমৈথুন	২১৬
মানহানি করা	১৯৮	খুশবুলাগাইয়া পুরুষদের সামনে যাওয়া ব্যভিচার	২১৮
অপবাদ দেওয়া	১৯৯	কু-দৃষ্টি	২১৯
জুয়া খেলা ও খৌটা দেওয়া	২০০	বিজাতীয় অনুকরণ	২২০
প্রসঙ্গঃ মদ	২০১	গৌঁফ বড় করা	২২০
দশ ব্যক্তি উপর রাসূলে পাকের (সাঃ) অভিশাপ	২০২	কৃত্রিম চুল ব্যবহার এবং শরীর খোদাই করিয়া উকি অঙ্কন করা	২২১
মাদক দ্রব্য হারাম	২০৩	নারী ও পুরুষ পরম্পরারের পোশাক পরিবর্তন করা	২২৩
মাদক সেবনের শাস্তি		সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে পোশাক পরিধান করা	২২৩
বাজনাবাজানো		মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে অলঙ্কার পরা	২২৩
চোলবাজানো		উলঙ্গ নারী	২২৪
দাইয়স হওয়া		পায়ের গোড়ালীর নীচে কাপড় পরা	২২৫

বিষয়
 পূর্ণদের স্বর্ণ ব্যবহার করা
 ঘরে কুকুর ও ছবি রাখা
 ছবি তৈরী করা
 জ্যোতিষ বা গণকের নিকট গমন করা
 সম্পর্ক ছিল করা
 জোরপূর্বক ইমামতী করা
 মাতম করা
 শ্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করা
 স্বামীর অবাধ্যতা
 বেপর্দা হওয়া
 শশুর বাড়ীর আত্মায়দের সঙ্গে বেপর্দার পরিণতি
 গায়রে মাহুরামের সঙ্গে অবস্থান করা
 কাহারো ছতর দেখা বা নিজের ছতর দেখানো
 আহারের যোগান না দেওয়া
 প্রস্তাৱ হইতে সতর্ক না হওয়া
 সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ তরক করা
 হ্যৱত ছাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলা
 অবৈধ অসিয়ত করা
 শেষনিবেদন
 পরিশিষ্ট
 তওবা সংক্রান্ত কতিপয় ঘটনা
 এক মদ্যপের তওবা
 এক মৃতি পূজকের ঘটনা
 দুনিয়া আল্লাহুর অলীদের সেবা করে
 এক বাদশাহ ও বাদী
 দুই বাদশা'র ঘটনা
 কুকুরের সেবা করিয়া মুক্তিলাভ
 এক বিলাসী সরদারের তওবা
 রোগীর সেবায় এক বজুগ
 হ্যৱত মালেক বিন দিনারের তওবা
 একটি অলৌকিক ঘটনা
 পক্ষিল জীবন হইতে তওবা করার কয়েকটি ঘটনা
 তওবার আগে ও পরে

পৃষ্ঠা
 ২২৫
 ২২৬
 ২২৬
 ২২৭
 ২২৮
 ২৩০
 ১৩১
 ২৩৩
 ২৩৪
 ২৩৪
 ২৩৫
 ২৩৬
 ২৩৬
 ২৩৬
 ২৩৭
 ২৩৭
 ২৩৯
 ২৩৯
 ২৪১
 ২৪৮
 ২৪৮
 ২৪৫
 ২৪৭
 ২৪৯
 ২৫০
 ২৫২
 ২৫৪
 ২৫৫
 ২৫৮
 ২৬০
 ২৬৩
 ২৬৫
 ২৭১

প্রথম অধ্যায়

পৰিত্র কোৱানে যেই সকল আয়াতে তওবা ও এন্টেগফারের ভূক্ত করা
 হইয়াছে এবং সেই সকল আয়াতে (শৰ্ত অনুযায়ী তওবা কৱিলে) উহা
 কবুল হওয়ার ওয়াদা করা হইয়াছে এই অধ্যায়ে সেইসকল আয়াত
 সমূহ তরজমা সহ উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে তওবার
 আনুসংস্কিক আয়োজন এবং উহার উপকারিতা এবং
 ফায়দার বিবরণ ও দেওয়া হইয়াছে।

আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে তওবা কুল ও মাগফেরাতের ওয়াদী

আয়াত-১

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ الْعِبَادِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَ
يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ - وَيَسْتَحِيْبُ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصِّلْحَاتِ وَ
يَرِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَفَرُونَ لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ

অর্থঃ আর তিনি এমন যে, স্বীয় বন্দাগণের তওবা কুল করিয়া থাকেন এবং তিনি গোনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দেন, আর তোমরা যাহা কিছু কর, তিনি তাহা অবগত আছেন। আর তিনি সেই সমস্ত লোকের ইবাদত কুল করিয়া থাকেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহারা নেক কাজ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে নিজের অনুগ্রহে আরো অধিক প্রদান করিয়া থাকেন; আর যাহারা কুফর করিতেছে তাহাদের জন্য কঠিন আজ্ঞাব রহিয়াছে।

- ছুরা শুরা, রুকু-৩

আয়াত-২

قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ
وَأَنِيبُوكُمْ إِلَيَّ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا إِلَّهُ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ شَمَّ
لَا تُنْصَرُونَ -

অর্থঃ আপনি বলিয়া দিন, (আল্লাহ বলেন,) হে আমার বন্দাগণ! যাহারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছ, তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার রহমত হইতে নিরাশ হইও না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ (অতীতের) সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করিবেন; নিচ্য তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর তোমরা স্বীয় রবের দিকে ফিরিয়া আস এবং তাহার আদেশ পালন কর ইহার পূর্বে যে, তোমাদের উপর আজ্ঞাব আসিয়া পড়ে, অতঃপর (তোমরা কাহারো নিকট হইতে) কোন সাহায্য না পাও। - ছুরা শুরা, রুকুঃ ৬

উপরে বর্ণিত আয়াতটি মোমেনদের জন্য বড়ই উৎসাহের বিষয়। ইহাতে ঈমানদার বাল্লাগণকে হৃকুম করা হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ পাকের রহমত ও অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না। আল্লাহ পাকের অফুরন্ত রহমতের সামনে বাল্দার লক্ষ কোটি গোনাহ্তও কিছুই নহে।

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে-

وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئُسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا
الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ

অর্থঃ আর আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে নিরাশ হইও না; নিচয়ই আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে কেবল সেই সকল লোকেরাই নিরাশ হয় যাহারা কাফের। -ছুরা ইউসুফ, রূক্সঃ ১০

আরো এরশাদ হইয়াছে-

قَالَ وَمَنْ يَقْنُطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الصَّالِحُونَ

অর্থঃ ইব্রাহীম বলিলেন, নিজ পরওয়ারদিগারের রহমত হইতে কে নিরাশ হয় পথচার লোকেরা ব্যতীত?

আল্লাহ পাক অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। তিনি আরহামূর রাহিমীন। কাফের ও মোশেরেক ব্যতীত সকলকেই তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন। আমাদের দ্বারা যত বড় গোনাহ্তই হটক না কেন তাঁহার রহমত হইতে কখনো নিরাশ না হইয়া বরাবর তওবা করিতে হইবে। বার বার তওবা ভঙ্গ-হইবার পরও নিয়মিত তওবা করিতে থাকিলে ইনশাআল্লাহ একদিন নিচয়ই খাটি তওবা নসীব হইবে।

ছগীরা গোনাহ্ত সমূহের মাগফেরাত ও কাফ্ফারা নেক আমল দ্বারাও হইতে থাকে। কিন্তু কবীরা গোনাহ্ত হইতে ক্ষমা পাইতে হইলে অবশ্যই তওবা করিতে হইবে। যদি তওবা করা না হয়, তবে ঈমানের সাথে মৃত্যু হইলেও কোন প্রকার আজাব ও শাস্তি ছাড়াই তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে এমন বলা যাইবে না। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিতে পারেন, অথবা দোজখে নিষ্কেপ করিয়া শাস্তি দানের পর পাক-ছাফ করিয়াও বেহেষ্ট দান করিতে

পারেন। সুতরাং পরকালের কঠিন আজাবের আশঙ্কা ও সন্তাবনা যখন আছে, সেহেতু আল্লাহ পাকের রহমত হইতে নিরাশ না হইয়া তাঁহার নিকট মাগফেরাতের আশায় হামেশা খাটি তওবা ও এন্টেগফার করিতে হইবে। যেন পাক-ছাফ অবস্থায় মৃত্যু নসীব হয়।

অনেককেই অভিতা বশতঃ বলিতে শোনা যায় যে, “আমরা দোজখের আজাব ভোগ করিয়া লইব।” -এই মতব্য যাহারা করে, দোজখের আজাব সম্পর্কে তাহাদের কোন ধারণা নাই। দুনিয়ার আগুনকে আমরা এক মিনিটও হাতে রাখিতে পারি না; হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী দোজখের আগুন দুনিয়ার আগুন হইতে সতর গুণ বেশী গরম হইবে। এখন তাবিয়া দেখুন; দোজখের সেই কঠিন আগুনকে আমরা কিভাবে সহ্য করিব? কোন বিবেচনায় আমরা দোজখের সেই ভয়াবহ আজাবকে সহ্য করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি?

পাপের বিনিময়ে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে যেই সামান্য শাস্তি পাওয়া যায় উহার মোকাবেলায় পরকালের ভয়াবহ আজাবের কথা শ্রবণ করিয়া মনকে পাপ হইতে কি ফিরাইয়া রাখা যায় না? পরকালের কঠিন আজাব হইতে নাজাত পাইতে হইলে সর্বদা তওবা ও এন্টেগফারের দিকে মনোযোগী হইতে হইবে।

আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে ক্ষমা ও মাগফেরাতের সুসংবাদ পাইয়া মনে মনে যেন আবার এইরূপ ধারণা সৃষ্টি না হয় যে, মৃত্যুর পূর্বে তওবা করিয়া লইলে সকল বামেলা চুকিয়া যাইবে। এইরূপ ধারণা করা বড়ই বোকামি। ভবিষ্যতের কথা কেহই বলিতে পারে না, কখন কি অবস্থায় মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে এই বিষয়ে কাহারো কোন ধারণা নাই। তওবার পূর্বেও মৃত্যু আসিয়া হাজির হইতে পারে। আর অভিতা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, যাহারা সকল সময় অন্যায়-অপরাধ ও গোনাহ্ত হইতে বাচিয়া থাকিতে যত্নবান হইয়াছে এবং যখনই কোন গোনাহ্ত-খাতা হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে উহার জন্য তওবা করিয়া লইয়াছে, তাহাদের জীবনেই ছহী তওবার সৌভাগ্য হইয়াছে।

পক্ষ্মন্তরে যাহারা আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে ক্ষমা ও মাগফেরাতের সুসংবাদকে সামনে রাখিয়া মনে করিয়াছে; আল্লাহ পাক গাফুরুরাহীম, তিনি বাল্দার সকল গোনাহ্ত খাতা ক্ষমা করিয়া দিবেন। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া দিনের পর দিন নিজেকে গোনাহ্ত ও পাপের কাজে নিয়োজিত রাখিয়াছে তওবা-২

তাহাদের ভাগ্যে কখনো তওবার সুযোগ হয় নাই।

আল্লাহ পাকের ফরমাবরদার ও নেক বান্দাদের পক্ষে ইহা কখনো শোভা পায় না যে, মাগফেরাতের সুসংবাদ শুনিবার পর নিচিত হইয়া বসিয়া থাকিবে। বরং আল্লাহ পাক যে ক্ষমা করিয়া দিবেন এই সুসংবাদ শুনিবার পর গোনাহ খাতার ব্যাপারে আরো বেশী সর্তক হইয়া নেক কাজে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসল্লাম অপেক্ষা বড় সুসংবাদ আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনেই তাহার সকল কিছু (ছোট খাট ত্রুটি) ক্ষমার ঘোষণা দিয়াছেন। তথাপি রাতের দীর্ঘ সময় নামাজে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার কদম মোবারক ফুলিয়া যাইত। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এবাদতের মধ্যে এত পরিশ্রম করেন, অথচ আল্লাহ পাক আপনার আগে-পরের সকল ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। উত্তরে তিনি এরশাদ করিলেন-

أَفَلَا كُونَ عَبْدًا اشْكُورْ رَا

আমি কি আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞ বান্দা হইব না? -বোখারী, মুসলিম

অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমার উপর এত অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, আমার সকল কিছু ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং উহার কৃতজ্ঞতার দাবী হইল, আমি যেন আরো বেশী ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে অগ্রসর হইতে থাকি।

ছাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহ আনহম আজমাইনদের অনেকের ব্যাপারেই পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসল্লাম দুনিয়াতেই বেহেন্তী হওয়ার সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন। আশারায়ে মোবাশ্শারা বা দশজন ছাহাবী জান্নাতী হওয়ার বিষয়টি প্রায় সকলেরই জানা আছে। তা ছাড়া বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছাহবাগণকে নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসল্লাম আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে এই সুসংবাদ শুনাইলেন যে-

إِعْمَلُ مَا شَاءَ نَقْتُ عَفَّ تَلْكُمْ

-তোমরা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর; আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি।

-মেশকাত, পৃঃ ৫৭৭

উল্লেখিত ছাহবাগণ ব্যতীত আরো কতক ছাহবার ব্যাপারে নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু ছাহবাগণ এই ঘোষণা পাইয়া শরীয়তের হকুম-আহকাম ত্যাগ করিয়া গোনাহ-খাতায় লিঙ্গ হইয়া যান নাই। বরং এই ঘোষণা পাইবার পরও বরাবর তাহারা যাবতীয় অন্যায়-অপরাধ হইতে পরহেজ করিয়া নেক আমলে নিময় ছিলেন। আর কখনো কোন মামূলী ধরনের গোনাহ হইয়া গেলে আল্লাহ পাকের তয়ে পেরেশান হইয়া যাইতেন। ছাহবায়ে কেরামগণের এই আদর্শ অনুসরণ করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

মোট কথা, আশা এবং তয়ের মধ্যেই ঈমান নিহিত। অন্তরে আল্লাহ পাকের রহমতের প্রবল আশা পোষণ করিবে এবং তাহার কঠিন আজাবকেও তয় করিবে। আল্লাহ পাক হ্যরত আবিয়া আলাইহিমুসলামগণের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন-

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَذْلِلُونَ رَبَّنَا وَكَانُوا لَنَا خَاسِعِينَ

অর্থঃ ইহারা সকলে ধাবমান থাকিতেন নেক কাজের প্রতি এবং আশা ও তয় সহকারে আমার এবাদত করিতেন। -ছুরা আবিয়া, রুকুঃ ৬

অন্যত্র মোমেনদের ছিফাত বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে-

تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

অর্থঃ তাহাদের পাঁজরসমূহ শয়া হইতে পৃথক থাকে, এই প্রকারে (পৃথক থাকে) যে, তাহারা আশায় এবং তয়ে স্থীয় রবকে ডাকিতে থাকে, আর আমার প্রদত্ত বস্তুসমূহ হইতে ব্যয় করে। -ছুরা সেজদা, রুকুঃ ২

ওলামায়ে কেরামগণ বলিয়াছেন, মৃত্যুর কথা শ্রবণ করিয়া অন্তরে সকল সময় তয় রাখা উচিত।

আয়াত-৩

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيُسْتَغْفِرُونَهُ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ অতঃপরও কি তাহারা আল্লাহ তা'য়ালাৰ সমীপে তওবা করে না এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে না? অথচ আল্লাহ তা'য়ালা অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -ছুরা মায়েদা, রংকুঃ ১০

আয়াত-৪

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقِيلُ التُّوبَةَ عَنِ عِبَادَةِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ السَّوَابُ الرَّحِيمُ

অর্থঃ তাহারা কি ইহা অবগত নহে যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তওবা কবুল করেন, আর তিনিই ছদকা-খয়রাত কবুল করেন, আর ইহাও যে, আল্লাহ তা'য়ালাই হইতেছেন তওবা কবুল করিতে এবং অনুগ্রহ করিতে পূর্ণ সমর্থবান। -ছুরা তওবা, রংকুঃ ১৩

আয়াত-৫

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدُ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

অর্থঃ আর যে ব্যক্তি কোন দুষ্কর্ম করে, অথবা নিজ আত্মার ক্ষতিসাধন করে, অতঃপর আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে, সে আল্লাহকে অতীব ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময় পাইবে। -ছুরা নেছা, রংকুঃ ১৬

আয়াত-৬

وَإِنْ لَفَّاً تُرْلِئَنَ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

অর্থঃ আর আমি তাহাদের জন্য পরম ক্ষমাশীল- যাহারা তওবা করে ও ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তৎপর সুপর্যুক্ত স্থায়ী থাকে।

-ছুরা তাহা, রংকুঃ ৪

আয়াত-৭

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُنْذِلُكُمْ مُمْدُخَلًا كَرِيمًا

অর্থঃ যে সমস্ত কাজ হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করা হইয়া থাকে তমধ্যে যেইগুলি বড় বড় কাজ (গোনাত), যদি তোমরা সেইগুলি হইতে পরহেজ কর, তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট গোনাহগুলি তোমাদিগ হইতে মোচন করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে একটি সম্মানিত স্থানে দাখিল করিব।

-ছুরা নেছা, রংকুঃ ৫

তাফ্সীরে বয়ানুল কোরআনে কবীরা গোনাহের বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। তবে এই ব্যাপারে তাফ্সীরে রহস্য মা'আনীতে বর্ণিত অভিমতকেই অধিক নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করা হয়। ঐ বর্ণনায় বলা হইয়াছে, ঐ সকল অপরাধকেই কবীরা গোনাহ বলা হয় যেই সকল অপরাধের উপর শরীয়তের শাস্তি, শাস্তির ভয় অথবা অভিশাপ করা হইয়াছে। দীনের প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞা প্রদর্শনকেও কবীরা গোনাহ হিসাবে গণ্য করা হয়। এখানে শরণ রাখিবার বিষয় হইল, হাদীসে পাকে কবীরা গোনাহের যেই বিবরণ উল্লেখ করা হইয়াছে উহাই চূড়ান্ত নহে।

ছগীরা গোনাহ বা ছোট গোনাহের ক্ষেত্রে মোটামুটি তিনটি অবস্থা সৃষ্টি হয়-

একঃ ছগীরা গোনাহ করিবার পর যদি কবীরা গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং শরীয়তের জরুরী হকুম-আহকামের পাবল্পী করে তবে সেই ক্ষেত্রে ছগীরা গোনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ওয়াদা করা হইয়াছে। সাত নং আয়াতে এই বিষয়ের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

দুইঃ ছগীরা গোনাহ করিবার পর, শরীয়তের জরুরী আহকাম মানিয়া চলে বটে কিন্তু কবীরা গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে না।

তিনঃ তৃতীয় অবস্থা হইল, শরীয়তের জরুরী আহকাম মানিয়া চলে না তবে কবীরা গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে। শেষ দুইটি অবস্থায় ছগীরা গোনাহসমূহ ক্ষমা করার ওয়াদা করা হয় নাই। তবে ইহা তিনি কথা যে, আল্লাহ পাক ইচ্ছা

করিলে কবীরা গোনাহ্ত ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন। আর শেষ দুইটি অবস্থার সহিত যেহেতু কবীরা গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ওয়াদা করা হয় নাই, সেহেতু ঐ ক্ষেত্রে ছগীরা গোনাহেরও শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইহাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত। অর্থাৎ ছগীরা গোনাহের উপরও শাস্তি হইতে পারে এবং আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করিলে কবীরা গোনাহের উপরও রহম করিতে পারেন।

তওবা ও এগেগফারের ভক্তি

আয়াত-৮

وَمَا تُقْدِمُوا إِلَّا نُفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُونَهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ আর যে নেক আমল তোমরা নিজেদের জন্য (আখেরাতের পূজি ব্রহ্মণ) পূর্বে প্রেরণ করিবে, আল্লাহর সমীপে পৌছিয়া তোমরা উহার প্রতিফল তদপেক্ষা উন্নত এবং প্রতিদান হিসাবে শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্ত হইবে; আর আল্লাহর নিকট গোনাহ মোচনের প্রার্থনা করলেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'য়ালা বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। - ছুরা মোজাম্মেল, রঞ্জুঃ ২

আয়াত-৯

وَاسْتَغْفِرُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّيَ رَحِيمٌ وَدُودٌ

অর্থঃ আর তোমরা নিজেদের রবের নিকট নিজেদের গোনাহ মাফ করাইয়া লও, অতঃপর তাঁহার দিকে মনোনিবেশ কর; নিচয়ই আমার রব পরম দয়ালু, অতি প্রেমময়। - ছুরা হুদ, রঞ্জুঃ ৮

আয়াত-১০

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَبُوَا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا هَسْنَى
رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفَّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُنْجِزُ اللَّهُ الْبَيْنَىٰ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

অর্থঃ হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'য়ালা'র সমীপে খাটি তওবা কর; আশা রহিয়াছে যে, তোমাদের রব (তওবার ফলে) তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দিবেন, আর তোমাদিগকে (বেহেস্তের) এমন উদ্যান সমূহে দাখিল করিবেন, যাহার নিম্নদেশ দিয়া নহরসমূহ বিহিতে থাকিবে, (ইহা সেই দিন হইবে) যেই দিন আল্লাহ্ নবীকে এবং ঐ সমস্ত মুসলমানকে যাহারা তাহার সহিত রহিয়াছে- অপমানিত করিবেন না। - ছুরা তাহরীম, রঞ্জুঃ ২

তওবা ও নেক আমলকারীগণ কামিয়াব হইবেন

আয়াত-১১

فَإِمَامَنْ تَابَ وَعَمِيلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يُكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ

অর্থঃ অবশ্য যেই ব্যক্তি তওবা করে এবং ইমান আনে ও নেক কাজ করিতে থাকে, আশা করা যায় যে, এইরূপ ব্যক্তি সফলকামীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। - ছুরা কাসাস, রঞ্জুঃ ৭

আয়াত-১২

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِيَّاهَا الْمُسْؤُلُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ هَ

অর্থঃ আর হে মুসলমানগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ'র সমীপে তওবা কর, যেন তোমরা সফলতা লাভ করিতে পার। - ছুরা নূর, রঞ্জুঃ ৪

আত্মশুद্ধি তওবার শর্ত

আয়াত-১৩

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءً
يُجْهَالَهُ شَمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ তোমাদের প্রতিপালক অনুগ্রহ করাকে নিজের জিম্মায় নির্ধারিত করিয়া লইয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বশতঃ কেন মন কাজ করিয়া বসে অতঃপর সে উহার পর তওবা করিয়া লয় এবং নিজেদের সংশোধন করিয়া লয় তবে আল্লাহ'র শান এই যে, তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম

কর্মণাময়। - ছুরা আনআম, রুকুঃ ৬

আয়াত-১৪

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَلِمُوا السُّوءَ بِعْهَا لَتُسْتَمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ অন্তর আপনার প্রতিপালক এইরূপ লোকদের জন্য, যাহারা মুখ্যত বশতঃ মন্দ কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, আবার উহার পরে তওবা করিয়াছে, এবং নিজেদের আমল সংশোধন করিয়াছে, তবে নিচয় আপনার প্রতিপালক ইহার পরে অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। - ছুরা নহল, রুকুঃ ১৫

আয়াত-১৫

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوَبُ عَلَيْهِ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ অন্তর যে ব্যক্তি এই সীমা লংঘন (অর্থাৎ চুরি) করার পর তওবা করিয়া লয় এবং আমলকে সংশোধন করিয়া লয়, তবে নিচয় আল্লাহ তা'য়ালা তাহার প্রতি (অনুগ্রহের) দৃষ্টি করিবেন; নিচয় আল্লাহ তা'য়ালা পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। - ছুরা মাইদা, রুকুঃ ৬

আয়াত-১৬

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُونَ مَا أَنْتَ رَلَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ
بَعْدِ مَا بَيَّنَتْهُ لِلَّذِينَ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ بَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ
يَلْعَنُهُمُ الْعَنُونُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ
أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অর্থঃ নিচয় যাহারা গোপন করে আমার অবতারিত বিষয়গুলিকে যাহা উচ্ছ্বল ও সুপথ প্রদর্শনকারী, আমি ঐ গুলিকে সর্বসাধারণের জন্য কিভাবে প্রকাশ করিয়া দিবার পর; ইহাদিগকে লান্ত করেন আল্লাহও, আর লান্তকারীগণও তাহাদিগকে লান্ত করেন। কিন্তু যাহারা তওবা করে এবং

সংশোধন করিয়া নেয়, আর ব্যক্তি করিয়া দেয়, তবে ইহাদের প্রতি আমি দৃষ্টি করি। আর আমি তো তওবা কবুল করা এবং অনুগ্রহ করায় খুবই অভ্যন্ত।

- ছুরা বাকারা, রুকুঃ ১৯

১৩, ১৪, ও ১৫ নং আয়াতে তওবার সঙ্গে নফসের এচলাহ বা আত্মশুদ্ধির কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। আর ১৬ নং আয়াতে **صلحوا**। শব্দের সঙ্গে শব্দও ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ তওবা কবুলের জন্য শর্ত হইল ভবিষ্যতে আর গোনাহ না করার দৃঢ় অঙ্গীকার করিবে তখন তওবার পর ভবিষ্যতে গোনাহ হইতে অবশ্যই বাচিয়া থাকিতে পারিবে। উহার পরও যদি অপরাধ হইয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লইবে। সেই সঙ্গে তওবার পূর্বে যেই সকল হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদ (অর্থাৎ আল্লাহর হক ও বাদার হক) নষ্ট করা হইয়াছে, উহার মধ্যে যেই গুলির ক্ষতিপূরণ সংগ্রহ সেই গুলির ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে যেন আর কাহারো হক নষ্ট না হয় এই বিষয়ে সতর্ক থাকিবে। নামাজ-রোজার কাজা আদায় করা, হজ্জ ও জাকাত ফরজ থাকিলে উহা আদায় করা এবং জুলুম, খেয়ালত, ঘৃষ ও চুরির মাধ্যমে যেই সম্পদ সংগ্রহ করা হইয়াছে উহা ফেরৎ দেওয়া এবং কাহারো নামে গীবত-শেকায়েত ও মিথ্যা অপবাদ করিয়া থাকিলে তাহার নিকট হইতে ক্ষমা চাহিয়া লওয়া-ইহাই ক্ষতিপূরণ।

অনেকেই মুখে মুখে তওবা করিতে থাকেন, কিন্তু নিজের অবস্থার কোন পরিবর্তন ও সংশোধনের বিষয়ে কোন ফিকির করেন না। তওবা করিবার পরও আগের মতই পাপ কার্যে লিপ্ত থাকেন। অর্থাৎ ঐ মৌখিক তওবার কোন আছর তাহাদের আমল-আখলাকে প্রকাশ পায় না। শত-সহস্র রোজা-নামাজ কাজা করিয়া রাখিয়াছে, মোটা অংকের অর্থ আত্মসাঙ্গ করিয়া রাখিয়াছে। গীবত, পরনিন্দা ও মিথ্যা অপবাদ মুখে লাগিয়াই আছে, অথচ তাহার মুখে তওবা! তওবা!! জপের কোন বিরাম নাই; এই ধরনের তওবা একেবারই অর্থহীন। খাঁটি তওবার দাবী হইল, নিজের স্বত্বাব-চরিত্রের উন্নতি করা এবং আল্লাহর হক ও বাদার হক সমূহের তালাফী ও ক্ষতিপূরণ করা।

অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেও দেখা যায় যে, তাহারা পার্থিব স্বার্থে সত্যকে গোপন করিয়া থাকেন এবং অপর কেহ হক ও সত্যকে গ্রহণ করিতে চাহিলে

সেখানে নিজে বাঁধার কারণ হইয়া দাঁড়ান। অর্থাৎ নিজেও হক ও সত্যকে গ্রহণ করেন না এবং অপরকেও সত্য গ্রহণ করিতে বাঁধা প্রদান করিয়া থাকেন। উপরন্তু নিজের আয়-রোজগার বন্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কায় সমাজে নানা প্রকার বিভাসি ও গোমরাহী ছড়াইতে থাকেন। এই প্রকৃতির লোকদের তওবা হইল, যেই সত্যকে গোপন করা হইয়াছে উহাকে প্রকাশ করা এবং যেই সকল মানুষকে গোমরাহ করা হইয়াছে তাহাদিগকে এই কথা জানাইয়া দেওয়া যে, আমি নিজেও গোমরাহ ছিলাম এবং তোমদিগকেও গোমরাহীতে নিষ্কেপ করিয়াছি। বর্তমানে আমি গোমরাহী ত্যাগ করিয়া তওবা করতঃ হক ও সত্যকে কবুল করিয়াছি, সুতরাং তোমরাও তওবা করিয়া হক ও সত্যকে কবুল কর।

সমাজের কিছু কিছু লোককে দেখা যায়, তাহারা কোন বাতেল ও গোমরাহ ফেরকার সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের ভাস্ত আকীদা-বিশ্বাস ও নিয়ম-নীতির প্রচার শুরু করিয়া দেন। যাহাদের কিছুটা সেখার যোগ্যতা আছে তাহারা তো দস্তুর মত ঐ বাতেল আকায়েদের স্বপক্ষে প্রবন্ধ-রচনা লিখিয়া থাকেন। পরবর্তীতে সৌভাগ্যক্রমে যদি হোদায়েত নসীব হয়, তখন শুধু ঘরে বসিয়া বসিয়াই তওবা করিয়া লন। এই ধরনের তওবা গ্রহণযোগ্য নহে।

এই ক্ষেত্রে তাহাদের কর্তব্য হইল, প্রবন্ধ-রচনা ও বই-পুস্তক লিখিয়া যেই উপায়ে গোমরাহী ছড়ানো হইয়াছে, অনুরূপভাবে পান্টা বই লিখিয়া এবং বিশেষতঃ যেই সকল পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে পুনরায় ঐ সকল পত্রিকাতেই সংশোধনী মূলক প্রবন্ধ লিখিয়া সকলকে এই কথা জানাইয়া দেওয়া যে, ইতিপূর্বে আমি যাহা প্রচার করিয়াছিলাম উহা গোমরাহী ও বিভাসিকর ছিল এক্ষণে আমি নিজে ঐ সকল বিষয় হইতে তওবা করিয়া লইয়ছি। সুতরাং আমার লেখা পড়িয়া যাহারা বিভাসি হইয়াছেন তাহারাও ঐ সকল গোমরাহী ও ভাস্ত মতবাদ হইতে তওবা করিয়া নিন।

যাহা প্রচার করা হইয়াছিল উহার প্রতিটি বিষয়কে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। মোট কথা, যেই পরিমাণ বিভাসি ছড়ানো হইয়াছে, যথাসাধ্য পান্টা প্রচারের মাধ্যমে উহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।

রহুল মায়ানীর গ্রন্থকার ছুরা বাক্সার
الذين تابوا وأصلحوا وبيسوا

আয়াতাংশের তাফসীরে লিখেন-

যাহা কিছু তাহারা নষ্ট করে তাহা সংশোধন করিয়া লয়। আর তাহা এইভাবে যে, আল্লাহর হক ও সৃষ্টি জীবের হক যথাযথভাবে আদায় করে। সেই হিসাবে তাহারা তাহাদের জাতিকে যাহাদিগকে তাহারা বিভাসি করিয়াছিল, এখন তাহাদিগকে সঠিক পথ দেখায়। বিকৃত কথামালাকে দূরে সরাইয়া দেয়, সত্য গোপন করিবার লক্ষ্যে যাহা কিছু লিখিয়াছিল সেই সকল স্থানে সঠিক ও বিশুদ্ধ কথাটি লিখে।

আল্লাহ পাক ছুরা মায়েদায় চুরির অপরাধে হাত কাটার হকুম দানের পর এরশাদ করেন-

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ طَلْبٍ وَأَصْلَحَ

উক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে রহুল মায়ানীর গ্রন্থকার লিখেন-তাহারা চুরি হইতে সংশোধনের পথ গ্রহণ করে। চুরির যাবতীয় ক্রটি ও অন্যায় মোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সম্বৰ হইলে চুরিকৃত মাল মূল মালিকের নিকট ফিরাইয়া দেয়। অথবা মালিকের নিকট হইতে উহার বৈধতার জন্য অনুমতি লাভ করে। আর যদি মূল মালিকের সঙ্গান পাওয়া সম্বৰ না হয় তবে আল্লাহর পথে উহা ব্যয় করিয়া দেয়। আবার কেহ কেহ উহার সহিত এই কথাও বাড়াইয়াছেন- অতঃপর সে নিজ তওবার উপর বহাল থাকিয়া যাবতীয় সংকর্ম সম্পাদন করে।

উপরে কালামে পাকের বিভিন্ন স্থানে তওবার সহিত আত্মশুद্ধির বিষয়টির উপর আমরা যেই ব্যাখ্যা দিয়াছি, রহুল মায়ানীর উপরোক্ত তাফসীর ও ব্যাখ্যার উক্তির ফলে উহা আরো স্পষ্ট হইয়া গেল।

জনৈক প্রখ্যাত লেখক এক বুজুর্গের দরবারে আসিয়া সীয় নফসের এচ্ছাই ও আত্মশুদ্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বুজুর্গ পূর্ব হইতেই জানিতেন যে, আগন্তুক একজন মুক্তমনের লেখক এবং ইতিমধ্যেই সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিরুদ্ধেও লেখা-লেখি করিয়াছে। সুতরাং বুজুর্গ ঐ ব্যক্তিকে এচ্ছাই সম্পর্ক স্থাপনের জন্য শর্ত আরোপ করিয়া বলিলেন, এই যাবৎ তুমি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিরুদ্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছ, সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে উহা হইতে তোমার মতামত প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়া নিজের সকল কিতাবকে সংশোধন করিতে হইবে। লেখক সত্যিকার অর্থেই আত্মসংশোধনের উদ্দেশ্যে বুজুর্গের দরবারে হাজির হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি বুজুর্গের শর্ত মানিয়া লইলেন এবং প্রথমে সামগ্রিকভাবে নিজের মত পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করিলেন। পরে ত্রুটি নিজের সকল বই-পুস্তক সংশোধন করিয়া লইলেন।

আসল কথা হইল, আল্লাহ পাক যাহাকে হেদায়েতের দৌলত নসীব করেন সে কখনো লোক-লজ্জা ও দুনিয়ার মান-সম্মানের কথা চিন্তা করে না। পরকালের কঠিন আজাব ও গজবের ভয় তাহার অন্তরকে সর্বদা আত্মশুদ্ধির দিকে উৎসাহিত করিতে থাকে। সে কেবলি তাবিতে থাকে যে, আজ যদি আমি নহসের সংশোধন না করিয়া নিজের মনগড়া মতের উপরই অটল থাকি, তবে আখেরাতে আমার পরিণতি কি হইবে?

আলমে বরজখের দৃশ্য প্রকাশ পাইবার পর তওবা করুল হয় না

আয়াত-১৭

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ
يَتُوبُونَ مِنْ قَرْبَبِ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَ وَكَانَ اللَّهُ
عَلَيْهِمَا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ هَبَّى
إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تَبَّتْ أَلَّاَنَ وَلَاَلَّذِينَ يَمْوُلُونَ
وَهُمْ كُفَّارٌ طَوْلَتِكَ أَعْتَدْتَ نَالَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

অর্থঃ তওবা, যাহা করুল করা আল্লাহর দায়িত্বে রাহিয়াছে, উহা তো কেবল তাহাদেরই জন্য যাহারা বোকামিবশতঃ কোন পাপ করিয়া ফেলে, অতঃপর অবিলম্বে (মৃত্যু আসিবার পূর্বেই) তওবা করে সুতরাং এইরূপ লোকের তওবাই আল্লাহ করুল করিয়া থাকেন; আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। আর এইরূপ লোকের জন্য তওবা নাই যাহারা পাপ করিতে থাকে, এ পর্যন্ত যে, যখন তাহাদের মধ্যে কাহারো সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়।

তখন বলে—আমি এখন তওবা করিতেছি, আর না ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যাহারা মৃত্যুর সম্মুখীন হয় কুফরীর অবস্থায়। ইহাদের জন্য আমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (অর্থাৎ মৃত্যুর হালাত শুরু হইয়া যখন আলমে বরজখের দৃশ্য প্রকাশ হইয়া যায় তখন আর কাফেরের ঈমান করুল হয় না।) —চুরু নেছা, রঞ্জুঃ ৩

উপরোক্ত আয়াতে এরশাদ করা হইয়াছে যে, যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয় তখন আর তওবা করুল হয় না। যেমন এই বিষয়টি সকলেরই জানা আছে যে, না দেখিয়া বিশ্বাস করার নামই ‘ঈমান’ সুতরাং তওবাও তখনই করুল হয় যখন কোন কিছু না দেখিয়া গায়েবের উপর ঈমান ঠিক থাকে।

যখন কোন মানুষ নিজের শারীরিক ও আনুসঙ্গিক অবস্থা দ্বারা নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারে যে, অটীরেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িবে, এখন আর তাহার বাঁচিয়া থাকার কোন সম্ভাবনাই নাই; তবে ঐ সময় যদি মৃত্যু কালীন অবস্থা বা আলমে বরজখের দৃশ্য প্রকাশ না পায় তবে তখনও তওবা এবং কাফেরের ঈমান করুল হইবে। কিন্তু যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং পরকালের দৃশ্যাবলী দেখা যাইতে থাকিবে তখন আর গোনাহগারের তওবাও করুল হইবে না এবং কাফেরের ঈমানও করুল করা হইবে না।

বয়ানুল কোরআনে লিখিত আছে যে, মোহাকেক ওলামাদের ধারণায় উপরোক্ত মতই সঠিক। এতদ্বি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া হাদীসে পাকে উল্লেখ করা হইয়াছে—

إِنَّ اللَّهَ يَقْبِلُ اتُّوبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرِّ

অর্থঃ রহ গলদেশে আসিয়া আটকাইবার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ পাক বান্দার তওবা করুল করেন। —মেশকাত।

রহ যখন গলদেশে আসিয়া আটকাইয়া গরগর শব্দ করিতে শুরু করে এ সময় তওবা করিলে উহা করুল হয় না। সুস্থ অবস্থায় অর্থাৎ সজ্জানে তওবা করিতে হইবে।

أَيَّا يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ

আয়াতাংশের তরজমায় বয়ানুল কোরআনে লেখা হইয়াছে, “যাহারা বোকামিবশতঃ কোন পাপ করিয়া

ফেলে” এখানে ‘বোকামি’ অর্থ এল্মী বোকামি নহে বরং আমলী বোকামি উদ্দেশ্য। সুতরাং যেই ব্যক্তি গোনাহকে গোনাহ মনে করিয়াই গোনাহ করে তাহার তওবাও কবুল হইবে। অর্থাৎ এমন মনে করা যাইবে না যে, যেই ব্যক্তি জানিয়া-শুনিয়া গোনাহ করে তাহার তওবা কবুল হইবে না। অর্থাৎ কথিত ব্যক্তির এলেম ঠিকই আছে কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে সে বোকামি করিতেছে। তওবা করিলে এমন ব্যক্তিও নাজাত পাইবে। আর গোনাহ সকল সময় বোকামির কারণেই হইয়া থাকে। কেহ যদি নিজের লাভ-লোকসান সম্পর্কে সচেতন না হয় তবে উহা হইতে বড় বোকামি আর কি হইতে পারে? ।

جَهْلٌ
১। বয়ানুল কোরআনের প্রণেতা টীকায় উল্লেখ করেন যে, (উল্লেখিত আয়াতে) এর অর্থ হইবে বোকামি, অজ্ঞতা নহে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি গোনাহ জানা থাকা সত্ত্বেও কোন কাজ করে তথাপি তাহার তওবা কবুল হইবে এবং এই ক্ষেত্রে ‘বোকামি’ এই কারণে বলা হইবে যে, সে গোনাহের পরিণাম সম্পর্কে উদাসীন ছিল।

তাফসীরে রহল মায়ানীতে আদুর রাজ্ঞাক ও ইবনে জায়ীর হযরত কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, এই ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-গণ একমত ছিলেন যে, নাফরমানীর প্রতিটি কাজই **جَهْل** উহা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হউক বা অনিষ্টায় করা হউক।

তওবা ও এন্টেগফার দ্বারা পার্থিব উপকার

আয়াত-১৮

وَأَنِ اسْتَغْفِرُ وَإِنْ بَكْمُ شَمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْتَعَنُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا
إِلَى آجَلٍ مُسْتَقِيٍّ وَيُؤْتَ كُلُّ ذُنْبٍ فَضْلٍ فَصَلَةٌ -

অর্থঃ আর এই (উদ্দেশ্যে) যে, তোমরা নিজেদের রবের নিকট হইতে গোনাহ মাফ করাও, তৎপর তাহার প্রতি নিবিট থাক, তিনি তোমাদিগকে সুখ-সঙ্গেগ দান করিবেন নিশ্চিট কাল পর্যন্ত, এবং প্রত্যেক অধিক আমলকারীকে অধিক ছাওয়াব দিবেন। -ছুরা হুদ, রংকুঃ ১

উপরোক্ত আয়াতে তওবা ও এন্টেগফার করিতে আদেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, যাহারা তওবা ও এন্টেগফার করিবে, আল্লাহ পাক তাহাদিগকে দুনিয়াতে সুখ সঙ্গেগ ও আরামের জীবন দান করিবেন এবং অধিক আমলকারীকে অধিক ছাওয়াব দান করিবেন।

আয়াত-১৯

وَيَقُولُونَ اسْتَغْفِرُ وَإِنْ بَكْمُ شَمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ
عَلَيْكُمْ مِنْ رَأْسَ أَوْنَارٍ دُكْمُ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَشَوُّلُوْمَجْرِمِينَ ۝

অর্থঃ আর হে আমার কওম! তোমরা নিজেদের পাপ নিজ রব হইতে ক্ষমা করাইয়া লও, অতঃপর তাহারই পানে নিবিট হও, তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন এবং তোমাদিগকে আরো শক্তি প্রদান ‘করিয়া তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করিয়া দিবেন, আর পাপে লিঙ্গ থাকিয়া মুখ ফিরাইয়া রাখিও ন্ত। -ছুরা হুদ, রংকুঃ ৫

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত নসীহতটি হযরত হুদ আলাইহিস্সালামের যাহা তিনি স্বীয় কওমকে করিয়াছিলেন।

আয়াত-২০

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ وَإِنْ بَكْمُ إِنَّهُ كَانَ عَفَّاً إِنْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ

مِنْ رَأْسًا وَمُيْدُدْ كُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ وَ
يَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا

অর্থঃ আর আমি বলিয়াছি যে, তোমরা স্বীয় রব কর্তৃক নিজেদের পাপ ক্ষমা করাইয়া লও; নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন, এবং তোমাদিগকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা উন্নতি দিবেন, আর তোমাদের জন্য উদ্যানসমূহ রচনা করিবেন এবং তোমাদের জন্য নহরসমূহ প্রবাহিত করিয়া দিবেন। - ছুরা নূহ, মুকুৎ ১

স্বীয় কওমকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়েরত নূহ আলাইহিস্সালামের উক্তিসমূহ উপরোক্ত আয়াতগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে।

এই সংকল আয়াত দ্বারা এই বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, তওবা ও এন্টেগফার দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া আখেরাতের কঠিন আজাব হইতে মুক্তি পাওয়ার পাশাপাশি দুনিয়াতেও উহা দ্বারা লাভবান হওয়া যায়।

১৮ নং আয়াতে এরশাদ করা হইয়াছে, তওবা ও এন্টেগফারে লাগিয়া থাকিলে আল্লাহ পাক এক নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যু আসার পূর্ব পর্যন্ত) সুখ সঙ্গের জীবন দান করিবেন। “সুখ সঙ্গের জীবন” কথাটির অর্থ ব্যাপক। মানব জীবনের যাবতীয় সুখ-শান্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত। তওবা দ্বারা দুনিয়াতেই জাহেরী-বাতেনী, সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা, শারীরিক সুস্থিত ও আত্মতৃষ্ণি লাভ করা যাইবে। আর আখেরাতের ফায়দা ও বরকত তো আছেই।

১৯ নং আয়াতে বলা হইয়াছে যে, তওবা ও এন্টেগফার করিলে আল্লাহ পাক প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন এবং শক্তির মধ্যে আরো শক্তি বৃদ্ধন করিয়া দিবেন। বৃষ্টি আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ রহমত। উহার ব্যাপক উপকারিতা সম্পর্কে সকলেই অবগত। বৃষ্টি বর্ষণের ফলে জমিন উর্বর হইয়া ফসল উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়াও বৃষ্টির পানি দ্বারা মানুষ আরো বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। আর আল্লাহ পাক যে বলিয়াছেন, শক্তির মধ্যে আরো শক্তি বৃদ্ধি করিবেন; এখানে শক্তি দ্বারা সকল প্রকার শক্তির কথাই বুঝানো হইয়াছে। অথচ মুসলমানগণ আজ এতটা দুর্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে যে, দুনিয়ার সর্বত্র তাহারা দুশ্মনের হাতে মার খাইতেছে। আজকাল মুসলমানগণ পার্থিব সম্পদ সংগ্রহ

করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিতে চায়। কিন্তু শক্তিবৃদ্ধির আসল উপায় কি? এই বিষয়ে তাহারা একেবারেই গাফেল। শক্তি বৃদ্ধির মূল উৎস হইল- যাবতীয় গোনাহ ত্যাগ করা এবং সেই সংগে তওবা এন্টেগফার করিতে থাকা। নেক আমল এবং তওবা ও এন্টেগফার দ্বারাই যে প্রকৃত শক্তি বৃদ্ধি ঘটে এই কথাটি যেন আজ সকলেই ভুলিয়া বসিয়াছে। পক্ষান্তরে তাহারা আজ অন্যায়-অপরাধ ও পাপের পথে শক্তির সঙ্কান করিয়া ফিরিতেছে। অথচ যাবতীয় পাপকার্য হইল শক্তিক্ষয়ের অন্যতম কারণ। মানুষ যখন পাপ করিতে থাকে তখন ক্রমে সে শক্তিহীন হইয়া পড়ে। ফলে প্রতিপক্ষ ও শক্রু অনায়াসেই তাহাকে কাবু করিয়া ফেলে। আলোচিত আয়াতের - ল-تَسْوَلُ مَجْرِيْنِ - এ এই বিষয়ের প্রতিই সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে, তওবা- এন্টেগফার কর, নেক আমল করিতে থাক এবং পাপ-পক্ষিল জীবন যাপন করিও না।

২০নং আয়াতে এরশাদ করা হইয়াছে যে, তওবা ও এন্টেগফার করিলে আল্লাহ পাক গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন, সন্তান-সন্ততি দ্বারা উন্নতি দিবেন এবং নহরসমূহ প্রবাহিত করিয়া দিবেন। এখানে এমন দুইটি নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা ১৮ ও ১৯ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই। ঐ দুইটি নেয়ামত হইল, সন্তান-সন্ততি দ্বারা উন্নতি দান এবং নহর প্রবাহিত করিয়া দেওয়া। সকলেই জানেন যে, ইহা আল্লাহ পাকের বিরাট নেয়ামত। (অবশ্য ঐ দুইটি আয়াতে বর্ণিত “সুখ সঙ্গেগ দান” এবং “তোমাদিগকে আরো শক্তি প্রদান করিয়া তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করিয়া দিবেন”- উক্তির মধ্যে ঐ দুইটি নেয়ামতও অন্তর্ভুক্ত বটে)।

তওবা এন্টেগফার দ্বারা পার্থিব জীবনেও লাভবান হওয়ার বিষয়টি পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। গোনাহ- খাতা ত্যাগ করিয়া তওবা ও এন্টেগফারের মাধ্যমে উভয় জাহানের কামিয়াবী হাসিল করা আম-খাস ও রাজা-প্রজা সকলের জন্যই অবশ্য কর্তব্য।

উপরে তওবা ও এন্টেগফার সংক্রান্ত কালামে পাকের বিশটি আয়াত বর্ণনা করা হইল। পাঠকের সুবিধার্থে নিম্নে আমরা ঐ আয়াত সমূহের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করিলাম।

আলোচিত আয়াত সমূহের সার সংক্ষেপ

- ১। আল্লাহ পাক তওবা করিতে আদেশ করিয়াছেন।
 - ২। আল্লাহ পাক তওবা কবুল করেন এবং গোনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দেন, যাহা আখেরাতের কামিয়াবী ও নাজাতের উচিলা।
 - ৩। আল্লাহ পাকের রহমত হইতে নিরাশ হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। পরম দয়ালু আল্লাহ তা'য়ালার রহমত হইতে নিরাশ হওয়া মোমেনদের জন্য শোভন নহে।
 - ৪। যদি বড় বড় গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া শরীয়তের জরুরী বিধানসমূহ পালন করা হয়, তবে আল্লাহ পাক ছোট ছোট গোনাহগুলি ক্ষমা করিয়া দেন।
 - ৫। কৃত অপরাধ হইতে বিরত থাকা তওবা কবুলের পূর্বশর্ত।
 - ৬। তওবা ও নেক আমলকারী ব্যক্তি সফলকাম।
 - ৭। মৃত্যুর সময় যখন তিনি জগতের দৃশ্যাবলি প্রকাশ হওয়া শুরু হয় তখন তওবা করিলে উহা কবুল হয় না। ঐ সময় কোন কাফের দ্রীমান আনিলে তাহাও কবুল হয় না।
 - ৮। তওবা ও এন্টেগফার দ্বারা দুনিয়াতে সুখ সংজ্ঞাগের জীবন লাভ হয় এবং-
 - ৯। শক্তি বৃদ্ধি হয়।
 - ১০। পর্যাণ্ত বৃষ্টি বর্ষণ হয়।
 - ১১। সম্পদ ও সন্তানাদিতে উন্নতি হয়।
- সুতরাং আল্লাহ পাকের ফরমান অনুযায়ী উভয় জাহানের কামিয়াবী ও উন্নতির জন্য তওবা ও এন্টেগফারে মনোনিবেশ করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ে হাদীসে পাকের আলোকে তওবার হাকীকত, ফজিলত, পুরুষ এবং তওবার পদ্ধতি ও এতদসংক্রান্ত আনুসংক্ষিক বিষয়াদি আলোচনা করা হইয়াছে।

তওবার প্রক্রিয়া ফজিলত এবং আল্লাহর দিকে রূজু হওয়া

হাদীস-১

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا مِنْ طِينَ عَبْدِي وَأَنَا مَعْنَى
 حَيْثُ يَذْكُرُ فِي وَاللَّهُ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتُوبَةِ عَبْدِي إِذْ أَحَدِكُمْ
 يَحْدُثُ صَالَّتْهُ بِالْفَلَاقِ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبِيرًا تَقْرَبَتِ الْأَيْمَهُ ذَرَاعَهُ
 وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذَرَاعَهُ تَقْرَبَ بِهِ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَسْعِي
 أَقْبَلَتِ الْأَيْمَهُ أَهْرَافُهُ

অর্থঃ হ্যরত আবু হেরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন, আমার বান্দা আমাকে যেমন ধারণা করে আমি তেমন (অর্থাৎ বান্দা আমার সম্পর্কে যেইরূপ ধারণা করিবে আমি তাহার সহিত সেইরূপই আচরণ করিব।) এবং আমি বান্দার সঙ্গেই আছি যেখানেই সে আমাকে স্বরণ করিবে। (অতঃপর নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন) আল্লাহর শপথ! ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি জনশূণ্য প্রান্তরে তাহার সওয়ারী (বাহন) ও মাল ছামান হারাইয়া যাইবার পর পুনরায় উহা ফিরিয়া পাইলে যেই পরিমাণ খুশী হয়, আল্লাহ পাক তাহার কোন বান্দা তওবা করিলে উহা হইতেও অধিক খুশী হন। (আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন) যেই ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, আর যেই ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তাহার দিকে চার হাত অগ্রসর হই। যখন সে আমার দিকে নিবিষ্ট হইয়া পায়ে হাতিয়া (সাধারণভাবে) অগ্রসর হয় তখন আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া (দ্রুত) অগ্রসর হই। -বোধায়ী ও মুসলীম।

পুলিশ আমার সাহায্য করিবে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, দুনিয়ার একজন তুচ্ছ পুলিশের সঙ্গলাত্তের কারণেই যদি মানুষের অন্তরে এতটা নিরাপত্তা ও শক্তির সংঘার হইতে পারে তবে দুনিয়ার সকল শক্তির ফিলি উৎস; সেই মহান রাবুলআ'লামীনের সঙ্গ পাইবার পর মানুষের মনের অবস্থা কেমন হইতে পারে?

তৃতীয় সুসংবাদের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে, যেই ব্যক্তি আল্লাহর দিকে সামান্য অগ্রসর হয় আল্লাহ পাক তাহার দিকে কয়েকগুণ বেশী অগ্রসর হন। অর্থাৎ বান্দাকে তিনি স্বীয় রহমতের ক্ষেত্রে ত্রোড়ে তুলিয়া লন।

চতুর্থ সুসংবাদে বলা হইয়াছে, আল্লাহ পাকের দিকে যদি কেহ স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হয় তবে আল্লাহ পাক তাহার নিকট দৃত হাজির হন। কোন শিশু যখন নৃতন নৃতন হাঁটা শিখে, তখন তাহাকে দাঁড় করাইয়া হাত পাতিয়া নিকটে আহবান করিলে সে যেই মাত্র উঠি-পড়ি করিয়া দুই-এক কদম অগ্রসর হয়; সঙ্গে সঙ্গে আহবানকারী ছুটিয়া আসিয়া শিশুকে কোলে টানিয়া লইয়া বাহবা দিতে থাকে। (আসলে আল্লাহ পাক হাঁটা, চলা-ইত্যাদি বিষয় হইতে পবিত্র। নিজের বান্দার প্রতি তিনি যে কতটা মেহেরবান এবং গোনাহ্গার বান্দাগণ আল্লাহর পথে সামান্য অগ্রসর হইলে তিনি যে তাহাদের প্রতি কতটা রহমত ও অনুগ্রহ বর্ণণ করেন, এই সকল বিষয় বুঝাইবার জন্যই বিষয়, হাত এবং হাঁটা-চলা ইত্যাদি শব্দসমূহ ব্যবহার করা হইয়াছে।)

সুতরাং হে মোমেনগণ! আল্লাহর দিকে অগ্রসর হইতে থাকুন। তাহার রহমত হইতে কখনো নিরাশ হইতে নাই। সর্বদা তাহাকে শ্রবণ করুন এবং তওবা ও এন্টেগফার করিতে থাকুন। উপরোক্ত হাদীসে ইহাও এরশাদ হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি জনমানবশূণ্য কোন বিরান ভূমিতে নিজের সওয়ারী, মাল-ছামান ও খাদ্য-সামগ্ৰী হারাইয়া ফেলিল। অতঃপর সে বহু খোঁজা-খুঁজি করিয়াও উহার সন্ধান করিতে না পারিয়া একেবারেই নিরাশ হইয়া ভাবিতে লাগিল যে, এখন তাহার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার আর কোন উপায় নাই। এই কঠিন দুর্ভাবনার মুহূর্তে হঠাৎ যদি সে তাহার সওয়ারীসহ হারাইয়া যাওয়া সকল মাল-ছামান ফিরিয়া পায় তবে ঐ ব্যক্তির মনে যে কতটা আনন্দের সংঘার হইতে পারে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার মত নহে। ঠিক তেমনি কোন বান্দা যখন আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করে তখন তিনি ঐ ব্যক্তির আনন্দ হইতেও আরো অধিক আনন্দিত হন।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে ইমানদারদের জন্য কয়েকটি সুসংবাদ রহিয়াছে। প্রথমতঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন, “আমি আমার বান্দার ধারণা পরিমাণ।” সুতরাং সে যখন ধারণা করিবে এবং আশা পোষণ করিবে যে, আল্লাহ পাক নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং দুনিয়ার বালা-মুসীবত ও আখেরাতের আজাব হইতে রক্ষা করিবেন, তখন আল্লাহ পাক বান্দার ধারণা ও আশা অনুযায়ী নিশ্চয়ই তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। বান্দার ধারণা ও আশাকে কখনো তিনি ভঙ্গ করেন না।

আল্লাহ পাক কত বড় মেহেরবান। তাহার প্রতি সুধারণা ও আশা পোষণ করিতে বান্দার কোন কষ্ট হয় না, পয়সাও খরচ করিতে হয় না। অথচ এই বিনা শ্রমের সুধারণা ও আশার বিনিময়ে আল্লাহ পাক কত অনুগ্রহের সুসংবাদ দান করিয়াছেন। ইহার পরও কি আমরা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হইব না? তবে এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কোন প্রকার আমল না করিয়া শুধু রহমতের আশা করিলেই চলিবে না। নিয়মিত নেক আমলের পাশাপাশি যাবতীয় গোনাহ্গ ও পাপাচার হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কেননা, অপর হাদীসে বলা হইয়াছে-

أَعْجِزُ مَنْ أَتَبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَّى عَلَى اللَّهِ

অর্থঃ ঐ ব্যক্তি নির্বোধ, যে সর্বদা স্বীয় নফসানী খাহেশের পিছনে লাগিয়া থাকে আর আল্লাহ পাকের নিকট (রহমত) কামনা করে।

—তিরমিজি, ইবনে মায়া।

হাদীসে পাকে বর্ণিত দ্বিতীয় সুসংবাদটি হইল, বান্দা আমাকে যেখানেই শ্রবণ করিবে আমি তাহার সঙ্গে আছি। বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের ‘সঙ্গলাত্ত’ যে কত বড় দৌলত উহা সেই ব্যক্তিগণই অনুভব করিতে পারিয়াছেন যাহাদের মুখ ও অন্তর সর্বদা আল্লাহ পাকের জিকিরে মশগুল রহিয়াছে। একটু গভীরতাবে চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, আল্লাহ পাকের ‘সঙ্গলাত্ত’ হইতে বড় সম্পদ আর কিছুই হইতে পারে না।

দুনিয়াতে কাহারো সঙ্গে যদি একজন সাধারণ পুলিশও থাকে তবে উহার দাপটেই তাহার মনের জোর এত বাড়িয়া যায় যে, সে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিয়া ভাবিতে থাকে, এখন কেহ আমার অনিষ্ট করিতে চাহিলে এই

পঞ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হইবার পূর্ব পর্যন্ত তওবার দরজা খোলা থাকিবে
হাদীস-২

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِتُوَدَّ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِتُسْوِبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا -

অর্থঃ হয়রত আবু মুছা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিচয়ই আল্লাহ্ পাক প্রতি রাতে হস্ত প্রসারিত করেন বিগত দিনের গোনাহগারদের তওবা কবুল করার জন্য। এমনিভাবে দিনের বেলা নিজের হাত প্রসারিত করেন বিগত রাতের গোনাহগারদের তওবা কবুল করার জন্য। পঞ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (প্রতি রাতে ও দিনে) ইহা অব্যাহত থাকিবে। -মুসলিম, নাছাই।

ব্যাখ্যাৎ হস্ত প্রসারিত করিবার অর্থ হইল, আল্লাহ্ পাক স্বীয় বান্দাদের প্রতি খাচ তাওয়াজ্জুহ ও বিশেষ দৃষ্টি দান করেন। আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত দয়ালু ও ক্ষমাশীল। গোনাহগার বান্দা যখনই তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তখনই তিনি উহা কবুল করেন।

উপরে হাদীসের তরজমায় বলা হইয়াছে, “পঞ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হইবার পূর্ব পর্যন্ত ইহা অব্যাহত থাকিবে।” অর্থাৎ তওবাকারীদের তওবা কবুল হইতে থাকিবে। ইহার ব্যাখ্যা হইল, কেয়ামতের পূর্বে সূর্য পঞ্চিম দিক হইতে উদয় হইবে, উহাই কেয়ামত নিকটবর্তী হইবার বড় নির্দশন। ঐ নির্দশন প্রকাশ পাইবার পূর্বে যাহারা গোনাহ করিয়াছে কিন্তু তওবা করে নাই; এক্ষণে আর তাহাদের তওবা কবুল হইবে না।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, নিচয়ই আল্লাহ্ পাক তওবা কবুলের জন্য পঞ্চিম দিকে একটি দরজা বানাইয়াছেন। যাহার প্রস্থ সত্ত্বের বছরের দূরত্বের সমান। পঞ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঐ দরজা বন্ধ হইবে না।

এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ أَيَّاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَّنْتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبْتُ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا -

অর্থঃ যেদিন আপনার প্রতিপালকের বড় নির্দশন আসিয়া পৌছিবে (সেদিন) কোন এইরূপ ব্যক্তির ঈমান তাহার কাজে আসিবে না, যে ব্যক্তি পূর্ব হইতে ঈমানদার ছিল না, অথবা (ঈমানদার তো ছিল, কিন্তু) সে স্বীয় ঈমানের মধ্যে কোন সৎকাজ করে নাই। -তিরমিয়ি, ইবনে মাজা।

গোনাহের পরিমাণ যত বেশীই হউক তওবা করিলে ক্ষমা করা হইবে
হাদীস-৩

وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ بَشَّارَكَ وَتَعَالَى يَا إِبْرَاهِيمَ أَدَمَ إِنَّكَ مَادَعَوْتِي وَرَجَوْتِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيهِكَ وَلَا أُبَأِيْ يَا إِبْرَاهِيمَ أَدَمَ لَوْبَلَغْتُ ذُنُوبِكَ عَنَّا نَسَاءٌ شُمَّ اسْتَغْفِرَتِنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَأِيْ يَا إِبْرَاهِيمَ أَدَمَ لَوْأَتَيْتِنِي بِقَرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا شُمَّ لَقِيتَنِي لَا شُرِكْتِنِي شَيْئًا لَا تَبَيَّنَ بِقَرَابِهَا مَغْفِرَةً

অর্থঃ হয়রত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন, হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমার নিকট দোয়া করিতে থাকিবে আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিব, তোমার গোনাহের পরিমাণ যত বেশীই হউক তাহাতে আমি কিছুমাত্র পরোয়া করিব না। হে আদম সন্তান! তোমার গোনাহ যদি আকাশের মেঘ পরিমাণও হয় তথাপি তুমি আমার নিকট মাগফেরাত কামনা করিলে আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিব। আর তাহাতে আমি কোন

৪২

তওবা

কিছুই পরোয়া করিব না। হে আদম সন্তান! তোমার গোনাহ যদি এত বিপুল পরিমাণ হয় যে, উহা দ্বারা গোটা জমিন ভরিয়া যায়; ঐ অবস্থায়ও যদি তুমি আমার নিকট এমনভাবে হাজির হও যে, আমার সহিত কাহাকেও তুমি শরীক কর নাই, তবে আমিও তোমাকে এত বিপুল পরিমাণ মাগফেরাত দ্বারা ধন্য করিব যে, উহা দ্বারাও গোটা ভূপৃষ্ঠ পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। -তিরমিষি।

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসে পাকে রাবুলআলামীনের পক্ষ হইতে মোমেন বান্দাদের জন্য একটি সাধারণ ঘোষণা প্রকাশ করা হইয়াছে। মানুষের দ্বারা সাধারণতঃ সকল সময়ই কিছু না কিছু ত্রুটি-বিচুতি হইতেই থাকে। শরীয়তের হকুম পালন ও নিয়মিত আমলে শিথিলতা এবং অঙ্গতা ও অবহেলার কারণে ছোট বড় গোনাহ তাহাদের দ্বারা অহরহই প্রকাশ পাইতে থাকে। সুতরাং মহান গাফুরুর রাহীম আল্লাহ পাকও বান্দার মাগফেরাতের সহজ সুপায় বয়ান করিয়া দিয়াছেন। বান্দা যখন নেহায়েত আজেজী-এন্কেছারী ও অনুত্তাপ-অনুশোচনায় বিদঞ্চ মন লইয়া মাগফেরাতের দৃঢ় আশায় আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং “ভবিষ্যতে আর কখনো এই ধরনের অপরাধ হইবে না” এই মর্মে দৃঢ় অঙ্গীকার করে তখন আল্লাহ পাক বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দেন। এই প্রসঙ্গে তাহার ঘোষণা হইল—
।।। ৮ -বান্দার গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া আমার জন্য হইল—
কোন বোৰা নহে, এই বিষয়ে আমার কোন অপরাগতা ও পরোয়া করার প্রয়োজন নাই। বড় গোনাহ ক্ষমা করাও আমার জন্য কোন মুশ্কিল নহে এবং ছোট গোনাহ ক্ষমা করিতেও আমার কোন বাঁধা নাই।

বিপুল পরিমাণ পাপের দুইটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়া মোমেন বান্দাগণকে সান্ত্বনা দিয়া এরশাদ করা হইয়াছে— তোমাদের গোনাহ যদি এই পরিমাণও হয় যে, উহাকে যদি দেহের আকার প্রদান করা হয় তবে জমিন-আসমান এবং উহার মধ্যকার গোটা শৃঙ্গ স্থান উহা দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে, তবুও আমার পরিমাণ যদি এমন হয় যে, উহা দ্বারা ভূপৃষ্ঠ ভরিয়া যাইবে তথাপি আমি উহা পরিমাণ যদি জমিনকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে তবে আমার গোনাহ যদি জমিনকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারিবে। বরং আল্লাহ পাকের

মাগফেরাত এত অসীম যে, গোটা আসমান ও জমিনের বিশাল ভাণ্ডারও ঐ অন্তহীন মাগফেরাতের সামনে কিছুই নহে। কিন্তু কাফের ও মুশ্রিকদিগকে ক্ষমা করা হইবে না।

১। হাকিমুল উল্লত হয়রত থানতী (রহঃ) এর খলীফা করাচীর ডাঃ আব্দুল হাই (রহঃ) বলিতেন, করাচী শহরের কোটি কোটি মানুষের মল-মৃত নদীমা পথে সমুদ্রে যাইয়া পতিত হয়। অতঃপর সমুদ্রের একটি তরঙ্গ আসিয়া উহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। মুহূর্তে সেখানে নাপাকীর চিহ্নাত্ম থাকে না। সমুদ্র আল্লাহ পাকের একটি স্কুদ্র সৃষ্টি। এই স্কুদ্র সৃষ্টির একটিমাত্র তরঙ্গের মধ্যেই এত শক্তি রাহিয়াছে যে, এক মুহূর্তে কোটি কোটি মানুষের নাপাক ময়লা এমনভাবে পাক-ছাক করিয়া দেয় যে, অতঃপর কোন ইমাম সেই পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করিয়া নামাজ পড়াইলে তাহাও শুল্ক হইয়া যায়। এক্ষণে তারিয়া দেখুন, আল্লাহ পাকের স্কুদ্র সৃষ্টি সমুদ্রের একটি তরঙ্গের মধ্যেই যদি এত শক্তি থাকে তবে স্বয়ং আল্লাহ পাকের রহমতের অন্তহীন সমুদ্রের তরঙ্গ কি আমাদের গোনাহ-খাতাকে ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করিতে পারিবে না?

অনেককেই বলিতে শোনা যায় যে, আমি বার বার তওবা ভঙ্গ করিতেই, আল্লাহ কি আমাকে ক্ষমা করিবেন? আমার গোনাহ ক্ষমার যোগ্য নহে। এইজন্ম ব্যক্তিকে দৃশ্যতঃ মনে হয় যেন স্থীর অপরাধের অনুভূতিতে তাহার মধ্যে যথার্থ অনুশোচনা সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু মওলানা থানতী (রহঃ) বলেন, বাহ্যতঃ তাহাকে বিনয়ী মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে সে বড় অহংকারী বটে। কারণ সে নিজের অপরাধের তুলনায় আল্লাহ পাকের অকুরাত রহমতের ভাণ্ডারকে তুচ্ছ মনে করিতেছে। সে যেন ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিতেছে যে, আল্লাহ পাকের রহমত তাহার গোনাহকে ক্ষমা করিতে সক্ষম নহে। এই প্রসঙ্গে মওলানা থানতী (রহঃ) একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন, একদা এক মশা এক ষাঁড়ের শিং- এর উপর বসিয়াছিল। উড়িয়া যাওয়ার সময় সে ষাঁড়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমার অনুমতি ছাড়া আমি তোমার শিং- এর উপর বসিয়াছিলাম, তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিও। ষাঁড় জবাবে বলিল, তুমি যদি না বলিতে তবে তুমি কখন আসিলে আর কখন চলিয়া গেলে আমি কিছুই টের পাইতাম না। এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া মওলানা থানতী (রহঃ) বলেন, বান্দার সমুদ্র পরিমাণ গোনাহও আল্লাহ পাকের রহমতের সামনে কিছুই নহে।

- (হাকিম মওলানা আখতার সাহেবের রচিত “ফাজায়েলে তওবা” হইতে সংগৃহীত)

-অনুবাদক।

তওবা

এই কারণেই হাদীসের শেষাংশে মাগফেরাতের শর্ত হিসাবে আল্লাহ্ পাকের সহিত কোন কিছু শরীক না করার বিষয়টি উল্লেখ করা হইয়াছে।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ
يَشَاءُ

অর্থঃ নিচয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁহার সহিত শরীক স্থির করার অপরাধ ক্ষমা করিবেন না, এবং ইহা ব্যতীত অন্যান্য পাপ তিনি যাহাকে উচ্ছা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

কাফের ও মুশরিকদিগকে কখনো ক্ষমা করা হইবে না। তাহারা চিরদিন দোজখেই শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। মোমেন বান্দাদের দ্বারা যত অধিক পরিমাণেই গোনাহ্ হউক আল্লাহ্ পাকের রহমত ও মাগফেরাত হইতে কখনো নিরাশ হইতে নাই। “আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করিয়া দিবেন” এই দৃঢ় আশা লইয়া সর্বদা তওবা ও এন্টেগফারে লাগিয়া থাকা উচিত।

আল্লাহর ক্ষমাঞ্জলি

হাদীস-৪

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيُدِّهِ لَوْلَمْ تُذَبِّبُوا لَدَّهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذَبِّبُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ فِيغْفِرُ لَهُمْ

অর্থঃ হ্যরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ্ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ পবিত্র জাতের কসম! যাহার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা যদি গোনাহ্ না কর তবে আল্লাহ্ পাক তোহাদিগকে এই দুনিয়া হইতে স্থানস্থর করিয়া অন্য এক কওমকে সৃষ্টি করিবেন। যাহারা গোনাহ্ করিয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে আর আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। -মুসলিম।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ পাক বান্দার প্রতি কত বড় ক্ষমাশীল, আলোচিত হাদীসে

উহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ‘কাহার’ ও ‘জাবার’ যেমন তাহার খাছ ছিফাত; ঠিক তেমনি ‘গাফ্ফার’ ও ‘ছান্নার’ ও তাহার খাছ ছিফাত। প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দানের ব্যাপারে তিনি যেমন কঠোর, ঠিক তেমনি বান্দার অপরাধ গোপন করা এবং ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত মেহেরবান। সৃষ্টি জীবের উপর বিভিন্ন উপায়ে আল্লাহ্ পাকের শুণ ও ছিফাতের বিকাশ ঘটিতে থাকে। কেহ অপরাধ করিয়া যখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে তখন তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলেই তিনি যে গাফ্ফার ও ‘ক্ষমাশীল’ তাঁহার এই ছিফাতটি প্রকাশ পাইবে। তাঁহার এই গাফ্ফারিয়াতের শানের উল্লেখ করিয়াই হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে, তোমরা যদি গোনাহ্ না কর তবে আল্লাহ্ পাক তোহাদের স্থানে অপর এক কওম সৃষ্টি করিবেন যাহারা অপরাধ করিয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। আর আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

তওবাকারী নিষ্পাপ হইয়া যায়

হাদীস-৫

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّائِبُ مِنَ الدَّنِبِ كَمْ لَا ذَنْبَ لَهُ

অর্থঃ হ্যরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহ্ তা'য়ালা আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তওবাকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যাহার কোন গোনাহ্ নাই। -তাবরানী।

ব্যাখ্যাঃ আলোচিত হাদীসে বলা হইয়াছে, তওবা করার পর মানুষ এমন হইয়া যায় যেন সে কখনো পাপই করে নাই। অর্থাৎ যেই ব্যক্তি তওবা করিল আর যেই ব্যক্তি জীবনে কখনো কোন গোনাহ্ করে নাই- পাপের শাস্তির ব্যাপারে তাহারা উভয়ই সমান। অর্থাৎ তাহাদের কাহারো কোন শাস্তি হইবে না। তবে হা, তওবার যাবতীয় শর্তসহ খাঁটি নিয়তে তওবা করিতে হইবে। (তওবার যাবতীয় আয়োজন ও শর্তসমূহ ১৮ ও ১৯ নং হাদীসে আলোচনা করা হইয়াছে)।

মোমেনের দ্বারা গোনাহ হওয়া অসম্ভব নহে, তবে সে সঙ্গে সঙ্গেই
তওবা করিয়া নেয়।

হাদীস-৬

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَالْإِيمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي اخْيَتِهِ يَجْحُولُ مِنْهُ جِمْعًا إِلَى أَخِيَتِهِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُوْنَّ إِنْ جِمْعًا فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَاءِ وَأَوْلُو الْأَمْرِ وَفَكُمُ الْمُؤْقِنُونَ

অর্থঃ হ্যরত আবু ছাইদ আল খুদৰী রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বণিত, নবী করীম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, মোমেনের উদাহরণ এবং ঈমানের উদাহরণ এইরূপ যেমন কোন ঘোড়াকে তাহার নিজের জায়গায় বাধিয়া রাখা হইয়াছে (অর্থাৎ তাহার পায়ে একটি লম্বা রশি লাগানো আছে, এই রশি যেই পরিমাণ লম্বা ঐ পরিমাণ দূরত্ব পর্যন্ত) সে ঘোরাফিরা করে, অতঃপর পুনরায় নিজের জায়গায় ফিরিয়া আসে। (ঠিক এমনিভাবে) মোমেন ব্যক্তি ঈমানের দাবী ও চাহিদা হইতে দূরে সরিয়া গাফেল হইয়া যায় (অপরাধ করিয়া ফেলে)। অতঃপর পুনরায় ঈমানের (দাবীর) দিকে ফিরিয়া আসে। সুতরাং তোমরা নিজেদের আহার মোতাকী লোকদিগকে খাওয়াইবে এবং নিজেদের দানসমূহ মোমেনদেরকে প্রদান করিবে” দ্বারা এই কথাই বুঝানো হইয়াছে যে, নেককার, ছালেইন ও ঈমানদারদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন কর এবং তাহাদের সঙ্গেই উঠা বসা, চলা-ফিরা ও লেন-দেন কর যেন আখেরাতের প্রতি মনোযোগী হওয়ার ব্যাপারে পরম্পরের সহযোগিতা পাওয়া যায় আর তোমাদের সম্পদ ফাসেক ও গোনাহগারদের জন্য খরচ না করিয়া ঐ সকল লোকদের জন্য খরচ করিবে যাহারা আল্লাহর জন্যই জীবন ধারণ করে এবং আল্লাহর জন্যই মৃত্যুবরণ করে।

-ইবনে মাজা, বায়হাকী, আবু নাফিস নোয়াইম।

১। ইমাম গাজালী (রহঃ) বলেন, ঈমানের জন্য গোনাহ এমন, যেমন দেহের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য। ক্ষতিকর খাদ্য পাকস্থলীতে একত্রিত হইয়া আস্তে আস্তে পিস্তাদির মেজাজ বিগড়াইতে থাকে, যাহা মানুষ টের পায় না। অতঃপর হঠাৎ সে রুগ্ন হইয়া মৃত্যুবরণ করে। গোনাহ ঈমানের মধ্যে এমনিভাবে প্রভাব করে এবং এক দিন ঈমানকেই ডুবাইয়া দেয়। সুতরাং ধৰ্মস্তুপ দুনিয়াতে মৃত্যুর ভয়ে যখন বিশ্বাস ও ক্ষতিকর খাদ্য না খাওয়া তৎক্ষণিক ওয়াজিব, তখন চিরস্ত ধৰ্মসের ভয়ে ধৰ্মসাত্ত্বক কাজকর্ম না করা আরও উত্তমরূপে তৎক্ষণিক ওয়াজিব হইবে। বিপুনকারী শীয় ভূলের জন্য অনুত্ত হইয়া যেমন তৎক্ষণাত উদরকে বিষমুক্ত করার জন্য বমি করিতে অথবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে সচেষ্ট

হাদীস-৭

وَعَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ أَبْنَادْمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَاطِئِينَ الشَّوَّابُونَ

অর্থঃ হ্যরত আনাস রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বণিত, রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সকল মানুষই গোনাহগার, তবে গোনাহগারদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে অধিক তওবা করে।

-তিরমিয়ি, ইবনে মাজা, মুসতাদরাকে হাকিম।

ব্যাখ্যাৎ উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, মোমেনের দ্বারা গোনাহ হওয়া কোন আশ্চর্যের বিষয় নহে। তবে হাঁ, বার বার একই গোনাহ করা মোমেনের শান নহে। কখনো কোন গোনাহ হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে সে তওবা করিয়া ঈমানের দাবী অনুযায়ী নেক আমলে লাগিয়া যাইবে। একগুঁয়েমি ও জিদ করিয়া অবাধ্য হইবে না। কারণ, ইহা বরবাদীর লক্ষণ।

৬নং হাদীসে বণিত “নিজেদের আহার মোতাকী লোকদিগকে খাওয়াইবে এবং নিজেদের দানসমূহ মোমেনদেরকে প্রদান করিবে” দ্বারা এই কথাই বুঝানো হইয়াছে যে, নেককার, ছালেইন ও ঈমানদারদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন কর এবং তাহাদের সঙ্গেই উঠা বসা, চলা-ফিরা ও লেন-দেন কর যেন আখেরাতের প্রতি মনোযোগী হওয়ার ব্যাপারে পরম্পরের সহযোগিতা পাওয়া যায় আর তোমাদের সম্পদ ফাসেক ও গোনাহগারদের জন্য খরচ না করিয়া ঐ সকল লোকদের জন্য খরচ করিবে যাহারা আল্লাহর জন্যই জীবন ধারণ করে এবং আল্লাহর জন্যই মৃত্যুবরণ করে।



পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

হয়, তেমনিভাবে যে গোনাহ করে, তাহার জন্য গোনাহ হইতে তৎক্ষণাত ফিরিয়া আসা ওয়াজিব। অতঃপর যতদিন সে জীবিত থাকে, ততদিন এই ক্ষতিপূরণ করিতে সচেষ্ট হইবে। সুতরাং গোনাহগারের উচিত দ্রুত তওবার প্রতি মনোনিবেশ করা। নতুনা গোনাহের বিষক্রিয়ার ফলে ঈমানের আত্মা প্রভাবিত হইয়া যাইবে।

-এব্রেয়াউ উলুমিদ্দীন হইতে সংগৃহিত। -অনুবাদক

গোপন পাপের তওবা গোপনে এবং প্রকাশ্য পাপের
তওবা প্রকাশ্যে করিতে হইবে

হাদীস-৮

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ مَا أُسْتَطِعْتَ وَإِذْ كُرِبَ اللَّهُ عِنْدَكُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ وَمَا عَيْلَتْ مِنْ سُوْءٍ فَاحْدُثْ لَهُ تَوْبَةً السِّرِّ وَالْعِلَانِيَةَ بِالْعَلَانِيَةِ

অর্থঃ হযরত মু'আজ রাজিয়াল্লাহ আনহু বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া
রাসূলাল্লাহ। আমাকে বিশেষ কিছু নসীহত করুন। এরশাদ হইল, তুমি নিজের
শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর এবং সকল পাথর ও বৃক্ষের নিকট
(অর্থাৎ সর্বত্র) আল্লাহকে শ্রণ কর। আর যতবারই কোন গোনাহ করিবে
নৃতনভাবে উহার জন্য তওবা করিবে। গোপন গোনাহের জন্য গোপনে এবং
প্রকাশ্য গোনাহের জন্য প্রকাশ্য তওবা করিবে। -তাবরানী।

ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীসে কয়েকটি অসীয়ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা
হইয়াছে যে, তোমরা খোদা ভীতি বা তাক্তওয়া এখতিয়ার কর। বস্তুতঃ
তাক্তওয়া বা খোদা-ভীতি মানব চরিত্রের এমন একটি গুণ যাহা মানুষকে
গোপনে ও প্রকাশ্যে ছোট-বড় যাবতীয় গোনাহ হইতে দূরে রাখে। যেই ব্যক্তি
তাক্তওয়া হাসিল করিয়াছে সে আল্লাহ পাকের খাছ বান্দায় পরিণত হইয়াছে।
কালামে পাকের বিভিন্ন স্থানে তাক্তওয়া হাসিল করার হুকুম করা হইয়াছে।
কেননা তাক্তওয়ার মাধ্যমেই সকল আমল জিন্না হয়। এক হাদীসে এরশাদ
হইয়াছে-

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي أَثْرِيْنِ لَامْرِكَ كُلِّكَ -

অর্থঃ তোমরা তাক্তওয়া এখতিয়ার কর। উহা দ্বারা তোমাদের সকল
আমলের সৌন্দর্য আসিবে।

মানুষের মধ্যে যখন তাক্তওয়া হাসিল হইবে তখন তাহার দ্বীনী
আমলসমূহও যথাযথভাবে আদায় হইবে এবং দুনিয়াবী কাজ-কর্ম ও
আয়-উপার্জনেও সে আল্লাহকে ভয় করিয়া হক ও হালাল পথে চলিতে
থাকিবে। মানুষ যখন জানিতে পারিবে যে, এই ব্যক্তির তাক্তওয়া ও
পরহেজগারী হাসিল হইয়াছে, সকল কাজেই সে আল্লাহকে ভয় করিয়া চলে
তখন সকলেই তাহার অনুরক্ত হইয়া পড়িবে।

হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় নসীহতটি হইল, সকল পাথর ও বৃক্ষের নিকট
(অর্থাৎ সদা সর্বদা ও সর্বত্র) আল্লাহর জিকির কর। এই নসীহতটিও অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ। “জিকিরে এলাহী” নামে আমার একটি কিতাব ছাপা হইয়াছে।
উহাতে জিকিরের উপকারিতা ও ফাজায়েল সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় নসীহতটি হইল, যখনই কোন গোনাহ হইয়া যাইবে উহার জন্য
নৃতনভাবে তওবা করিয়া লইবে। ইতিপূর্বে যতবার তওবা করা হইয়াছে উহার
ছাওয়াব, বরকত এবং উহা দ্বারা ক্ষমা প্রাপ্তির উপকারিতা ইত্যাদি তো আছেই;
উহার পরও যখনই কোন গোনাহ হইয়া যাইবে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লইবে।
তওবা করিতে কখনো বিলম্ব বরিবে না। এমন ধারণা করিবে না যে, পরে এক
সময় তওবা করিয়া লইব। পরে সময় পাইবে কি-না উহার কোন নিশ্চয়তা
নাই। কে কত সময় বাঁচিয়া থাকিবে এবং মৃত্যু কখন আসিয়া হাজির হইবে
উহা কেহই বলিতে পারে না। বিলম্ব করিলে জীবনে তওবার সুযোগ নাও হইতে
পারে। তওবার ব্যাপারে নফস গড়িমসি করাইতে চাহিলে সেদিকে কান দিবে
না।

তওবার ব্যাপারে আলোচিত হাদীসে অপর যেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে
দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে উহা হইল, যেই গোনাহ গোপনে করা হইয়াছে
উহার তওবাও গোপনেই করিতে হইবে, অপর কাহারো নিকট ইহা প্রকাশ
করিবে না যে, আমি অমুক অপরাধ করিয়াছি। এমনিভাবে যেই গোনাহ প্রকাশ্য
জনসমূহে করা হইয়াছে উহার তওবাও প্রকাশ্যে সকলের সম্মুখে করিতে
হইবে। যেমন কেহ মুর্খতা বশতঃ প্রকাশ্যে এই কথা বলিয়া ফেলিল যে, যাহার
ঘরে খাবার নাই সে-ই রোজা রাখিবে। ইহা পরিষ্কার কুফরী কালাম। কেননা
এখানে সে দ্বীনের এক মজবুত ভিত্তি রোজাকে ব্যঙ্গ করিয়াছে। সুতরাং এই
তওবা-৪

কুফরী কর্ম যদি কেহ গোপনে করিয়া থাকে তবে তাহাকে গোপনেই তওবা করিতে হইবে। আর যদি সকলের সামনে করিয়া থাকে তবে তওবাও সকলের সামনেই করিতে হইবে। এইভাবে তওবা করিলে তওবার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত অর্থাৎ “প্রকাশ অপরাধের তওবা প্রকাশ্যে” করার বিধানটি পালন করা হইবে। ফলে লোকেরাও তাহার তওবার সাক্ষী হইয়া যাইবে।

কোন মুসলমানকে বিশেষতঃ কোন আলেমকে যদি সকলের সম্মুখে প্রকাশ্যে অপমান করা হয় তবে এই ক্ষেত্রে অপরাধীকে সকলের সম্মুখেই ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। ফলে একদিকে যেমন অপরাধীর নফসের এছলাহ হইবে, অপর দিকে যাহাদের সম্মুখে আলেমের মানহানি করা হইয়াছিল তাহাদের সম্মুখেই পুনরায় তাহার ইজ্জত ও একরাম করা হইবে। অথচ অনেক সময় দেখা যায়, কোন সশ্রান্তি ব্যক্তিকে হয়ত সকলের সম্মুখেই গাল-মন্দ করিয়া অপমান করা হইল; পরে হয়ত সকলের অগোচরে তাহার নিকট ক্ষমা চাওয়া হইল। এই ধরনের ক্ষমা চাওয়া দ্বারা ঐ অপমানের ক্ষতিপূরণ হয় না যাহা সকলের সম্মুখে করা হইয়াছে।

নেক আমলই বদ আমলের কাফ্ফারা

হাদীস-৯

وَعَنْ أَبِي ذِئْرٍ وَمُعَاذِبْنَ جَبِيلَ رَحْمَنِ اللَّهِ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حَيْثُنَا كُنْتَ وَأَنْبَعَ السَّيِّئَةَ الْخَيْرَةَ تَمْهِيَهَا وَخَالِقَ السَّاسَةِ بِخُلُقِ حَسِينٍ -

অর্থঃ হযরত আবু জর এবং হযরত মু'আজ বিন জাবাল রাজিয়াল্লাহ আনহমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করেন, তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর এবং বদ আমলের পরে নেক আমল কর; এই নেক আমল ঐ বদ আমলকে মিটাইয়া দিবে। আর মানুষের সহিত তাল ব্যবহার কর। -তিরমিয়ি।

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ যদি

কোন গোনাহ হইয়া থাকে তবে উহার পরই নেক আমলে ব্রুতী হও। এই নেক আমল ঐ গোনাহের জন্য মাগফেরাত ও কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْبَغِيْنَ السَّيِّئَاتِ

অর্থঃ নিঃসন্দেহে সৎকার্যাবলী মুছিয়া ফেলে মন্দ কার্যসমূহকে।

ইহাও আল্লাহ পাকের বিশেষ দান যে, নেক আমল দ্বারা তিনি গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেন। অনেক হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যখন কোন বান্দা অজু করে তখন তাহার চক্ষু, হাত, পা, চেহারা, মাথা ও কান হইতে পাপসমূহ বারিয়া পড়ে। -ছহী মুসলিম, মোয়াত্তা ইমাম মালেক।

হযরত ওসমান রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমানের সম্মুখে যখন ফরজ নামাজ হাজির হয় (অর্থাৎ নামাজের সময় হয়) আর সে নামাজের জন্য উত্তমরূপে অজু করে এবং যথাযথভাবে নামাজের ঝুকু সেজদাসমূহ আদায় করে তবে এই নামাজ তাহার বিগত জীবনের গোনাহের কাফ্ফারা হইয়া যাইবে, যতক্ষণ না সে কোন কবীরা গোনাহ করে। আর গোনাহের এই কাফ্ফারা এইরূপেই অব্যাহত থাকিবে। -ছহীমুসলিম।

এক হাদীসে আছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং এক জুমুআ হইতে আরেক জুমুআ পর্যন্ত এবং এক রমজান হইতে অন্য রমজান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহ সমূহের জন্য কাফ্ফারা হইয়া যায়- যদি কবীরা গোনাহ হইতে সে বাঁচিয়া থাকে। ২ -মুসলিম।

১। ওলামায়ে কেরামের মতে উল্লেখিত হাদীস এবং এই ধরনের অন্যান্য হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নেক আমল গোনাহের কাফ্ফারা ব্রহ্মণ। সুতরাং কাহারো আমলনামায় যদি ছগীরা গোনাহ থাকে তবে নেক আমল দ্বারা উহার কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। আর যদি ছগীরার পরিবর্তে কবীরা গোনাহ থাকে তবে আমাদের আশা এই যে, আল্লাহ উহাকে শিথিল করিয়া দিবেন। পক্ষান্তরে আমলনামায় যদি ছগীরা, কবীরা কেন প্রকার গোনাহ না থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে নেক আমল দ্বারা তাহার আমল নামায নেকী লেখা হইবে এবং তাহার দরজা বুলদ হইতে থাকিবে। -মেরকাত ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৫।

২। গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার অর্থ হইল, সামর্থ্য ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাঁচিয়া থাকা। উদাহরণগতঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীর সাথে যিনা করিতে সক্ষম হয় এবং মনে আগ্রহও

নেক আমল দ্বারা গোনাহের কাফ্ফারা হওয়ার ব্যাখ্যায় হকানী ওলামাগণ বলিয়াছেন, ঐ গোনাহ দ্বারা ছগীরা গোনাহ বুঝানো হইয়াছে। আসলে ছগীরা গোনাহ মাফ হইয়া যাওয়াও কম কথা নহে। সাধারণতঃ মানুষের দ্বারা ছাগীরা গোনাহ বেশী হইয়া থাকে। আল্লাহ পাক বান্দার নেক আমলের দ্বারাই এই সকল গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়ার এন্তেজাম করিয়াছেন। আলেমগণ বলিয়াছেন, বান্দার ছগীরা গোনাহ যদি একেবারেই নগণ্য হয় তবে তাহার নেক আমল দ্বারা কবীরা গোনাহকেও কিছুটা শিথিল করা হয় এবং ঐ নেক আমলের ফলে তাহার দরজা বুলন্দ হইতে থাকে।

গোনাহের কারণে মনে ভীতি সৃষ্টি হওয়া চাই

হাদীস-১০

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَاذْنُوبُكَ! وَأَذْنُوبَاهُ أَفْقَالَ هَذَا الْقَوْلَ مَرَتَسِينَ أَوْ تَلَاثَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ وَصَحِيبِهِ وَسَلَّمَ قُلِّ اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْ سَعْيُ مِنْ ذُنُوبِيْ وَرَحْمَتُكَ آمْرُجِيْ عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ فَقَالَهَا شَيْئَمْ قَالَ عِنْدَ فَعَادَتْمَ قَالَ عِنْدَ فَعَادَ فَقَالَ قُلْمَ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ

অর্থঃ হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহ আনহ বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বলিতে লাগিল, “হায় আমার গোনাহ” ! “হায় আমার গোনাহ” !! দুই অথবা তিন বার এইরূপ

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

থাকে, উহার পর সে নিজেকে বিরত রাখে এবং শুধু দেখিয়া ও স্পর্শ করিয়াই ক্ষত হয়, তবে দেখা অথবা স্পর্শ করার কারণে যেই অঙ্ককার তাহার অন্তরে সৃষ্টি হইবে, উহার তুলনায় নিজেকে যিনি হইতে বাঁচাইয়া রাখার কারণে নূর বেশী হইবে। কাফ্ফারা হওয়ার অর্থ ইহাই। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি পুরুষত্বাত্মক হয়, অথবা কোন কারণে সহবাসে অক্ষম হয়, তবে তাহার বিরত থাকা কাফ্ফারা হইবে না।

-এছুইয়াউ উলুমিদীন পৃঃ ১৩৮ (বাংলা সংস্করণ) - অনুবাদক।-

বলিলে পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এইরূপ বল-

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْ سَعْيُ مِنْ ذُنُوبِيْ وَرَحْمَتُكَ آمْرُجِيْ عِنْدِيْ
مِنْ عَمَلِيْ

(অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার গোনাহ হইতে তোমার মাগফেরাত অনেক বেশী প্রশংস্ত। আর তোমার রহমতই আমার নিকট আমার আমল হইতে অনেক বড় আশার বস্তু)

এই ব্যক্তি এইরূপই বলিল, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আবার এইরূপ বল, সে পুনরায় উহা বলিল। তিনি আবারো উহা বলিতে হকুম করিলে সে এইবারও উপরোক্ত দোয়া পড়িল। এইবার পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উঠ, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। -মুসতাদরাকে হাকিম।

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, গোনাহের কারণে হযরত ছাহাবায়ে কেরামগণের অন্তরে কতটা ভয়-ভীতি ও পেরেশানী সৃষ্টি হইত। উপরোক্ত হাদীস ছাড়াও গোনাহের কারণে ছাহাবায়ে কেরামদের মনে ভীতি ও পেরেশানী সৃষ্টি হওয়ার আরো অনেক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহ আনহ বলেন, মোমেন ব্যক্তি গোনাহকে এমন মনে করে যেন তাহার মাথার উপর একটি পাহাড় রহিয়াছ এবং যে কোন সময় উহা তাহার মাথার উপর পতিত হইতে পারে। আর গোনাহগার ও ফাজের ব্যক্তি গোনাহকে এমন মনে করে যেন তাহার নাকের উপর একটি মাছি আসিল, আর সে হাত দ্বারা উহাকে তাড়াইয়া দিল।

অর্থাৎ ফাজের বা গোনাহগার ব্যক্তি গোনাহকে একেবারেই মামুলী বিষয় মনে করে। গোনাহের কারণে তাহার অন্তরে কোন প্রকার ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয় ন। পক্ষান্তরে গোনাহের কারণে মোমেনের অন্তরে এমন পেরেশানী ও ভীতির সঞ্চার হয় যেন এক্ষুণি তাহার মাথায় পাহাড় ভাসিয়া পড়িবে। ইহা প্রকৃত মোমেনের ছিফাত যাহা ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল।

হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহর বর্ণনায় অপর যেই বিষয়টি
জানা গেল তাহা এই যে, মাগফেরাতের জন্য নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম নিরোক্ত দোয়াটির তালিম দিয়াছেন-

اللَّهُمَّ مَغْفِرَةً تُكَوِّنُ دُنْوِيَّ وَ حُسْنَكَ أَسْجُونَدِي
مِنْ عَمَلِي

(দোয়াটির অর্থ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে)

গোনাহের কারণে লঙ্ঘিত ও পেরেশান হইয়া আগত ছাহাবাকে নবী করীম
ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার উপরোক্ত দোয়াটি পড়াইলেন। অতঃপর
এরশাদ করিলেন, উঠিয়া দাঢ়াও, আল্লাহু পাক তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।
উক্ত ছাহাবা তো পূর্ব হইতেই লঙ্ঘা ও অনুশোচনায় দঞ্চ হইতেছিলেন।
অনুশোচনা হইল তওবার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। এক্ষণে এই অনুশোচনা ও পাপের
অনুভূতি, স্বীয় অপরাধ স্বীকার, পাপের তুলনায় আল্লাহুর রহমতের অসীমতার
অনুভূতি এবং সব শেষে আল্লাহু পাকের অনুগ্রহ প্রাপ্তির বুকতরা আশা লইয়া
ক্ষমা প্রার্থনা- ইত্যাদি বিষয়গুলির যখন এক সঙ্গে সমাবেশ ঘটিল, তখন
তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল। পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
উম্মতের জন্য কত সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর দোয়ার তালিম দিয়াছেন।

فَصَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَهْبُوتِ وَبَا رَبِّكَ وَسَلِّمْ

পাপের অনুশোচনায় মুক্তি

হাদীস-১১

وَعَنْ عُقَبَةَ ابْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لِقَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا النِّجَاةُ قَالَ أَمْلَاكُ
عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلِيَسْعَكَ بَيْتُكَ وَابْنُكَ عَلَى خَطِئِكَ.

অর্থঃ হযরত উক্তবা বিন আমির রাজিয়াল্লাহু আনহ বলেন, (একবার) নবী
করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আরজ করিলাম,

মুক্তির উপায় কি? এরশাদ হইল, তোমার জবানকে সংযত রাখ এবং নিজের
ঘরেই অবস্থান কর। আর নিজের গোনাহের জন্য রোনাজারী কর।

-আহমদ, তিরমিয়ি।

ব্যাখ্যাঃ হযরত উক্তবা বিন আমির রাজিয়াল্লাহু আনহ মুক্তি ও নাজাতের
উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
তিনটি মূল্যবান নসীহত এরশাদ করিলেন। যেই ব্যক্তি ঐ সকল নসীহতের উপর
আমল করিবে সে যাবতীয় গোনাহ এবং দুনিয়া ও আখেরাতের মুসীবত হইতে
মুক্তি পাইবে।

প্রথম নসীহতঃ

প্রথমে বলা হইয়াছে যে, তুমি তোমার জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। যদি
জবানকে সংযত না রাখ তবে সে তোমাকে নানা প্রকার গোনাহ ও মুসীবতে
লিঙ্গ করিয়া তোমার বিশেষ ক্ষতিসাধন করিবে। জবান সামান্য কস্তুর হইলেও
উহার কারণে মানুষ তয়াবহ মুসীবতের শিকার হইয়া থাকে।

এক হাদীসে আছে, নিঃসন্দেহে নিজের পায়ের দ্বারা মানুষের যতটুকু
পদক্ষেপ ঘটে উহার চাইতে অধিক স্বল্প ঘটে তাহার জবানের কারণে।

-মেশকাত।

হযরত ছুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহু ছাক্সাফী রাজিয়াল্লাহু আনহ আরজ করিলেন,
ইয়া রাসূলাল্লাহু। আমার ব্যাপারে আপনি সর্বাধিক কোন জিনিসের ভয়
করিতেছেন? উক্তরে তিনি স্বীয় জবানকে স্পর্শ করিয়া এরশাদ করিলেন, এই
জিনিসটিকেই আমি অধিক ভয় করিতেছি। -তিরমিয়ি।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
এরশাদ করিয়াছেন-

مَنْ حَمَّتْ تَحْمِي

“যে নীরব রহিয়াছে, সে মুক্তি পাইয়াছে”।

আমাদের করণীয় হইল, অর্থহীন কথা-বার্তা, মিথ্যা কথা, গীবত
(পরোক্ষে নিন্দা), তোহুকু মিথ্যা অপবাদ), -ইত্যাদি গোনাহ হইতে বাঁচিয়া
থাকিয়া তেলাওয়াত, জিকির, এন্টেগফার, দরদ পাঠ-ইত্যাদি এবাদতে

মশগুল থাকা এবং সংক্ষেপে জরুরী কথা শেষ করিয়া পুনরায় আল্লাহ্ পাকের জিকিরে মনোনিবেশ করা। আমার লিখিত “জ্বান কি হেফাজত” নামক কিতাবে এতদ্বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। (সম্পত্তি ঢাকার মোহাম্মদী লাইব্রেরী “জ্বানের হেফাজত” নামে উক্ত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছে। -অনুবাদক)।

তৃতীয় নসীহতঃ

তৃতীয় নসীহতটি হইল, “তোমার ঘরেই তুমি অবস্থান কর”। ইহা একটি অমূল্য নসীহত। দুনিয়ার পরিবেশ আজ এতই নোংরা হইয়া গিয়াছে যে, পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে তথা সর্বত্রই যেন পাপের বন্যা বহিতেছে। সুতরাং ঘর হইতে বাহির হইলে সহজেই মানুষ বিবিধ পাপকার্যে আক্রস্ত হইতেছে। বদ্নেগাহী বা কু-নজর এবং গান-বাজনা বর্তমানে একেবারেই সহজলভ্য গোনাহে পরিণত হইয়াছে। বিপথগামী লোকেরা সর্বত্র মানুষকে পাপের পথে আকর্ষণ করিতেছে। পথে বাহির হইলেই মানুষ অন্যায়-অপরাধ ও জুলুমের শিরার হইতেছে অথবা নিজেই অপরের উপর জুলুম করিয়া বসিতেছে। এক কথায়, পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে সর্বত্র আজ অন্যায়, অপরাধ, সত্ত্বাস, জান-মালের নিরাপত্তাইনতা ও বিবিধ ফেঁলা-ফাসাদের জাল বিস্তার করিয়া আছে। সুতরাং দ্বিনী ও দুনিয়াবী জরুরতে ঘর হইতে বাহির হইলে যথা সম্ভব দৃত কাজ সমাধা করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসাই নিরাপদ। ঘরের বাহিরে যত বেশী সময় কাটানো হয় ততই বিভিন্ন প্রকার বালা-মুসীবত ও গোনাহ্-খাতায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

তৃতীয় নসীহতঃ

তৃতীয় নসীহতে বলা হইয়াছে, “তুমি নিজের গোনাহের জন্য রোনাজারী কর”। এই নসীহতটিও অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ। বাস্তার দ্বারা কোন গোনাহ্ হইয়া গেলে কানাকাটি করা—ইহাই নাদামাত ও পেরেশানীর লক্ষণ। আর নাদামাত বা স্বীয় অপরাধের কথা শ্বরণ করিয়া মনে মনে লজ্জিত হওয়া এবং কলবের মধ্যে অনুশোচনা সৃষ্টি হওয়াই তওবার মূল কথা। বাস্তার অন্তরে যখন আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি হইবে তখনই সে নিজের গোনাহের কারণে কানাকাটি ও রোনাজারী করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। আল্লাহকে ভয় করা এবং সেই ভয়ের কারণে

মওলার দরবারে রোনাজারী করা— ইহা আল্লাহ্ পাকের নিকট অনেক দামী বস্তু। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্রাম রাজিয়াল্লাহ্ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন দুইটি চক্ষু আছে যাহাদিগকে আগুন স্পর্শ করিবে না (অর্থাৎ দোজখ হইতে হেফাজতে থাকিবে)। প্রথমতঃ এই চক্ষু যাহা আল্লাহ্ পাকের ভয়ে কানাকাটি করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এই চক্ষু যাহা আল্লাহর পথে প্রহরায় থাকিয়া রাত্রি জাগরণ করিয়াছে। -তিরমিয়ি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহ্ আনহ হইতে বর্ণিত, রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মোমেন বাস্তার চক্ষু হইতে যদি আল্লাহর ভয়ে অশ্র বাহির হয়, যদিও ঐ অশ্র মাছির মাথার বরাবরই হটক না কেন অতঃপর ঐ অশ্র তাহার চেহারায় পৌছিয়া যায়, তবে আল্লাহ্ পাক তাহার উপর দোজখ হারাম করিয়া দিবেন।

-ইবনেমাজা, বায়হাকী।

একদা নবী করীম ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের মধ্যে ত্রুট্য করিতেছিলেন। কানার কারণে তাঁহার সীনা মোবারক হইতে জাঁতা পেষণের শব্দ বাহির হইতেছিল। কোন কোন বর্ণনা মতে তাঁহার সীনা মোবারক হইতে হাড়িতে পানি ফুটিবার মত শব্দ হইতেছিল।

-আবুদাউদ, নাসাই, ইবেনহিরান।

আল্লাহর পেয়ারা রাসুল ছিলেন মাসুম ও নিস্পাপ। তবুও তাঁহার রোনাজারী ও কানাকাটির এই হাল ছিল। সুতরাং আমরা গোনাহগার বাস্তাদের জন্য কি পরিমাণ কানা-কাটি করা উচিত তাহা নিজেরাই ভাবিয়া দেখুন। যেই ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাকের দরবারে কানাকাটি করিয়া নিজের গোনাহ্-খাতা ক্ষমা করাইয়া লইবে, আখেরাতে সে রাহাত ও আরামের জীবন লাভ করিবে। তাই সকল। দোজখের আজাব বড় কঠিন, আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে দোজখের আজাব হইতে হেফাজত করবন।

এক হাদিসে এরশাদ হইয়াছে, হে লোক সকল! ত্রুট্য কর, যদি কানা না আসে তবে কানার ভান কর। কেননা দোজখবাসীগণ দোজখের মধ্যে এত কানাকাটি করিবে যে, তাহাদের চোখের পানি পড়িতে পড়িতে চেহারার মধ্যে

মরদূদ শয়তান আল্লাহ্ পাকের হকুমকেই অন্যায় বলিয়া সাব্যস্ত করিতে লাগিল। এমনিভাবে দুনিয়াতে যাহাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে তাহারা অন্যায়-অপরাধ ও গোনাহের কাজ করিয়াও এই কথা স্বীকার করে না যে, আমরা অন্যায় করিয়াছি। অনেকে আবার এমন ওজর-আপন্তি ও পেশ করে, শরীয়তের দৃষ্টিতে যাহা গ্রহণযোগ্য নহে। আবার কোন কোন ইতভাগা এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্ পাকের হকুমকেই অযৌক্তিক বলিয়া মন্তব্য করিয়া থাকে। আরেক ধরনের লোক আছে যাহারা গোনাহ ও নাজায়েজকে জায়েজ বানাইবার জন্য বিভিন্ন প্রকার বাহানা ও কারণ তালাশ করিয়া ফিরে। যাহাদের চরিত্র এইরূপ তাহারা কেমন করিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করিবে? আর মানুষ যদি নিজের অপরাধই মনে না করে তবে কি করিয়া তাহার তওবা নসীব হইবে? ইহা শয়তানের বিরাট সাফল্য যে, সে মানুষের দ্বারা অপরাধ করায় কিন্তু তাহাকে অপরাধ স্বীকার করিতে দেয় না এবং বিভিন্ন ছল-চাতুরী ও হীলা-বাহানা করিয়া তাহাকে তওবা হইতে বিরত রাখে। কোন মানুষ যখন তওবা না করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন শয়তানের আনন্দের সীমা থাকে না।

এক ধরনের মানুষ আছে যাহারা সুন্দর গ্রহণ করে কিন্তু উহাকে 'ব্যবসা' হিসাবে আখ্যা দিয়া স্থীয় নফসকে ধোকা দিতেছে। টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করে অথচ মুখে বলে যে, আমরা অহংকার করি না। (অথচ তাহারাই টাখনুর উপরে কাপড় পরাকে অভদ্রতা মনে করে, ইহা অহংকার নহে তো কি?) দাঢ়ি চাহিয়া অপরাধ স্বীকার করিবে তো দূরের কথা পান্টা বলিয়া বেড়ায় যে, হজুর ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের সাধারণ রেওয়াজ হিসাবেই দাঢ়ি রাখিয়াছিলেন। আজ যদি তিনি দুনিয়াতে জীবিত থাকিতেন, তবে তিনিও দাঢ়ি চাহিয়া ফেলিতেন (নাউয়বিল্লাহ) শয়তানের ধোকায় পড়িয়া কত মারাত্ক অপব্যাখ্যা করা হইতেছে। আজকাল অনেকেই মদ্য পান করিয়া উহাকে ভিন্ন নামে আখ্যা দিয়া স্থীয় অপরাধ ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে। ঘৃষকে 'হাদিয়া' নাম দিয়া চালানো হইতেছে। এই সবই হইল নফস ও শয়তানের ধোকা। এই ধরনের ছল-চাতুরী দ্বারা আখেরাতের আজাব হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না।

গোনাহ করিবার পর মানুষের মনে যদি অনুশোচনা সৃষ্টি হয়, নিজের অপরাধের অনুভূতিতে যদি সে লজ্জিত হয় তবে তাহার দ্বারা তওবা করা

নহরের মত নালা হইয়া যাইবে। কাঁদিতে চোখের পানি শেষ হইয়া রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকিবে এবং চোখের মধ্যে ক্ষত সৃষ্টি হইয়া যাইবে।

গোনাহ স্বীকার করাই তওবার সূচনা

হাদীস-১২

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَرَفَ شَأْبَ
شَأْبَ اللَّهِ عَلَيْهِ

হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিচয়ই বাল্দা যখন নিজের গোনাহ স্বীকার করিয়া তওবা করে তখন আল্লাহ্ পাক তাহার তওবা কবুল করিয়া লন। -বোখারী।

ব্যাখ্যা: নিজের অপরাধ ও গোনাহ স্বীকার করা ভাল লক্ষণ। কারণ নিজের অপরাধ স্বীকারের পরই তওবা করিবার তওফীক হয়। যাহারা গোনাহকে গোনাহ বলিয়া মনে করে না, অথবা গোনাহ করিয়া অপরাধ স্বীকার করে না। এই ধরনের লোকদের তওবা করিবার সুযোগই হয় না। শয়তান মালাউন আল্লাহ্ পাকের হকুম অমান্য করিয়া হযরত আদম আলাইহিস্সালামকে সেজদা করে নাই। আল্লাহ্ পাক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-

مَامَنِعُكَ أَنْ لَتَسْجُدَ إِذْ أَمْرُتْ

অর্থঃ তুমি যে সেজদা করিলে না, কিসে তোমাকে ইহা হইতে বিরত রাখিল?

উত্তরে সে বলিল-

أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا

অর্থঃ আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করিব যাহাকে আপনি মৃত্যিকা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছন?

সম্ভব। পক্ষান্তরে যাহারা অপরাধ ও গোনাহ করিবার পর পান্টা তর্ক করে, গোনাহকে হালাল মনে করে এবং এই গোনাহ হইতে যাহারা বাঁধা দান করে তাহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিয়া বোকা বানাইতে চেষ্টা করে— তওবা করা কখনো তাহাদের ভাগ্যে জোটে না।

প্রকৃত মোমেনের শান হইল, প্রথমতঃ সে গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। আর যদি কখনো কোন প্রকার গোনাহ হইয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে সে আল্লাহ পাকের দরবারে অপরাধ স্বীকার করিয়া তওবা ও এন্টেগফারে লাগিয়া যাইবে।

ছোট ছোট গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার তাকীদ

হাদীস-১৩

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عَائِشَةَ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الدُّنُوبِ
فَإِنَّ لَهَا مِنِ اللَّهِ طَالِبًا

অর্থঃ হ্যরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহ আনহা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছান্নাল্লাহ আলাইহি উয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে আয়েশা! যেই সকল গোনাহকে ছোট ও নগণ্য মনে করা হয় উহা হইতেও বাঁচিয়া থাক। কেননা, আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে উহার ব্যাপারেও তলবকারী অর্থাৎ লিপিবদ্ধকারী ফেরেন্ট মওজুদ রহিয়াছে। -ইবনে মাজা, দারেমী, বায়হাকী।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে ছগীরা গোনাহ হইতেও বাঁচিয়া থাকার তালীম দিয়া বলা হইয়াছে, উহাকে কখনো মামুলী কনে করিও না। কারণ, ছগীরা গোনাহের জন্যও জবাবদিহি ও শাস্তি হইতে পারে। আসল ব্যাপার হইল, কবীরা গোনাহের তুলনায় ছগীরা গোনাহকে “ছোট গোনাহ” মনে করা হয়। কিন্তু আল্লাহ পাকের শান ও আজ্ঞাত এবং বান্দার প্রতি তাহার অফুরন্ত নেয়ামত, রহমত ও অনুগ্রহের কথা চিন্তা করিলে ঐ ছগীরা গোনাহকেও “মহা পাপ” বলিয়াই মনে হইবে।

মানুষ যখন ছগীরা গোনাহকে মামুলী মনে করিতে থাকে, তখন প্রথমতঃ তাহার তওবা করার সুযোগ হয় না। দ্বিতীয়তঃ ঐ ছগীরা গোনাহ ক্রমে তাহাকে কবীরা গোনাহের দিকে টানিতে থাকে। আর তওবার অভ্যাস না থাকার কারণে তাহার কবীরা গোনাহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এদিকে ছগীরা গোনাহসমূহ বার বার করিবার কারণে উহাও কবীরা গোনাহে পরিণত হয়। এইভাবে মানুষ যখন যাবতীয় গোনাহে অভ্যন্ত হইয়া যায় তখন সে আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে ক্রমে একেবারেই বে-পরোয়া হইয়া উঠে এবং একদিন তওবা ছাড়াই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। মোমেন বান্দাদের জন্য সর্বাবস্থায় যাবতীয় ছগীরা গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক। যখনই কোন গোনাহ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে তওবা-এন্টেগফার করিয়া লইবে। ছগীরা গোনাহকে কখনো তুচ্ছ মনে করিবে না।

নফস ও শয়তান মানুষকে অভ্যন্ত সূক্ষ্মতাবে ছোট হইতে বড় অপরাধের দিকে টানিতে থাকে। প্রথমে সে কোন মাকরুহ আমলের বিষয়ে অভয় দিয়া বলে যে, ইহা তো মাকরুহ, হারাম নহে। সুতরাং তেমন তয়ের কোন কারণ নাই। অথচ মাকরুহ হইতে বাঁচিয়া থাকাও আবশ্যক। কিন্তু চতুর শয়তান মানুষকে প্রথমে মাকরুহে তানযীহ, পরে মাকরুহে তাহরিমী এবং সব শেষে হারাম কাজে অভ্যন্ত করাইয়া ছাড়ে।

মানুষ যখন গোনাহের কাজে অভ্যন্ত হইয়া পড়ে তখন তাহার পক্ষে গোনাহ ত্যাগ করা কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই ধরনের লোকেরা তওবার সুযোগ হইতেও মাহলুম থাকে। আগুন কম হউক আর বেশী হউক সকল অবস্থায়ই উহা মানুষের জন্য বিপদজনক। মানুষের সর্বনাশ করিতে বেশী আগুনের প্রয়োজন হয় না। আগুনের সমান্য একটি ঝুলিঙ্গ যদি কোন ক্রমে মানুষকে স্পর্শ করিতে পারে, তবে উহাই ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া মানুষকে জ্বালাইয়া-পোড়াইয়া ভূষ করিয়া দিতে পারে। বিষ বেশী হউক আর কম হউক, সর্বাবস্থায় উহা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এমনিভাবে ছোট-বড় সকল গোনাহই মানুষের জন্য আজাবের কারণ হইবে। আল্লাহ পাক বড় মেহেরবান, তিনি ইচ্ছা করিলে মানুষকে ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন, আবার ক্ষমা না করিয়া শাস্তি ও দিতে পারেন। আমাকে যদি ক্ষমা না করিয়া আজাবে নিষ্কেপ করা হয়

তবে সেই ক্ষেত্রে আমার পরিণতি কি হইবে? এই সকল মোরাকাবা করিয়া নিজেকে যাবতীয় গোনাহু ও নাফরমানী হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

সমাজে এক ধরনের মানুষ আছে, তাহাদিগকে যদি বলা হয় যে, অমুক কাজটি করা শরীয়ত সম্মত নহে; তখন তাহারা পান্টা প্রশ্ন করিয়া বসে যে, উহা কি নাজায়েজ না হারাম? অর্থাৎ তাহারা যেন এই কথাই বলিতে চায় যে, হারামের হাতুড়ী হইতে আত্মরক্ষার চিন্তা করা যাইতে পারে কিন্তু নাজায়েজের চাবুক হইতে বাঁচিবার প্রয়োজন নাই। অথচ হারামও নাজায়েজই বটে। শরীয়তে যাহার অনুমতি নাই উহাই নাজায়েজ। সুতরাং না জায়েজের মধ্যে মাকরহু, হারাম সবই সমান। কাজেই দুনিয়ার সামান্য ভোগ-বিলাসের জন্য আখেরাতের কঠিন আজাব সহিতে নিজেকে প্রস্তুত করা ভয়াবহ বোকায়ি ছাড়া আর কিছুই নহে।

আসল ব্যাপার হইল আমাদের মন-মানসিকতায় আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার স্বত্বাব গড়িয়া উঠে নাই। অন্যথায় যেই মহান রাবুলআলামীন আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার অসংখ্য নেয়ামত আমরা অহরহ ভোগ করিতেছি; তাহার নাফরমানী ছোট হউক বড় হউক, উহা সরাসরি অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নহে। আমাদের গোনাহের কারণে আল্লাহু পাক যদি আমাদিগকে কোন প্রকার শাস্তি নাও দেন এবং তিনি আমাদিগকে “ক্ষমা করিয়া দিবেন” এমন নিশ্চিত সংবাদ যদি পূর্ব হইতেই জানাইয়া দেওয়া হইত, তথাপি ছোট-বড় সকল প্রকার গোনাহু হইতে বাঁচিয়া থাকা আমাদের জন্য আবশ্যিক। আজাবের ভয়ে নাফরমানী হইতে বিরত থাকা হইল নিমিক হারাম গোলামের চরিত্র। যেই গোলাম শাস্তির ভয়ে মনিবের আনুগত্য করে সে কখনো মনিবের প্রকৃত অনুগত হইতে পারে না। প্রকৃত উফাদার ও অনুগত গোলাম কশ্মিনকালেও মনিবের অবাধ্য হওয়ার কল্পনাও করিতে পারে না। বরং মনিবের অসংখ্য নেয়ামতে অবগাহন করিয়া আনুগত্যই যেন তাহার স্বত্বাবে পরিণত হইয়া যায়। হকুম অমান্য করিলে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, অথবা অপরাধ স্বীকার করিলে মার্জনা পাওয়া যাইবে— ইত্যাদি ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ তাহার হয় না। সে শুধু ইহাই জানে যে, মনিব যাহা হকুম করিবেন আমাকে তাহাই মানিতে হইবে। মনিবের সামান্য অবাধ্যতা ও নাফরমানীই তাহার নিকট আজাবের মত মনে হয়।

প্রকৃত গোলাম ও নেক বান্দাদের অবস্থা হইল, লাঠি দ্বারা আঘাত করিলে দৃশ্যতঃ দেহের উপর কষ্ট অনুভব হয়। কিন্তু সামান্য নাফরমানীর কারণে আল্লাহু পাকের ফরমাবেরদারীতে যেই বিষ্ণু সৃষ্টি হইল, উহার অনুশোচনায় কলবের মধ্যে যেই পেরেশানী ও যন্ত্রণা সৃষ্টি হয় উহার জুলন ও দহন শারীরিক আজাব হইতেও অধিক কষ্টদায়ক বলিয়া অনুভূত হয়। এই কারণেই নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে দুনিয়াতেই জামাতী হওয়ার সুসংবাদ পাওয়ার পরও ঐ ভাগ্যবান ছাহাবাগণ ছোট-বড় সকল প্রকার গোনাহুকে সর্বদা ভয় করিয়া চলিতেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহারা আল্লাহু পাকের নাফরমানীর ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন।

মানব হৃদয়ে সর্বদা আল্লাহুর ভয় বিরাজ করিতে থাকা ইহা আল্লাহু পাকের এক বিরাট নেয়ামত। কলবের মধ্যে যদি সর্বদা আল্লাহুর ভয় বিরাজ করিতে থাকে তবে সে নিজের নফসকে যাবতীয় পাপাচার হইতে বিরত রাখিতে পারিবে। হ্যরত ছাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনগণ মামুলী গোনাহুকেও অনেক বড় মনে করিতেন।

বোখারী শরীফে হ্যরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর এরশাদ বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, তোমরা এমন অনেক আমল করিয়া থাক যাহা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চাইতেও চিকন মনে হয়, কিন্তু আমরা উহাকে নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় ধ্বংসাত্মক অপরাধের মধ্যে গণ্য করিতাম।

মোট কথা, যাহার অন্তরে আল্লাহু পাকের ভয় বসিয়া গিয়াছে সে ছোট-বড় সকল প্রকার গোনাহু হইতে নিজের নফসকে হেফাজত করিয়া সর্বদা নেক আমলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে।



অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিচয়ই আল্লাহু পাক সকল বেদাতীর তওবা স্থগিত রাখিয়াছেন যতক্ষণ না তাহারা ঐ বেদাত ত্যাগ করিবে। -তাবরানী।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, কোন বেদাতী যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার বেদাত ত্যাগ না করিবে ততক্ষণ আল্লাহু পাক তাহার তওবা কবুল করিবেন না। বস্তুৎঃ বেদাত এমন এব ভয়াবহ বস্তু যে, উহু মুসলমানদের দীন ও ঈমানকে বরবাদ করিয়া দেয়। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের সকল বিভাগ ও শাখা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। কোন্টি নেক আমল আর কোন্টি বদ আমল উহু পরিপূর্ণভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। অতঃপর দীনে মোহাম্মদীর মধ্যে আর কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন নাই।

আলেমগণ বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি দীনের মধ্যে কোন বেদাতের প্রচলন করিল সে যেন তাহার আমল দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিতেছে যে, (নাউয়বিল্লাহু) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের পরিপূর্ণ বিধান পেশ করেন নাই। সুতরাং দীনের ঐ অসম্পূর্ণ বিধানসমূহ আমি আমল করিয়া পূর্ণ করিয়া দিতেছি। তাবিয়া দেখুন, ইহা কত বড় গোমরাহী। অথচ আজ বহু মুসলমানই এই গোমরাহীতে লিঙ্গ। তাহাদিগকে ঐ ভাস্তু নীতি ত্যাগ করিয়া সুন্নত ও শরীয়তের উপর আমল করিতে আহবান করিলেও তাহারা উহাতে কর্ণপাত করিতেছে না। বেদাতীদের জন্য সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল, তাহাদের জীবনে তওবা করিবার সুযোগ হয় না। কারণ, তাহারা তো ঐ বেদাতকেই সুন্নত ও শরীয়ত মনে করিয়া আমল করিতেছে, সুতরাং তওবা করিবার প্রশ্নই আসে না।

কোন কোন রেওয়ায়েত মতে ইবলিস বলে যে, আমি মানুষের দ্বারা পাপ করাইতে করাইতে তাহাদিগকে ধূংস করিয়াছি, আর তাহারা এষ্টেগফার দ্বারা আমাকে ধূংস করিয়াছে। (অর্থাৎ আমি বহু পরিশ্রম করিয়া তাহাদের মধ্যে পাপের যেই অশি প্রজ্ঞলিত করিয়াছি মানুষ এক তওবা ও এষ্টেগফার দ্বারা উহার মধ্যে পানি ঢালিয়া দিয়াছে)। যখন আমি এই দৃশ্য দেখিতে পাইলাম তখন আমি তাহাদিগকে নফসের খাতেশাতের মাধ্যমে বরবাদ করিলাম (অর্থাৎ

এমন সব আকুলী ও আমলের মধ্যে লাগাইয়া দিলাম যাহার সাথে কোরআন ও হাদীসের কোন সম্পর্ক নাই; কিন্তু মানুষ উহাকে দীন মনে করিয়াই আমল করিতে লাগিল)। তাহারা যেহেতু বেদাতী আকুলী ও আমলকেই ছহী দীন মনে করিয়া উহার উপর জমিয়া রহিয়াছে সুতরাং তাহারা কখনো তওবা করিতেছে না। -তারগীব ওয়া তারহীব।

এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হইল, বেদাতীগণ বিভাসির শিকার হইয়া থীয় বেদাত হইতে তওবা করিতেছে না। তাহারা যদি নিজেদের অপরাপর গোনাহের ব্যাপারে তওবা করে তবে উহাও কবুল হইবে না- যতক্ষণ না তাহারা নিজেদের বেদাত হইতে তওবা করিবে।

চুনানে ইবনে মাজাতে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করা হইয়াছে যে, আল্লাহু পাক কোন বেদাতীর রোজা, নামাজ, ইজ্জত, ওমরা, জেহাদ এবং কোন ফরজ ও নফল আমল কবুল করিবেন না। আটা কাই বানানের পর উহু হইতে চুল যেমন পরিষ্কারভাবে বাহির হইয়া আসে, তদুপ বেদাতী ব্যক্তি ইসলাম হইতে পরিষ্কার বাহির হইয়া যাইবে।

• - তারগীব ওয়া তারহীব, মুনজিরী।

কোন মুসলমান সম্পর্কে মাগফেরাত না হওয়ার মন্তব্য করা
হাদীস-১৫

وَعَنْ جُنْدُبِ تَرْضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأْلِمُ عَلَى إِنْ كَانَ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطَتْ عَمَلَكَ - أُوكَمَّا قَالَ -

অর্থঃ হযরত জুন্দুব রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসুলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি কোন ১। বেদাতের নৃতন নৃতন নিয়ম-পদ্ধতি আবিষ্কারকারী এবং উহার প্রতি মানুষকে আহবানকারীদের চরম পরিণতির দিকে শক্ষ করিয়া দেখুন, উহার দ্বারা শুধু যে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এমন নহে, বরং যত মুসলমান ঐ ভাস্তু নীতির উপর আমল করিবে উহার সম্মদ্য গোনাহ তাহার আমল নামায় ও শেখা হইবে। -আহকামে মাইয়েত।

গোনাহ্গার সম্পর্কে মন্তব্য করিল যে, আল্লাহর কসম! অমুককে আল্লাহ ক্ষমা করিবেন না। অথচ আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন যে, এই ব্যক্তি কে? যে শপথ করিবার অধিকার না পাইয়াও শপথ করিয়া আমার উপর বাধ্যতা আরোপ করিতেছে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করিব না। হে ঐ ব্যক্তি! যে এমন শপথ করিয়াছে, আমি তোমার আমলকে বরবাদ করিয়া দিলাম আর ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। -ছহী মুসলিম।

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ এবং তাহার বাল্দার মধ্যকার কোন বিষয়ে ইস্তক্ষেপ করা ঠিক নহে। মানুষ যত বড় পাপীই হউক, সে যখন খালেছ নিয়তে এবং যথাযথভাবে তওবা করিবে তখন আল্লাহ পাক নিশ্চয়ই তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। অনেকেই এমন মন্তব্য করিয়া বসে যে, অমুক ব্যক্তি কিভাবে ক্ষমা পাইবে? তাহার নিকট তো ক্ষমা পাওয়ার মত কোন ছামান দেখা যাইতেছে না। এই ধরনের মন্তব্য একেবারেই অর্থহীন। আগে নিজের ব্যাপারে চিন্তা করা প্রয়োজন। নিজের চিন্তায় যে মশগুল থাকিবে সে অপরের ব্যাপারে মন্তব্য করার সুযোগই পাইবে না। নিজের দীনদারী ও পরহেজগারীর উপর অহংকার করা, নিজের মাগফেরাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া আর অপরের গোনাহ্ত-খাতার হিসাব-নিকাশ করিয়া মন্তব্য করা যে, অমুকের মাগফেরাত হইবে না- ইত্যাদি বড় বোকামি ও দুর্ভাগ্যজনক। ইহা মোমেনের শানের খেলাফ। প্রকৃত অবস্থা হইল, কোন মুসলমানই নিজের হাল ও পরিণতি কি হইবে এই বিষয়ে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সহিত কিছুই বলিতে পারে না। সুতরাং অপরের মাগফেরাতের ব্যাপারে মন্তব্য করার তো কোন প্রশ্নই আসে না। মাগফেরাতের মালিক আল্লাহ। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই ক্ষমা করিবেন। এই ব্যাপারে দখল দেওয়ার কাহারো কোন অধিকার নাই। এই অনধিকার চর্চার কারণেই আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তির আমল নষ্ট করিয়া দিয়াছেন যেই ব্যক্তি শপথ করিয়া বলিয়াছে যে, আল্লাহ পাক অমুককে ক্ষমা করিবেন না। বরং যাহার ব্যাপারে মন্তব্য করা হইয়াছিল আল্লাহ পাক তাহাকেই ক্ষমা করিয়া দিলেন। অতএব, কোন গোনাহ্গারের ব্যাপারেই এই ধরনের মন্তব্য করা সমীচীন নহে। কাহার পরিণতি কি হইবে তাহা একমাত্র আল্লাহ পাকই তাল জানেন।

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম

ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী ইস্মাইলের দুই ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে পরম্পর গভীর ভালবাসা ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন ছিল বড় আবেদ আর অপরজন ছিল গোনাহ্গার। আবেদ ব্যক্তিটি তাহার গোনাহ্গার বস্তুকে সর্বদা বলিত, তুমি আল্লাহর নাফরমানী হইতে বিরত থাক। সে জবাব দিত, আমার বিষয়ে ভাবিও না। আমার অবস্থা আমি জানি আর জানেন আমার আল্লাহ। মাঝে-মধ্যেই তাহাদের মধ্যে এই ধরনের কথা হইত। একদিন আবেদ ব্যক্তিটি তাহার গোনাহ্গার বস্তুকে এমন এক অপরাধ করিতে দেখিল যে, সে মনে করিল, ইহা বড় মারাত্মক গোনাহ। সুতরাং সে আগের মতই তাহাকে বলিল, তুমি পাপ হইতে বিরত থাক। সেও আগের মতই জবাব দিল, আমাকে আমার অবস্থায় ছাড়িয়া দাও, আমার অবস্থা আমি জানি আর আমার আল্লাহ জানেন। আমার উপর কি তোমাকে নেগরান বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে? এই কথা শুনিবামাত্র আবেদ রাগাস্তিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ কখনো তোমাকে ক্ষমা করিবেন না এবং তোমাকে বেহেস্তে প্রবেশ করিতে দিবেন না। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক ফেরেন্তা পাঠাইয়া উভয়ের জান কবজ করাইলেন। তাহাদিগকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হইলে তিনি আবেদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বাল্দার প্রতি যদি আমি রহম নাজিল করি তবে উহাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তোমার আছে কি? উত্তরে সে তাহার অক্ষমতা প্রকাশ করিল, এইবার আল্লাহ পাক গোনাহ্গার ব্যক্তিকে জানাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়া আবেদকে জাহানামে নিষ্কেপ করিলেন। -মেশকাত।

উপরের ঘটনায় দেখা গেল, এক গোনাহ্গার ব্যক্তি নিজের অপরাধ স্বীকার করা এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে মাগফেরাতের আশা পোষণ করার কারণে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল। পক্ষান্তরে এক আবেদ ব্যক্তিকে তাহার বে-পরোয়া আচরণের কারণে দোজখে নিষ্কেপ করা হইল।

.ছহী বোখারী ও মুসলিম শরীফে অপর এব ব্যক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। বনী ইস্মাইলের এক ব্যক্তি ১৯ জন মানুষকে হত্যা করিয়াছিল। অতঃপর সে তওবা করার উদ্দেশ্যে কোন আল্লাহওয়ালার সন্ধানে বাহির হইল। এক রাহেব (সংসার বিরাগী আল্লাহগত প্রাণ ব্যক্তি)-এর সাক্ষাত পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার তওবা কবুল হইবে কি? রাহেব জবাব দিল, তোমার তওবা কবুল হইবার নহে। এই কথা শুনিবামাত্র সে ঐ রাহেবকেও হত্যা করিয়া

ফেলিল (এইবার তাহার হাতে মানব হত্যার সংখ্যা একশত পূর্ণ হইল)। কিন্তু উহার পরও সে তওবার উদ্দেশ্যে কোন আল্লাহওয়ালার সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল। কেহ তাহাকে বলিয়া দিল, তুমি অমুক বষ্টিতে যাও। সে ঐ বষ্টির দিকে যাত্রা করিলে পথে তাহার মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। মুম্রু অবস্থায় কোন ক্রমে সে তাহার সীনাকে ঐ বষ্টির দিকে ঘূরাইয়া দিল। অর্থাৎ তওবার উদ্দেশ্যে যেই বষ্টির দিকে সে যাইতেছিল, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া যতটুকু সম্ভব নিজেকে সেই দিকে আগাইয়া দিল।

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রহমত ও আজাবের ফেরেন্টাদের মধ্যে তাহাকে লইয়া বিবাদ শুরু হইল। রহমতের ফেরেন্টা বলিতে লাগিল, সে তওবার ফিকির করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করিয়াছে, সুতরাং তাহার সহিত রহমতের আচরণ হওয়া উচিত। আজাবের ফেরেন্টা যুক্তি দেখাইয়া বলিল, সে তওবা করিতে পারে নাই; অতএব, তাহার সহিত আজাবের মোয়ামালা হওয়া উচিত। এই সময় আল্লাহ পাক (মৃত ব্যক্তি তওবার উদ্দেশ্যে যেই বষ্টির দিকে যাইতেছিল সেই) বষ্টিকে হকুম করিলেন, তুমি ঐ মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী হইয়া যাও। আর যেই বষ্টি হইতে সে যাত্র করিয়াছে উহাকে হকুম করিলেন, তুমি মৃত ব্যক্তি হইতে দূরে সরিয়া যাও। অতঃপর আল্লাহ পাক ফেরেন্টাগণকে হকুম করিলেন, উভয় বষ্টির দূরত্ব পরিমাপ করিয়া দেখ, মৃত ব্যক্তি কোন্ বষ্টির নিকটবর্তী। ফেরেন্টাগণ মাপিয়া দেখিল, যেই বষ্টির দিকে সে তওবার উদ্দেশ্যে আগাইতেছিল সেই বষ্টি তাহার দিকে মাত্র এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী। আর যেই বষ্টি হইতে সে রওয়ানা হইয়াছে উহা সেই বষ্টির তুলনায় এক বিঘত পরিমাণ দূরে। সুতরাং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল।

-মেশকাত।

আল্লাহ আকবার! একশত মানুষের হত্যাকারী যে এখনো তওবাও করে নাই; শুধু তওবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিল যাত্র। আল্লাহ পাক তাহার তওবার এরাদাকেই এমন কদর করিলেন যে, এক বষ্টিকে নিকটে আসিতে এবং আরেক বষ্টিকে দূরে সরিয়া যাইতে নির্দেশ দিলেন। ফলে উভয়ের দূরত্বের মধ্যে এক বিঘত ব্যবধান সৃষ্টি হইল, আর উহাকেই উঠিলা করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল। সুতরাং মানুষ যতবড় গোনাহগারই হটক তাহার কর্তব্য

হইল আল্লাহ পাকের দিকে রঞ্জু হওয়া, মনোযোগী হওয়া এবং যথা সম্ভব তওবার শর্তসমূহ আদায়ের মাধ্যমে তওবা করিতে থাকা। এইভাবে অগ্রসর হইতে থাকিলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক জরুর ক্ষমা করিয়া দিবেন।

গোনাহপ্রকাশ করাও গোনাহ

হাদীস - ১৬

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أُمَّتِي مُعَافٍ إِلَّا الْمُجَاхِرُونَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَاتِ مَنْ يَعْمَلُ الْمَرْجُلَ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقْدَ سَرَّرَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا يَفْعُلُ مَنْ يَأْتِي لَهُ بِالْمَرْجُلَ كَذَّا كَذَّا وَقْدَ بَاتَ يَسْرُرُ لَهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِرَّ الْمَرْجُلِ عَنْهُ

অর্থঃ হয়রত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার সকল উপ্রতই নিরাপদ (অর্থাৎ মাগফেরাতযোগ্য)। ঐ সকল লোক ব্যতীত যাহারা প্রকাশ্যে গোনাহ করে। ইহাও মানুষের অসাবধানতা ও বেপরোয়া আচরণ (যাহা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অপচলনীয়) যে, মানুষ অন্ধকার রাত্রিতে কোন পাপ কার্য করে আর আল্লাহ পাক উহাকে গোপন রাখা সত্ত্বেও সকালে সে মানুষকে ডাকিয়া বলে, আমি রাতে এমন এমন কাজ করিয়াছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছে যে, আল্লাহ পাক তাহাকে আবরণের মধ্যে রাখিয়াছেন, আর সকাল হইতেই সে আল্লাহর দেওয়া সেই আবরণ নিজের উপর হইতে সরাইয়া ফেলিল। -বোধার্থী, মুসলিম।

ব্যাখ্যাঃ আলোচিত হাদীসে গোনাহকে গোপন রাখার কথা বলা হইয়াছে। মোমেনের প্রথম কর্তব্য হইল, ছোট-বড় সকল গোনাহ হইতে পরহেজ করিয়া চলা। আর কখনো কোন গোনাহ হইয়া গেলে উহা প্রকাশ না করিয়া গোপনে আল্লাহ পাকের নিকট লজ্জিত হইয়া তওবা-এন্তেগফার করা। অপর কেহ যেন ঐ অপরাধ সম্পর্কে জানিতেও না পারে। মনিব ও গোলামের মধ্যেই

যেন সকল কিছু সমাধা হইয়া যায়।

এক ধরনের লোক আছে যাহারা গোপনে গোনাহ্ করিয়া পরে উহা ইয়ার-বঙ্গদের নিকট বলিয়া বেড়ায়। আর গোনাহ্ প্রকাশ করাকে ফরির ও গৌরবের বিষয় মনে করে। এই ধরনের বে-পরোয়া ও গর্হিত আচরণ আল্লাহর হৃকুমের বিরোধিতা ও বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নহে। গোনাহ্ প্রকাশ করাও অপরাধ। সূতরাং যাহারা গোনাহ্ করিয়া আবার উহা প্রচার করে তাহারা গোনাহের উপর গোনাহ্ করিল। শরীয়তের পরিভাষায় তাহাদিগকে ‘মুজাহির’ ও ‘ফাসেকে মু’লিন’ বলা হয়। ইহা ব্যক্তিত যাহারা স্বাতাবিক লজ্জা শরমের মাথা খাইয়া প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষের সম্মুখে বে-পরোয়াভাবে আল্লাহর নাফরমানী করিতে থাকে তাহাদিগকেও ‘ফাসেকে মু’লিন বলা হয়। এই ধরনের নাফরমানী ও নির্লজ্জতার কারণে মানুষের দিলের এতমিনান ও আত্মার শান্তি তিরোহিত হইয়া এক সার্বক্ষণিক মুসীবত ও পেরেশানীর সৃষ্টি হয়। ফলে আল্লাহর দিকে রঞ্জু হওয়া ও তওবা করার সুযোগ হয় না। আর বিনা তওবায় ইন্তেকাল করা বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা।

তাহাজ্জুদের সময় তওবা করা

হাদীস-১৭

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُ لِرَبِّنَا بَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَسْقِي ثُلُثُ الْلَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُ عِرْدِيْ فَأَسْتَجِيبْ لَهُ مَنْ تَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهِ مَنْ يَعْتَصِفْ مِنْيْ فَأَغْفِرْ لَهُ

অর্থঃ হ্যরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যহ রাতের শেষ ত্রৃতীয়াৎশে আল্লাহ পাক (পৃথিবীর) নিকটবর্তী আসমানে নাজিল হইয়া ঘোষণা দেন; এমন কে আছ, যে আমার নিকট দোয়া করিবে আর আমি তাহার দোয়া

কবুল করিব? কোন কিছু প্রার্থনা করিবে আর আমি তাহাকে দান করিব? এমন কে আছ, যে আমার নিকট ক্ষমা চাহিবে আর আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব? –বোধৱী মুসলিম।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, “এমন কে আছ, যে এমন সভাকে করজ দিবে যাহার নিকট সকল কিছুই আছে, আর তিনি কাহারো উপর জুলুম করেন না।” ফজরের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ পাক এইরূপ ঘোষণা দিতে থাকেন।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে পাকে শেষ রাতে দোয়া করা এবং স্থীর গোনাহ্-খাতার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত বলা হইয়াছে। দোয়া কবুল হওয়ার সবচাইতে উন্নত সময় হইল, ফরজ নামাজের পর এবং শেষ রাতের মাঝামাঝি সময়। –তিরমিয়ি।

শেষ রাতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন; কে আছে, যে আমার নিকট দোয়া করিবে আর আমি তাহার দোয়া কবুল করিব? আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, আর আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব? এমন কে আছ, যে আমার নিকট কোন কিছু চাহিবে, আর আমি তাহাকে দান করিব? আল্লাহ পাকের এই ঘোষণা সকল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। যাহারা তাহাজ্জুদে অভ্যন্ত তাহারা তো প্রতি দিনই ঐ সময় আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করার এবং তওবা-এন্টেগফার ও নিজের হাজত পেশ করার সুযোগ পাইয়া থাকেন। যাহারা তাহাজ্জুদের সময় জগ্নেত হন না তাহারা অন্ততঃ মাঝে-মধ্যে ঐ সময় উঠিয়া আল্লাহর দরবারে দোয়া-খায়ের ও কান্নাকাটি করা উচিত। দোয়া এবং তওবা সকল সময়ই কবুল হইয়া থাকে। কিন্তু যখন স্বয়ং আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, এমন কে আছ যে আমার নিকট কিছু চাহিবে আর আমি তাহাকে দান করিব? আমার নিকট ক্ষমা চাহিবে আর আমি ক্ষমা করিয়া দিব? ঠিক ঐ সময় দোয়া ও তওবা কবুলের খাত সময়। তাহাজ্জুদের অভ্যন্ত না থাকিলেও যদি কোন দিন ঐ সময় হঠাৎ ঘূর্ম ভাস্তিয়া যায় তবে ঐ সুযোগেই কিছু দোয়া-কালাম ও তওবা-এন্টেগফার করিয়া লওয়া উচিত, যেন আল্লাহ পাকের দেওয়া এই বিশেষ সুযোগ হইতে একেবারেই বক্ষিত হইতে না হয়।

আল্লাহ আকবার। আল্লাহ পাক আমাদিগকে ক্ষমা করার জন্য ডাকিতেছেন আর আমরা আরামের সহিত স্বামাইয়া রহিয়াছি; ইহা কত বড় দুর্ভাগ্যের কথা। আল্লাহ পাক আমাদিগকে ছহী সমব দান করেন। আমরা যেন একমাত্র তাহার নিকটই সকল কিছু কামনা করি। আমাদের জাহের-বাতেন ও মন-প্রাণ দিয়া যেন তাহার দিকেই ধাবিত হইতে পারি।

হাদীসের শেষাংশে বলা হইয়াছে- “কে আছ, যে এমন পাক জাতকে করজ দিবে যাহার নিকট সকল কিছুই আছে এবং তিনি কখনো জুলুম করেন না।” ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছদকা, জাকাত-খয়রাত যাহা কিছুই দান করিবে উহার প্রতিদানে আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখেরাতে অনেক বেশী বিনিময় দান করিবেন। খরচ করা হইবে মাখলুকের উপর আর বিনিময় দিবেন সৃষ্টিকর্তা খালেক। তাঁহার কোন জিনিসেরই প্রয়োজন নাই। দুনিয়াতে যত মানুষের নিকট যত বস্তু আছে ঐ সমুদয় বস্তু আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করিয়াছেন। দুনিয়াতে মাখলুক সৃষ্টির পর হইতে সকলের যাবতীয় ছামান তিনিই যোগান দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার অফুরন্ত খাজানায় কখনো বিন্দুমাত্র কর্মী আসে নাই, আসিবেও না। ইহা তাঁহার খাচ মেহেরবানী যে, আল্লাহর দেওয়া জান-মাল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খরচ করাকেই তিনি বান্দার পক্ষ হইতে ‘করজ’ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। উপরন্তু উহার বদলা হিসাবে অনেক বড় বিনিময় দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছেন। আর আল্লাহ পাক যাহা ওয়াদা করিয়াছেন তহা অবশ্যই পূরণ করিবেন।

এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, দুনিয়ার সকল ধন-সম্পদের মালিক আল্লাহ, দুনিয়ার যেই মানুষ উহার ‘অস্থায়ী মালিক’ সেও আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি মাখলুক। অতঃপর উহা হইতে ছদকা দেওয়ার নাম রাখা হইয়াছে ‘করজ’ (ঐ ছদকাও আবার মানুষই ভোগ করিতেছে)। আবার ঐ করজের বিনিময়ে ছাওয়াবের ওয়াদা করা হইয়াছে। অর্থাৎ বান্দার প্রতি তাঁহার দয়া ও রহমতকে সহজলভ্য করার জন্যই তিনি এতসব আয়োজন করিয়াছেন।

তওবার হাকীকত এবং উহার তরীকা

হাদীস-১৮

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِيلٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ أَبِي سَعِيدٍ الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّدَمُ تَوْبَةٌ؟ قَالَ نَعَمْ -

অর্থঃ প্রথ্যাত তাবেরী হযরত আব্দুল্লাহ বিন মা'কিল (রঃ) বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাহউদ রাজিয়াল্লাহ আনহর খেদমতে হাজির হইলাম। আমার পিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছেন যে, লজ্জিত হওয়াই তওবা? উত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ! আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইহা শুনিয়াছি।, -মুসতাদুরাকে হাকিম।

১। ইমাম গাজালী (রহঃ) বলেন, তিনটি ধারাবাহিক বিষয়ের সম্বয়ে তওবা অতিত লাভ করে। জান, অনুশোচনা এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে গোনাহ বর্জন করা। সাথে সাথে অতীত দিন সম্মুখের ক্ষতিপূরণ আদায় করাও কর্তব্য। এই বিষয়গুলোর সমষ্টিকে পরিভাষায় তওবা বলা হয়। প্রায়শঃ কেবল অনুশোচনাকেই তওবা বলা হয় এবং জানকে উহার ভূমিকা এবং গোনাহ বর্জনকে উহার ফলাফল আখ্যা দেওয়া হয়। এই দিক দিয়াই নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, **‘অনুশোচনা হইতেছে তওবা।’** কেননা অনুশোচনার নিচয় কোন কারণ থাকিবে এবং পরবর্তীতে উহার ফলাফলও কিছু প্রকাশ পাইবে। জনকে বুজুর্গ তওবার সংজ্ঞায় বলেন, তওবা হইতেছে সাবেক গোনাহের জন্য অনুশোচনার অনলে অন্তর বিগলিত হওয়া। এই সংজ্ঞায় কেবল মর্মবেদনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেহ কেহ এই মর্মবেদনার পরিকার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তওবা একটি অংশ, যাহা অন্তরে প্রজ্ঞাপিত হয় এবং একটি বেদনা, যাহা হৃদয় হইতে আলাদা হয় না। কেহ কেহ গোনাহ বর্জনের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, তওবা হইল অনাচারের পোশাক খুলিয়া সরলতা ও হৃদয়তার শয়া পাতা। সহল ইবনে আব্দুল্লাহ তশতরী (রহঃ) বলেন, নিম্নীয় কর্মকাণ্ডকে প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ডে রূপান্তরের নাম তওবা। ইহা নির্জনবাস, মৌনতা ও হালাল ভক্ষণ ছাড়া সহজলভ্য নহে। সম্ভবতঃ এই সংজ্ঞায় তৃতীয় বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তওবার প্রথম বিষয় জানের উদ্দেশ্য হইল এই কথা জানা যে, গোনাহের ক্ষতি অসামান্য এবং অনেক গোনাহ মানুষ ও তাহার প্রেমাঙ্গন আল্লাহর মধ্যে আড়াল হইয়া দাঁড়ায়। বলা বাহ্য, এই জানের ফল ব্রহ্ম অন্তরে অনুশোচনার উৎপত্তি হয়।

ব্যাখ্যাঃ মানুষের দ্বারা কোন প্রকার গোনাহ বা অপরাধ সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু গোনাহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা ও অনুশোচনায় দক্ষ হইয়া মণ্ডলার দরবারে নিজের অপরাধের জন্য প্রেরণানী জাহের করা— ইহা আল্লাহু পাকের নিকট বড় পছন্দনীয়। আর ইহাই তওবার মূল কথা ও প্রধান অঙ্গ। নিজের হীন অভিত্তের কথা শ্বরণ করিয়া এই কথা চিন্তা করা যে, আল্লাহু পাক আমার সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। তিনিই আমার অভিত্ত দান করিয়া উহার মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়াছেন। অতঃপর জীবন ধারণের অসংখ্য নেয়ামত দান করিয়াছেন। জীবন ও জীবিকা তাঁহারই দেওয়া সম্পদ। অথচ আমি আল্লাহু পাকের সেই নেয়ামত সমূহের দ্বারা তাঁহার বন্দেগী ও গোলামীর পরিবর্তে তাঁহার নাফরমানী করিতেছি। ইহার চাইতে বড় অপরাধ ও নাশকরী আর কিছুই হইতে পারে না। এইভাবে বার বার আল্লাহু পাকের আজমত ও বড়ত্বের মোরাকাবা করিয়া নিজের দীনতা-হীনতার কথা শ্বরণ করা যে, আমি কি ছিলাম, কোন বস্তু দ্বারা আমাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে আমাকে কত নেয়ামত দান করা হইয়াছ। কিন্তু হাঁয়! আল্লাহু পাকের নেয়ামত ভোগ করিবার পরও আমি অধম কেমন করিয়া তাঁহার নাফরমানীতে লিপ্ত হইয়া গেলাম?

লজ্জা ও অনুশোচনাকে এই জন্য তওবার প্রধান অঙ্গ বলা হইয়াছে যে, গোনাহগার ব্যক্তি যখন সত্যিকার অর্থে অনুত্পন্ন হইবে তখন উহার আছর ও প্রভাব তাহার আমলের মধ্যেও প্রকাশ পাইতে থাকিবে। এবং তওবার বাকী দুইটি অংশের উপরও আমল করা সহজ ইহয়া যাইবে। অতীতের অপরাধ ও গোনাহের কথা শ্বরণ করিয়া অনুশোচনা ও অনুত্পন্নের সাথে সাথে ভবিষ্যতের জন্যও পাকা এরাদা করিবে; যেন আর কখনো এই ধরনের অপরাধ ও গোনাহ না হয়। এই যাবৎ হকুম্বাহু ও হকুল এবাদ যাহা কিছু নষ্ট হইয়াছে উহার তালাফী ও ক্ষতিপূরণ করিতে থাকিবে। হকুম্বাহু ও হকুল এবাদের পরিমাণ যদি অধিক হয় তবে যত দিন উহা আদায় না হইবে তত দিন অবিরাম উহা আদায় করিতে থাকিবে। ইহাই সত্যিকার তওবা। শুধু মুখে তওবা! তওবা!! করিতে থাকিলেই তওবা হয় না।

১। ছুনানে ইবনে মাজার টীকায় বলা হইয়াছে, অনুত্পাপ হইল তওবার বড় অংশ। অনুত্পাপ তওবার অন্যান্য অংশগুলিকে বাস্তবায়িত করে। কেননা, অনুত্পন্ন ব্যক্তি তৎক্ষণিকভাবে সমস্ত

وَعَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَّاقٌ
أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَذْنِبُ ذَنْبًا شَاءَ
يَقُولُمْ فَيَسْتَطِهِ ثُمَّ يُصْلِي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ
قَرَأَ وَالَّذِينَ إِذَا أَعْلَمُوا فَاحِشَةً أَوْظَلُمُوا أَنْفُسَهُمْ وَذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفِرُوا لِذَنْبِهِمْ

অর্থঃ হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু আনহু আমাকে যথার্থ বলিয়াছেন যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেহ গোনাহ করিবার পর যদি ভালভাবে পাকী হস্পিল করে (অর্থাৎ যথাযথভাবে অঙ্গু করে এবং গোসল ফরজ হইয়া থাকিলে ভালভাবে গোসল করে) অতঃপর নামাজ পড়িয়া আল্লাহু পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহু পাক তাহাকে অবশ্যই ক্ষমা করিয়া দিবেন। অতঃপর তিনি নিয়ের আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন-

وَالَّذِينَ إِذَا قَعَلُوا فَاحِشَةً وَهُمْ يَعْلَمُونَ -

ব্যাখ্যাঃ পূর্ববর্তী হাদীসে তওবার প্রধান তিনটি অংশের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ-

- ১। অতীতের অপরাধ সমূহের উপর আন্তরিকভাবে অনুত্পন্ন হওয়া।
- ২। ভবিষ্যতে গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার অঙ্গীকার এবং-
- ৩। আল্লাহর হক ও বাস্তার হক যাহা নষ্ট করা হইয়াছে তাহা আদায় করা।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

গোনাহ হইতে পরিত্ব হইয়া যায় এবং ভবিষ্যতে গোনাহের পুনরাবৃত্তি না হওয়ার উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। মূলতঃ এই দুই কাজের দ্বারাই তওবা পূর্ণতা লাভ করে। তবে ফরজ কাজের ক্ষেত্রে উহা আদায় করা এবং হকুল এবাদের বেলায় বাস্তার হক বাস্তার নিকট পৌছানো প্রয়োজন। আর এই কথা সুস্পষ্ট যে, অনুত্পাপ এই কাজগুলিকে তরাহিত করে।

এইভাবে যখন তওবা করা হইবে তখন উহা অবশ্যই কবুল হইবে। তওবার উপরোক্ত বিধানের সহিত যদি আরো কিছু আমল যোগ করা হয় তবে তওবা কবুলের বিষয়ে আরো বেশী আশাবাদী হওয়া যায়। যেমন— বেশী বেশী নেক আমল করা অথবা বিশেষ গুরুত্বের সহিত বড় ধরনের কোন নেক আমলে যত্নবান হওয়া—ইত্যাদি।

হাদীস শরীফে আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহু। আমি অনেক অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি, আমার তওবা কবুল হইবে কি? পেয়ারা নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মাতা জীবিত আছেন কি? সে জানাইল, তাহার মাতা জীবিত নাই। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কোন খালা জীবিত আছেন? সে আরজ করিল, তাহার খালা জীবিত আছেন। রাসূলে পাক ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইবার এরশাদ করিলেন, তোমার খালার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর। -তিরমিয়।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, যেই ব্যক্তি মাতা ও খালার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবে তাহার ঐ “ভাল ব্যবহার” তওবা কবুলের ব্যাপারে সহায়ক হইবে।

নামাজ পড়িয়া তওবা করার তালীম দেওয়া হইয়াছে, উহাও এই কারণে যে, নামাজ আল্লাহু পাকের অনেক বড় এবাদত। কয়েক রাকাত নামাজ পড়িয়া তওবা করিলে তওবা কবুলের ব্যাপারে অধিক আশাবাদী হওয়া যায়।

আলোচিত হাদীসে কালামে পাকের একটি আয়াতের যেই অংশবিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে উহা আল এমরানের আয়াত। পূর্ণ আয়াতটি নিম্নরূপ-

وَالَّذِينَ إِذَا قَعُلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ نُورٌ لَّهُمْ وَمَنْ يَعْفُرُ اللَّهَ نُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ
يُصْرُرُوا عَلَى مَا قَعُلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ -

অর্থঃ আর তাহারা এমন লোক যে, যখন এমন কোন কাজ করিয়া বসে যাহাতে অন্যায় হয়, অথবা নিজের ক্ষতি করিয়া বসে, তখন আল্লাহকে ঝরণ

করে। অতঃপর নিজের গোনাহু সমুহের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে এবং আল্লাহু তিনি আর কে আছে, যে গোনাহু মাফ করিবে? আর তাহারা স্থীয় (মন্দ) কর্মে জানিয়া শুনিয়া হঠকারিতা করে না।

অতঃপর এই সকল ব্যক্তিবর্গের ছাওয়াবের বিবরণ দিয়া বলা হইয়াছে-

أُولَئِكَ جَرَأُوهُمْ مَغْفِرَةً مِنْ سَرِّهِمْ وَجَنَّتْ بَحْرِيَّ مَتَّهُتْهَا
الآنَهَا رَخْلِدِينَ فِيهَا وَبِعْنَمْ أَجْرُ الْعَمِلِينَ

অর্থঃ তাহাদের পূরক্ষার হইবে মার্জনা তাহাদের প্রভূর নিকট হইতে এবং এমন উদ্যান যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। তাহারা উহাতে অনন্তকাল অবস্থান করিবে এবং কত উভয় প্রতিদান ঐ সব কর্মীদের।

পূর্বের আয়াতে বর্ণিত (وَمَنْ يَغْفِرَ الذَّنْبَ لَا يَلْعَمُ) এবং আল্লাহু তিনি আর কে আছে, যে গোনাহু মাফ করিবে।) দ্বারা নাচারাদের এই ধারণা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল যে, প্রাদ্বীগণ ক্ষমা করিয়া দিলেই গোনাহের মার্জনা হইয়া যাইবে।

শেষোক্ত আয়াতে [أَلَمْ يَصْرُو عَلَى مَا نَعْلَمُ وَهُنَّ بِعِلْمٍ] আর তাহারা স্থীয় (মন্দ) কর্মে জানিয়া শুনিয়া হঠকারিতা করে না।] এখানেও এই ব্যাপারে সতর্ক করা হইয়াছে যে, বার বার গোনাহু করা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কাহাকেও যদি এমন দেখা যায় যে, তওবা- এস্টেগফারও করিতেছে এবং উহার পাশাপাশি গোনাহের কাজেও লিঙ্গ আছে, তবে মনে করিতে হইবে যে, সে খাঁটি অন্তরে তওবা করে নাই। কেননা, সত্যিকার তওবা উহাকেই বলা হয় যাহাতে ভবিষ্যতে গোনাহু না করার দৃঢ় অঙ্গীকার করা হয় এবং তওবা করিবার পরে পূর্ণ হিমতের সহিত গোনাহের পুনরাবৃত্তি না হওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি জরুরী কথা হইল, “তওবা করিয়া লইব” এই ভরসার উপর কোন গোনাহের কাজ করা সম্পূর্ণ হারাম। এমনিভাবে এই ধারণার উপর তওবা করিতে বিলম্ব করা যে, বর্তমানে যেহেতু আমার দ্বারা খাঁটি তওবা হইতেছে না, সূতরাং এখন গোনাহু করিতে থাকি, যখন বৃদ্ধ হইব

(মন-মানসিকতার পারিবর্তন ঘটিবে) তখন তওবা করিয়া লইব; এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা নিজের উপর জুলুম ছাড়া আর কিছুই নহে। নফ্স আমোদ-প্রমোদ ও ভোগ-বিলাসের কারণে আর শয়তান আদম সন্তানের সহিত চির দুশ্মনীর কারণে মানুষকে তওবা হইতে ফিরাইয়া রাখিতে চায়। সুতরাং মানুষের চিরশক্তি নফ্স ও শয়তানের কথায় কখনো কান দিবে না। যখনই কোন গোনাহ হইয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লওয়া কর্তব্য। ভবিষ্যতের কোন ঠিক ঠিকানা নাই। কার হায়াত কতদিন আছে কেহই বলিতে পারে না। আল্লাহ না করুন, যদি বিনা তওবায় মৃত্যুবরণ হয় তবে কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে। দুনিয়ার অস্থায়ী ভোগ-বিলাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পরকালের কঠিন আজাবকে সামনে রাখিবে, তাহা হইলে নফ্স তওবা করিতে বিলম্ব করিবে না।

খাটি তওবা করিবার পরও যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কোন গোনাহ হইয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লইবে। এইবারও খাটি নিয়তে তওবা করিবে। কয়েকবার এইরপ হওয়ার পর ইনশায়াল্লাহ গোনাহের অভ্যাস ছুটিয়া যাইবে।

নিজের অপরাধ ও গোনাহের জন্য আন্তরিকভাবে লজিত ও অনুত্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে গোনাহ না করার দৃঢ় অঙ্গীকার করা- ইহাই তওবা। তবে তওবার অপর দুইটি জরুরী বিষয় হইল, আল্লাহর হক এবং বান্দার হকের তালাফী ও ক্ষতিপূরণ করা।

হক্কল্লাহ ও হক্কল এবাদ আদায় করা

আল্লাহর হক এবং বান্দার হক সংক্রান্ত যেই সকল বিষয় নিজের জিম্মায় আছে উহা আদায় করাও তওবার অন্যতম অংশ। অনেকেই তওবা করেন কিন্তু হক্কল্লাহ এবং হক্কল এবাদ আদায়ের বিষয়ে মোটেই ফিরিব করেন না। অথচ ইহা ব্যতীত তওবা কবুল হওয়া একেবারেই অসম্ভব। মানুষের হক ও আল্লাহর হক আদায় না করিয়া শুধু মুখে মুখে তওবা করিয়া মাগফেরাতের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা নিছক বোকামি ও নিজের উপর জুলুম ছাড়া আর কিছুই নহে।

আল্লাহর হক আদায়ের বিবরণ

হক্কল্লাহ বা আল্লাহর হক আদায়ের মূল কথা হইল, বালেগ হওয়ার পর

হইতে যেই সকল ফরজ এবং ওয়াজিব তরক হইয়াছে উহা আদায় করা। নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত- ইত্যাদি ফরজ আহকাম সমূহের যাহাই তরক হইয়াছে উহাই আদায় করিতে হইবে।

কাজা নামাজঃ

নামাজ কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করার হকুম নাই। সুতরাং জীবনে যত নামাজ স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে এবং অসুস্থতা ও ছফর-ইত্যাদিতে ছুটিয়া গিয়াছে, পুঁজ্বানপুঁজ্বাবে উহা হিসাব করিয়া কাজা আদায় করিতে হইবে। কাজা নামাজ আদায়ের পদ্ধতি হইল, গভীরভাবে মনে মনে চিন্তা করিবে যে, বালেগ হওয়ার পর জীবনে কত নামাজ কাজা হইয়াছে। অনুমান করিয়া কাজা নামাজ সমূহের এমন একটা সংখ্যা নির্ধারণ করিবে যাহার উপর দিল সাক্ষ্য দেয় যে, আমার কাজা নামাজের সংখ্যা উহার অধিক হওয়া সম্ভব নহে। অতঃপর ঐ নামাজ সমূহের কাজা পড়িয়া লইবে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, জুমাতুলবিদা বা অন্য কোন বিশেষ দিনে ‘ওমরীকাজা’ নামে দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া লইলে জীবনের সকল কাজা নামাজ আদায় হইয়া যায়। ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কাজা নামাজ আদায়ের কোন নিদিষ্ট সময় নাই। সূর্যের উদয়-অস্ত ও ঠিক দ্বিপ্রহর ছাড়া অন্য সকল সময়ই কাজা নামাজ পড়া যায়। সূর্য উদয় হইয়া যখন উহা এক বর্ষা পরিমাণ উপরে ভাসিয়া উঠে তখন হইতেই কাজা ও নফল নামাজ পড়া যায়। আছর নামাজের পর নফল নামাজ পড়া যায় না। কিন্তু কাজা নামাজ পড়া যায়। তবে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বক্ষণে যখন উহা রাত্তিমবর্ণ ধারণ করে তখন কাজা নামাজও পড়া যায় না।

এক দিনের ফরজ নামাজ ১৭ রাকাত এবং ৩ রাকাত বিতরি- এই হিসাবে প্রতি দিনের বরাবরে মোট ২০ রাকাত কাজা আদায় করিবে। আর মুছাফির হালাতে চার রাকাতের ফরজ নামাজ যেহেতু দুই রাকাত (কছর) পড়িতে হয় তাই ঐ চার রাকাতের কাজা ও দুই রাকাতই পড়িতে হইবে (যদিও উহা ঘরে বসিয়াই আদায় করা হইতেছে।)

এখানে আরেকটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল, কাজা নামাজের সকল ওয়াক্তের নামাজ যে সমান সংখ্যক হইবে ইহা জরুরী নহে। বরং সকল

ওয়াক্তের সংখ্যা সমান না হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, সকল মানুষের অবস্থা এক রকম নহে। কেহ ফজর নামাজ বেশী কাজা করিয়া থাকেন, কেহ আছের নামাজ, কাহারো হয়ত জোহরের নামাজই বেশীর ভাগ ছুটিয়া যায়। তা ছাড়া অনেকেই হয়ত স্বাভাবিক অবস্থায় নামাজ ঠিকই পড়েন কিন্তু ছফর ও বিমারীর হালতে নামাজ ছাড়িয়া দেন। মোট কথা, কাজা নামাজের সকল ওয়াক্তের সংখ্যা সমান না হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং যেই ওয়াক্তের নামাজ যেই পরিমাণ কাজা হইয়াছে যথা সম্ভব সঠিক অনুমান করিয়া সেই পরিমাণই আদায় করিতে হইবে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে আরেকটি ভুল ধারণার প্রচলন হইল, যেই ওয়াক্তের নামাজ সেই ওয়াক্তেই আদায় করিতে হইবে। অর্থাৎ জোহরের কাজা জোহরের সময় এবং আছরের কাজা আছরের সময়ই আদায় করিতে হইবে। এই ধারণা সঠিক নহে। যে কোন ওয়াক্তের নামাজ যে কোন সময়ই আদায় করা যাইবে। এমনিভাবে এক দিনে কায়েক দিনের কাজা নামাজ আদায় করিতেও কোন বাঁধা নাই। পাঁচ ওয়াক্তের বেশী নামাজ যদি কাজা হইয়া থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে কাজা আদায়ের সময় নামাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করাও জরুরী নহে। আছরের নামাজ আগে এবং জোহরের নামাজ পরে আদায় করিলেও কোন ক্ষতি নাই।

অনেকেই বিশেষ গুরুত্বের সহিত নফল নামাজ আদায় করিয়া থাকেন অথচ তাহাদের জিম্মায় হয়ত বছরের পর বছরের কাজা নামাজ রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু উহা আদায়ের ব্যাপারে কোন ফিকির করেন না। ইহা বড় দুর্ভাগ্যের কথা। নফল ও সুন্নতে গায়ের মোআক্তাদার স্থলে কাজা নামাজ পড়া উচিত। ইহা ছাড়াও কাজা নামাজের জন্য ভিন্নভাবে সময় বাহির করিয়া লইবে। সম্পূর্ণ কাজা নামাজ আদায়ের পূর্বে যদি মৃত্যু আসিয়া পড়ে তবে কঠিন আজাবের শিকার হইতে হইবে।

জীবনে কত দিন কত ওয়াক্ত নামাজ কাজা হইয়াছে উহার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা যদি সম্ভব না হয় তবে সেই ক্ষেত্রে কাজা নামাজ আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ বলিয়াছেন, যেই নামাজের কাজা পড়িবে সেই নামাজ জীবনে যত ওয়াক্ত কাজা হইয়াছে প্রথমে উহার সর্ব প্রথম ওয়াক্তের নিয়ত করিবে। যেমন জোহরের কাজা আদায়ের সময় এইরূপ নিয়ত করিবে যে,

আমার জীবনে জোহরের যত ওয়াক্ত ফরজ কাজা হইয়াছে, উহার সর্বপ্রথম ওয়াক্তের কাজা আল্লাহর ওয়াক্তে আদায় করিতেছি। অন্যান্য নামাজের বেলায়ও এইভাবেই নিয়ত করিবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলেই ওয়াক্ত সমূহের তরতীব ও ধারাবাহিকতা ঠিক থাকিবে।

জাকাত আদায়

জাকাত ফরজ হইবার পর যদি উহা আদায় করা না হইয়া থাকে তবে উহারও কাজা আদায় করিতে হইবে। সুতরাং তাল করিয়া খেয়াল করিবে, জীবনে কখনো জাকাত ফরজ হইয়াছিল কি-না। যদি হইয়া থাকে তবে উহা আদায় করা হইয়াছে কি-না। কোন বছরের জাকাত হয়ত পূর্ণই অনাদায় রহিয়া গিয়াছে, আবার কোন বছরের হয়ত আংশিক আদায় হইয়াছে। অর্থাৎ নিজের জিম্মায় কি পরিমাণ জাকাত আদায় করা হয় নাই উহার সঠিক সংখ্যা নিরপেক্ষ করিতে পারিলে ভাল, অন্যথায় অনুমান করিয়া উহার পরিমাণ নির্ণয়ের পর মন যখন পরিপূর্ণ আহ্বার সহিত এই কথা সাক্ষ দিবে যে, আমার জাকাত ইহার অধিক হওয়া সম্ভব নহে তখন ঐ পরিমাণ জাকাত প্রকৃত প্রাপকদিগকে দান করিয়া দিবে। এক সঙ্গেও আদায় করা যাইবে অথবা অল্প অল্প করিয়াও আদায় করিতে পারিবে। যদি সামর্থ্য থাকে তবে এক সঙ্গে আদায় করিয়া ফেলাই ভাল। সামর্থ্য না থাকিলে যখন যেই পরিমাণ সম্ভব আদায় করিবে এবং পাকা নিয়ত রাখিবে যে, আমার জীবনে যত জাকাত ফরজ হইয়াছে আমি অবশ্যই উহা আদায় করিব। অতঃপর যখনই হাতে অর্থ আসিবে তখনই সাধ্য মত উহা আদায় করিবে। এই বিষয়ে অবহেলা করিবে না।

ফেরো আদায় করাও ওয়াজিব। সুতরাং কোন বছরের ফেরো যদি অনাদায় থাকে তবে উহাও আদায় করিতে হইবে। এমনিভাবে মানুষ আদায় না করিয়া থাকিলে উহাও আদায় করিতে হইবে। তবে কোন নাজায়েজ বিষয়ের মানুষ করাও পাপ এবং উহা আদায় করাও পাপ। এই ধরনের কোন জটিল বিষয় সামনে আসিলে অভিজ্ঞ আলেমের নিকট উহার মাসআলা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে।

কাজা রোজা

বালেগ হওয়ার পর হইতে যত রোজা কাজা হইয়াছে অথবা অসুস্থতা ও তওবা-৬

ছফরের কারণে যেই সকল রোজা ছুটিয়া গিয়াছে এই সমূদয় রোজার সংখ্যা হিসাব করিয়া উহার কাজা আদায় করিতে হইবে। কাজা রোজা আদায়ের মাসআলা আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। মহিলাদের ‘মাসিক ঝতু’ অবস্থায় নামাজ পড়া ও রোজা রাখা জায়েজ নহে। শরীয়তের বিধান মতে ঝতুকালের নামাজ সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ঐ দিবসগুলির রোজা পরে কাজা আদায় করিতে হইবে। এই ব্যাপারে মহিলারা বড় অবহেলা করিয়া থাকে। খামখেয়ালী ও অলসতা করিয়া ঝতুকালীন কাজা রোজাসমূহ পরে আর আদায় করা হয় না। ফলে দেখা যায়, কোন কোন মহিলার জিম্মায় কয়েক বছরের কাজা রোজা জমিয়া থাকে। অথচ উহা আদায়ের ব্যাপারে কোন খেয়ালই করা হয় না। এই সকল রোজার জন্য কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং যদি জানা থাকে তবে কাজা রোজার সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করিয়া উহার কাজা আদায় করিবে। আর সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব না হইলে সঠিক অনুমানের ভিত্তিতে উহার হিসাব বাহির করিবে। মোট কথা, (যেই কারণেই হটক) বালেগ হওয়ার পর হইতে এই যাবত যত রোজা কাজা হইয়াছে এই সমূদয় রোজার কাজা আদায় করিতে হইবে। পুরুষদের ক্ষেত্রেও একই হকুম, জীবনে যত রোজা কাজা হইয়াছে উহা আদায় করিতে হইবে।

হজ্জ আদায় করা

অনেক নারী-পুরুষই হজ্জের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ আদায় করেন না। যাহাদের উপর হজ্জ ফরজ হইয়াছে, অথবা পূর্বে কখনো ফরজ হইয়াছিল কিন্তু তখন হজ্জ আদায় না করিয়া টাকা-পয়সা অন্য কোন কাজে খরচ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের ফরজ হজ্জ অবশ্যই আদায় করিতে হইবে। যদি কাহারো উপর হজ্জ ফরজ হইয়া থাকে আর সে বার্ধক্যজনিত কারণে অথবা অসুস্থতার কারণে বর্তমানে এটাটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, মৃত্যুর পূর্বে হজ্জের ছফর করিবার মত সুস্থতা ফিরিয়া আসিবে বলিয়া তরসা হয় না, তবে এই ক্ষেত্রে নিজের পক্ষ হইতে অপর কাহাকেও পাঠাইয়া “বদলী হজ্জ” করাইয়া লইবে। জীবন্দশায় করাইতে না পারিলে মৃত্যুর পূর্বে ওয়ারিশগণকে অসিয়ত করিয়া যাইবে যেন তাহার মাল হইতে হজ্জ করানো হয়। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ত্যাজ্য সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের উপরই অসিয়ত করা যাইবে, উহার বেশী

নহে। তবে বালেগ ওয়ারিশগণ ইচ্ছা করিলে তাহাদের নিজেদের অংশ হইতে মৃতের জন্য খরচ করিতে পারিবে।

বান্দার হক আদায়ের বিবরণ

হকুকুলএবাদ বা বান্দার হক আদায়ের মূল কথা হইল, মানুষের যেই সকল হক নষ্ট করা হইয়াছে উহা সম্পূর্ণরূপে আদায় করা। বান্দার হক দুই প্রকার- ১। মালের হক। ২। মান-সম্বন্ধের হক।

মালের হক

মালের হকের অর্থ হইল, কাহারো কোন সম্পদ (তাহার জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে) হস্তগত করিয়া থাকিলে উহা ফেরৎ দেওয়া। যেমন কাহারো কোন সম্পদ চুরি করিয়া বা ডাকাতি করিয়া আনা হইল কিংবা করজ লইয়া আর ফেরত দেওয়া হইল না (করজদাতার স্বরণে থাকুক বা না থাকুক) এমনিভাবে সুদ, ঘুষ আমানতের খেয়ানত বা খেলাছলে ও দুষ্টামী করিয়া কাহারো কোন বস্তু (তাহার অসম্ভতিতে) রাখিয়া দেওয়া- এই ধরনের যাবতীয় সম্পদ মালিকের নিকট ফিরাইয়া দিতে হইবে।

১। ইমাম গাজালী (রহঃ) বলেন, বন্দার হক সমূহের মধ্যে যদি কাহারো ধন-সম্পদ চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা আত্মসাং, ঠকানো ইত্যাদির মাধ্যমে বিনষ্ট করে তবে উহা হইতে তওবার বিশেষ পদ্ধতি রহিয়াছে। ইহাতে প্রাণব্যঙ্গ ও প্রাণব্যঙ্গ সকলেই সমান; অর্থাৎ সকলকেই তওবা করিতে হইবে। সুতরাং জীবনের শুরু হইতে তওবার দিন পর্যন্ত পাই পাই করিয়া হিসাব করিবে এবং দেখিবে যে, তাহার জিম্মায় কাহার কত পাওনা আছে। অতঃপর এই সকল পাওনা নামে নামে লিপিবদ্ধ করিবে এবং পাওনাদারদের খৌজে বাঢ়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িবে। অতঃপর যাহার যাহা পাওনা, তাহা শোধ করিয়া দিবে অথবা আদায় করা সম্ভব না হইলে তাহাদের নিকট হইতে মাফ করাইয়া লইবে। যদি যথাসাধ্য চেষ্টার পর সকল পাওনাদার অথবা তাহাদের ওয়ারিশদেরকে তালাশ করা সত্ত না হয়, তবে বিপুল পরিমাণে নেক আমল করিবে, যাহাতে কেয়ামতের দিন এই নেক আমলের ছাওয়াব দিয়া ঐ ঋণ শোধ করা যায়। যদি নেক আমল দ্বারা সকল পাওনা শোধ না হয়, তবে পাওনাদারদের গোনাহ্ত তাহার মাথায় চাপাইয়া দেওয়া হইবে। ফলে সে অপরের গোনাহ্তের বদলে জাহানামের শাস্তি ভোগ করিবে। যদি কাহারো ধন-সম্পদে হালাল-হারাম মিশিয়া যায়, তবে আদাজ করিয়া হারাম মাল বাহির করিয়া থায়রাত করিয়া দিবে। - অনুবাদক কর্তৃক সংগৃহীত।

মাল ফেরৎ দেওয়ার সময় এই কথা বলা জরুরী নহে যে, আমি আপনার খেয়ানত করিয়াছিলাম। বরং হাদিয়ার নাম করিয়া দিলেও আদায় হইয়া যাইবে।

মান-সন্ত্রমের হক

মান-সন্ত্রমের হক আদায়ের অর্থ হইল, কাহাকেও অন্যায়ভাবে আঘাত করা, গীবত করা, গীবত শোনা, গালী দেওয়া, অপবাদ দেওয়া। অথবা অন্য কোন উপায়ে কাহাকেও দৈহিক, মানসিক বা আত্মিকভাবে কষ্ট দিয়া থাকিলে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। যাহার হক নষ্ট করা হইয়াছে সে যদি অনেক দূরে থাকে তবে ইহাকে ওজর মনে করা চলিবে না। বরং তাহার নিকট গমন করিয়া অথবা প্রত্যোগে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। মোট কথা, যেইভাবেই হউক ক্ষমা চাহিয়া তাহাকে রাজী করাইবে। যদি অন্যায়ভাবে প্রহারের বদলায় সেই ব্যক্তিও প্রহার করিতে চায় তবে উহাতেও আপত্তি করিবে না।

১। কৃৎসা রটনা, গীবত ইত্যাদির মাধ্যমে অপরের মনে কষ্ট দিলে উহার তওবা এই যে, যাহাদের মনে কষ্ট দিয়াছে তাহাদের সকলকে তালাশ করিয়া ক্ষমা করাইয়া লইবে। তাহাদের কেহ যদি মারা গিয়া থাকে অথবা নিরুদ্দেশ থাকে সেই ক্ষেত্রে এই পরিমাণ কেন আমল করিবে যেন পরকালে ইহা দ্বারা বিনিময় দেওয়া যায়। যাহাকে তালাশ করিয়া পাওয়া যায় সে যদি মনের খুশিতে ক্ষমা করিয়া দেয় তবে উহা ঐ অপরাধের কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। কিন্তু যেই অপরাধ করা হইয়াছে এবং মুখে যাহা বলা হইয়াছে, ক্ষমা চাওয়ার সময় উহা বর্ণনা করা উচিজিব। অস্পষ্ট ক্ষমা করানো যথেষ্ট হইবে না। কেননা, এমনও হয় যে, নিজের উপর অপরের বাড়াবাড়ির কথা জানার পর ক্ষমা করিতে মন চায় না এবং কেয়ামতেই বিনিময় নেওয়ার কথা চিন্তা করা হয়। তবে যদি এমন কোন অপরাধ করিয়া থাকে যাহা বর্ণনা করিলে প্রতিপক্ষ মনে ব্যথা পাইবে, তবে বুঝিতে হইবে যে, ক্ষমা করানোর পথ রক্ত। তবে ইহা সম্ভব যে, অস্পষ্ট ক্ষমা করাইয়া লইবে এবং অবশিষ্ট ক্ষতিসমূহ নেক আমল দ্বারা পূরণ করিয়া লইবে। অপরাধ উল্লেখ করিবার পর প্রতিপক্ষ যদি ক্ষমা করিতে সম্মত না হয় তবে শাস্তি অপরাধীর ঘাড়ে থাকিয়া যাইবে। কেননা প্রতিপক্ষের হক এখনো বহাল রহিয়াছে। এমতাবস্থায় অপরাধীর কর্তব্য হইল, তাহার সহিত নম্র ব্যবহার করা, তাহার দেন্দমত করা এবং তাহার প্রতি ভালবাসা ও সৌহার্দ্য প্রকাশ করা। ফলে প্রতিপক্ষের মন তাহার প্রতি নরম হইবে এবং শেষ পর্যন্ত সে ক্ষমা করিতে সম্মত হইবে। যদি ইহাতেও সে ক্ষমা না করে তবে এই নম্র ব্যবহার বিফলে যাইবে না, কেয়ামতে উহার বিনিময় পাওয়া যাইবে।

-এইয়াউ উলুম্মদীন হইতে সংগৃহীত। -অনুবাদক

গীবত সম্পর্কে আমাদের আকাবের ও বজুর্গানে দ্বীন বলিয়াছেন, যাহার গীবত করা হইয়াছে এই ব্যাপারে সে যদি অবগত হইয়া থাকে তবে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে, অন্যথায় তাহার জন্য বেশী বেশী মাগফেরাতের দোয়া করিতে থাকিবে। যখন মনে এমন ধারণা জন্মাইবে যে, যেই পরিমাণ গীবত করা হইয়াছে অথবা গীবত শোনা হইয়াছে উহার বিনিময়ে তাহার জন্য এত অধিক দোয়া করা হইয়াছে যে, যখন সে ঐ দোয়া দেখিতে পাইবে তখন অবশ্যই খৃশি হইবে এবং ঐ গীবত ক্ষমা করিয়া দিবে- তখন মনে করিতে হইবে যে, এই অপরাধের ক্ষতিপূরণ হইয়াছে।

একটি কথা সর্বদা স্বরণ রাখিবে যে, শুধু তওবা দ্বারা বান্দার হক কখনো ক্ষমা হইবে না। আর বালেগ হওয়ার পূর্বে রোজা-নামাজ ফরজ হয় না বটে কিন্তু ঐ সময় যদি কোন মানুষের হক নষ্ট করা হয় তবে উহা ক্ষমা করা হইবে না। যদি কোন নাবালেগ ছেলে বা মেয়ে অপর কাহারো কোন আর্থিক ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে তবে তাহার ওলী বা অভিভাবকের কর্তব্য হইল, সে তাহার অধীন ঐ ছেলে বা মেয়ের মাল হইতে উহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবে। যাহার ক্ষতি করা হইয়াছে সে যদি এই ক্ষতি সম্পর্কে জানিতে নাও পারে তবুও উহা আদায় করিতে হইবে। যদি ওলী নাবালেগের পক্ষ হইতে ঐ হক আদায় না করে তবে সেই নাবালেগ বালেগ হওয়ার পর নিজে উহা আদায় করিবে অথবা তাহার নিকট ক্ষমা চাহিবে।

এক ধরনের লোক আছে যাহারা প্রকাশ্যে দ্বীনদার বলিয়া গণ্য এবং সর্বদা মৌখিক তওবা করিয়া থাকে, কিন্তু গোনাহ ও পাপের কাজ ত্যাগ করে না। অবৈধ ও হারাম উপায়ে অর্থ উপার্জন করা হইতেছে, মানুষের গীবত করাকে জায়েজ মনে করিতেছে, অথচ মনে একটুও ভাবান্তর হইতেছে না যে, আমি হারাম কামাই করিতেছি, মানুষের গীবত করিতেছি। তাহাদের দ্বীনদারী যেন শুধু টুপী-দাঢ়ি, সুমতী জামা ও নামাজ আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গোনাহ ও পাপের কাজ ত্যাগ না করিয়া এবং হকুম্বাহ ও হকুল এবাদ আদায় না করিয়া শুধু মুখে তওবা! তওবা!! করিলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। বিশেষতঃ যাহারা সুদ-ঘৃণ গ্রহণ করে, ব্যবসার মধ্যে ধোঁকাবাজী করিয়া অর্থ উপার্জন করে তাহাদের অবস্থা বড় কঠিন। যত মানুষের হক নষ্ট করা হইয়াছে,

তাহাদের সকলের হক আদায় করিতে হইবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বন করিয়া হয়ত এমন অসংখ্য মানুষের হক নষ্ট করা হইয়াছে যাহাদের নাম-ঠিকানা কিছুই জানা নাই। জীবনে হয়ত একবারই তাহাদের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল আর ঐ সুযোগেই তাহাদের হক নষ্ট করা হইয়াছে, বর্তমানে তাহারা কে কোথায় আছে, বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে, কিছুই জানা নাই। এক্ষণে তাহাদের সকলকে খুজিয়া বাহির করিয়া তাহাদের হক আদায় করা সহজ ব্যাপার নহে। পাহাড় কাটিয়া চূর্ণ করা সম্ভব কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হওয়া বড় কঠিন। তবে যাহাদের অস্তরে পরকালের কঠিন আজাবের এক্সুন বন্ধমূল হইয়া বিসিয়াছে, তাহারা যে কোনভাবেই হউক হকদারদের হক আদায় করিবেই।

আমাদের এক উত্তাদ জনৈক তহসীলদারের ঘটনা শুনাইতেন। ঐ তহসীলদার হয়রত থানভী (রহঃ)-এর নিকট মূরীদ হইবার পর যখন তাহার মধ্যে দীনদারী আসিল তখন তিনি পরকালের আজাবের ভয়ে হকুল এবাদ আদায়ের ব্যাপারে মানোযোগী হইলেন। সম্ভবতঃ তিনি পাঞ্জাবের তহসীলদার ছিলেন। সেই কর্মস্থলে গমন করিয়া তাহার জমানার পুরাতন ফাইল-পত্র তন্ম করিয়া ঘাঁটিয়া যত মানুষের নিকট হইতে ঘূর্ণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের মোকদ্দমার কাগজ-পত্র হইতে তাহাদের নাম-ঠিকানা বাহির করিলেন। অতঃপর গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া কাহারো নিকট ক্ষমা চাহিলেন আবার কাহাকেও নগদ অর্থ দিয়া দায়মুক্ত হইলেন।

ঐ তহসীলদারের সঙ্গে আমাদের উত্তাদ ছাহেবের সাক্ষাত হইয়াছিল। তহসীলদার নিজেই ঐ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছিলেন।

একটি প্রশ্নের জবাব

কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন, কোন ব্যক্তি এক সময় হয়ত মানুষের অর্থ আত্মসাং করিয়াছে কিন্তু বর্তমানে তাহার নিকট কোন অর্থ-সম্পদ নাই, সুতরাং এই ব্যক্তি কিভাবে মানুষের হক আদায় করিবে? অথবা তাহার নিকট অর্থ-সম্পদ আছে বটে কিন্তু যাহাদের হক নষ্ট করা হইয়াছে, তাহাদের নাম ঠিকানা জানা নাই, খুজিয়া বাহির করাও সম্ভব নহে; এক্ষণে সে কি করিয়া তাহাদের হক আদায় করিবে?

উপরোক্ত সমস্যার সহজ সমাধান হইল, যাহাদের হক নষ্ট করা হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে অথবা পত্রযোগে ক্ষমা চাহিবে। তাহাদিগকে এমনভাবে খুশী করিবে যেন নিশ্চিতভাবে ধারণা করা যায় যে, প্রকৃত অর্থেই তাহারা ক্ষমা করিয়া দিয়াছে। যদি ক্ষমা না করে তবে কিছু সময় চাহিয়া লইবে এবং নিজের উপার্জিত অর্থ হইতে সামান্য সামান্য বাঁচাইয়া তাহাদের হক আদায় করিবে। হক আদায় হইবার পূর্বেই যদি পাওনাদারদের কেহ ইন্তেকাল করে তবে অবশিষ্ট অর্থ তাহার সন্তানদিগকে দিয়া দিবে।

পক্ষান্তরে পাওনাদারদের মধ্যে যাহারা জীবিত আছে তাহাদের মধ্যে যাহাদের ঠিকানা জানা নাই তাহাদের হকের সম পরিমাণ অর্থ ছিকুনিন্দিগকে ছদকা করিয়া দিবে। যত দিন সকলের ছদকা আদায় না হইবে, ততদিন ছদকা করিতে থাকিবে এবং সকল পাওনাদারদের জন্য নিয়মিত দোয়া-এন্তেগফার করিতে থাকিবে।

হয়রত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কি জান, গরীব কাহাকে বলে? ছাহাবাগণ আরজ করিলেন, আমরা তো ঐ ব্যক্তিকেই গরীব মনে করি, যাহার নিকট দেরহাম ও সম্পদ নাই। ইহা শুনিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমার উম্মতের মধ্যে (প্রকৃত) গরীব হইবে ঐ ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিন নামাজ, রোজা এবং জাকাত লইয়া হাজির হইবে (অর্থাৎ দুনিয়াতে সে নিয়মিত নামাজ পড়িয়াছে, রোজ রাখিয়াছে এবং জাকাতও আদায় করিয়াছে) কিন্তু এতদ্সন্ত্বেও সে এমন অবস্থায় (হাশরের মাঠে) উপস্থিত হইবে যে, সে হয়ত কাহাকেও গালি দিয়াছে, কাহারো নামে অপবাদ দিয়াছে, অন্যায়ভাবে কাহারো অর্থ আত্মসাং করিয়াছে অথবা কাহাকেও হত্যা করিয়াছে বা প্রহার করিয়াছে (আর কেয়ামতের দিন যেহেতু বিচার দিবস) সুতরাং তাহার বিচার এইভাবে করা হইবে যে, তাহার নেকীসমূহ তাহার হকদারদের সকলের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে। এই পর্যায়ে সকলের হক পূর্ণ হইবার পূর্বেই যদি তাহার নেকী ফুরাইয়া যায় তবে হকদারদের গোনাহসমূহ তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়া তাহাকে দোষখে নিষ্কেপ করা হইবে। -মুসলিম শরীফ।

অন্য হাদীসে রাসুলে পাক ছালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি তাহার কোন ভাইয়ের অসমান করিল অথবা অন্য কোন উপায়ে তাহার হক নষ্ট করিয়া তাহার উপর জুলুম করিল, সে যেন ঐ দিনের পূর্বেই তাহার হক আদায় করিয়া দেয় অথবা ক্ষমা করাইয়া লয়— যেই দিন কোন দিনার ও দেরহাম কিছুই থাকিবে না। অতঃপর এরশাদ করিলেন, যদি তাহার সঙ্গে কোন নেক আমল থাকে তবে যেই পরিমাণ জুলুম করা হইয়াছে সেই পরিমাণ নেকী লইয়া লওয়া হইবে। আর যদি নেকী না থাকে তবে মজলুমের গোনাহ্সমূহ তাহার মাথায় চাপাইয়া দেওয়া হইবে।

-বোখারীশরীফ

উপরোক্ত দুইটি হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, শুধু অবৈধ উপায়ে টাকা-পয়সা উপর্যুক্ত করাই জুলুম নহে, বরং অন্যায়ভাবে কাহাকেও গালি দেওয়া, প্রহার করা, মানহানী করা ইত্যাদিও জুলুম এবং বান্দার হক নষ্ট করার অত্যন্ত ভূক্ত। অনেকেই নিজেকে দ্বিন্দার মনে করিতেছেন অথচ উপরোক্ত বিষয় হইতে পরহেজ করিয়া চলেন না। প্রকৃত অবস্থা হইল, আল্লাহর হক তওবা ও এন্টেগফার দ্বারা ক্ষমা হইতে পারে কিন্তু শুধু তওবা করিলেই বান্দার হক ক্ষমা করা হইবে না। বান্দার হক বান্দাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমা করাইয়া লইতে হইবে।

ক্ষমার বিষয়ে আরেকটি জরুরী বিষয় হইল, হকদার খুশী মনে ও সন্তুষ্টিতে ক্ষমা করিলেই উহা গ্রহণযোগ্য হইবে। শুধু ভদ্রতার খাতিরে মুখে মুখে ক্ষমা করিয়া দেওয়া অথবা এই কারণে (বাহ্যিক) ক্ষমার কথা বলিয়া দেওয়া যেন তাহার সহিত সম্পর্কের অবনতি না ঘটে— এই জাতীয় ক্ষমার কোন মূল্য নাই।

দিল্লীতে আমি অধমের নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বন্ধু-বান্দবের নিকট আমার কিছু করজ ছিল, তাহারা আমার ঐ করজ ক্ষমা করিয়া দিয়াছে, সুতরাং আমার ঐ করজ ক্ষমা হইয়াছে কি? উত্তরে আমি বলিলাম, তাহারা ক্ষমা করিয়া দিবার পরও আপনার মনে সন্দেহ হইতেছে কেন? আপনার মনের এই সন্দেহই প্রমাণ করিতেছে যে, তাহারা খুশি মনে আপনাকে ক্ষমা করে নাই। আমি আরো জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার করজ ক্ষমা করিয়া দিবার পর কাহারো নিকট তাহারা এমন মন্তব্য করিয়াছে কি যে, অমুক

ব্যক্তি আমাদের অর্থ আত্মসাং করিয়াছে? উত্তরে সে বলিল, হাঁ! তাহারা এই ধরনের মন্তব্য করিয়াছে। আমি বলিলাম, ক্ষমা করিয়া দিবার পরও আপনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগের অর্থ হইল, তাহারা সন্তুষ্টিতে আপনাকে ক্ষমা করে নাই। কোন কারণে শুধু উপরে উপরে ক্ষমার কথা বলিয়াছে মাত্র। এই ক্ষমা গ্রহণযোগ্য নহে। সুতরাং আপনি আপনার করজ আদায়ের ব্যাপারে ফিকির করুন।

তুকুকুল এবাদ সংক্রান্ত জরুরী জ্ঞাতব্য

এক

যেই সকল লোক কোন মসজিদ বা ওয়াক্ফ সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী কিংবা কোন মাদ্রাসার মোহাত্মিমের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন, তাহারা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত নিজেদের দায়িত্ব পালন করা উচিত। ওয়াক্ফকারীর উদ্দেশ্য ও শর্ত অন্যায়ী তাহার সম্পদ ব্যবহার করিতে হইবে। এমনিভাবে জনসাধারণ হইতে উসুলকৃত চাঁদার অর্থও দাতাগণ যেই কাজে দিয়াছেন সেই কাজেই ব্যয় করিতে হইবে। অনেকেই এই সকল বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে এবং ক্ষেত্র বিশেষে জানিয়া শুনিয়াই এমন সব কর্ম-কাণ্ড করিয়া থাকেন যাহা তাহাদের জন্য পরকালের আজাবের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে।

অনেকেই মসজিদ-মাদ্রাসার মোহাচ্ছেল বা চাঁদা সংগ্রহকারীদের নিকট হইতে রশিদ গ্রহণ করেন না। আবার কেহ কেহ যথারীতি রশিদ গ্রহণ করিলেও রশিদের যেই অংশটি মাদ্রাসায় জমা দেওয়া হইবে উহাতে কি লেখা হইয়াছে তাহা যাচাই করিয়া দেখেন না। এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত চাঁদার অর্থ আত্মসাং করা বড় সহজ। অতরে পরকালের আজাব ও জবাবদিহির ভয় না থাকিলে এই সুযোগে শয়তান মানুষের দ্বারা খেয়ানত করাইয়া বসে।

ঈদগাহ অথবা অন্য কোন বড় সমাবেশে ঘোষণা দিয়া চাঁদা উঠানে হয়। এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ রশিদ দেওয়া হয় না। উসুলকৃত সকল অর্থ দায়িত্বশীলদের নিকট জমা হয়। তাহারা যদি আমানতদার না হন তবে ঐ অর্থ হইতে ইচ্ছামত আত্মসাং করিতে পারিবেন। আজ-কাল এই ধরনের বহু অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হইতেছে। ওয়াকফের সম্পদ অন্যায়ভাবে নিজে তোগ করিতেছে এবং নিজের আওলাদ ফরজপ্রের মধ্যেও বিলাইয়া দেওয়া

হইতেছে। কোন ব্যক্তিবিশেষের আত্মসাতের তুলনায় মসজিদ-মাদ্রাসার অর্থ আত্মসাং করা অধিকতর ভয়াবহ। কেননা, ব্যক্তিবিশেষের অর্থ ফেরৎ দেওয়া বা ক্ষমা চাহিয়া লওয়া সহজ। কিন্তু জনসাধারণের অর্থ আত্মসাতের পর তাহাদের সকলের নিকট তাহাদের অর্থ ফেরৎ দেওয়া বা ক্ষমা লাভ করা সহজ নহে। সীয় অপরাধের উপর অনুশোচনা সৃষ্টি হইবার পরও হকদারদের পরিচয়ের অভাবে তাহাদের হক ফেরৎ দিবার কোন উপায় থাকিবে না।

কাহারো প্রতি বিদ্বেষ এবং কোন প্রকার সমালোচনার উদ্দেশ্যে নহে, বরং সকলের খায়েরখাহী ও কল্যাণ কামনা করিয়া একান্তই আত্মসচেতনতা ও আত্মসমালোচনা মূলকভাবে উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি সাধারণভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল। এই ধরনের গর্হিত অপরাধে যাহারা লিঙ্গ তাহারা নিজেরাই নিজেদের কথা বিবেচনা করুন। অপরের আমানতের মাল যাহারা অবৈধভাবে নিজের জন্য খরচ করিতেছেন তাহারা আখেরাতের ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করুন।

দুই

এই কথা সকলেরই জানা আছে যে, শরীয়তের হকুম অমান্য করিয়া এতীমের মাল উৎক্ষণ করা বা উহা দখল করিয়া নিজের জন্য বা নিজের পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করা কঠিন গোনাহ ও সম্পূর্ণ হারাম। কালামে পাকে এরশাদ করা হইয়াছে-

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الَّذِيمُ طُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَسَيَصْلُوْنَ سَعْدًا۔

অর্থঃ নিশ্চয়ই যাহারা এতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে তাহারা নিজেদের উদরে অগ্নি ভিন্ন আর কিছুই পুরিতেছে না এবং অতি সত্ত্বরই তাহারা জ্বল্পন্ত আগুনে প্রবেশ করিবে।

যাহারা বিভিন্ন এতীমখানার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া জনগণ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন তাহারা কালামে পাকের উপরোক্ত ঘোষণার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। এতীমদের অর্থ হইতে যাহা নিজের জন্য গ্রহণ করা হইতেছে তাহা যেন কোন অবস্থাতেই সীয় শ্রমের তুলনায় অতিরিক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক।

নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সতর্কতা, সততা ও আমানতদারীর হিসাব-নিকাশ এই দুনিয়াতেই করিয়া ফেলুন। যদি কোন প্রকার অসতর্কতা ও অবহেলা হইয়া থাকে তবে সময় থাকিতে উহা সমাধা করিয়া ফেলুন।

অনেকেই আবার মনে করিতে পারেন, যাহারা এতীম খানার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত শুধু তাহাদের দ্বারাই এতীমদের সম্পদ আত্মসাং হইয়া থাকে। এই ধারণা সঠিক নহে। সমাজের ঘরে ঘরে আজ এতীমদের সম্পদ ও অধিকার হরণ করা হইতেছে। পিতার ইন্তেকালের পর শরীয়তের সঠিক বিধান অনুযায়ী সন্তানদের মধ্যে মিরাছ বন্টন হইতেছে না। চাচা বা বড় ভাই যাবতীয় সম্পদ হস্তগত করিয়া ছেট ছেলে-মেয়েদের জন্য নামে মাত্র খরচ করেন। আবার ক্ষেত্র বিশেষ এতীমদিগকে পিতৃসম্পদের কোন অংশই দেওয়া হয় না। এইভাবে আজ সমাজের ঘরে ঘরে এতীমদিগকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের সম্পদ আত্মসাং করা হইতেছে।

তিনি

সমাজে দ্বিন্দার বলিয়া পরিচিত এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাহারা মৃত ভাইয়ের সম্পদ হইতে তাহার বিধিবা স্ত্রীকে অংশ দেন না। ভাইয়ের যাবতীয় সম্পদ দখলের উদ্দেশ্যে বিধিবাকে তাহার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে রাজী হইতে চাপ প্রয়োগ করা হয়। অসহায় বিধিবাও বাধ্য হইয়া বিবাহে রাজী হয়। এই বিবাহের ফলে মনে করা হয় যে, এক্ষণে মৃত ভাইয়ের সম্পদ বন্টনের সকল বামেলা চুকিয়া গেল। অথচ ভাইয়ের বিধিবা স্ত্রীকে বিবাহ করিলেই তাহার স্বামীর পক্ষ হইতে প্রাপ্য মিরাছ নিজে দখল করা যাইবে না। আর এই ধরনের লোকেরা বলিয়া থাকে যে, যদি ভাইয়ের বিধিবা স্ত্রীকে অংশ দেওয়া হয় তবে তো আমাদের জমা-জমি অন্য বংশের মধ্যে চলিয়া গেল। এই ধরনের সংকীর্ণ চিন্তা-ভাবনা কত বড় জুলুমের কথ। যাহার হক তাহাকে দিয়া দেওয়াতেই মঙ্গল। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহে বিধিবার হক নষ্ট করিলে পরকালে কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে।

চারি

আমাদের এলাকার রেওয়াজ হইল, মৃতের ত্যাজ্য সম্পদ হইতে তাহার কন্যাদেরকে অংশ দেওয়া হয় না। শুধু ছেলেরাই উহা ভোগ করে। ইহা সরাসরি

জুলুম ও হারাম। অনেকে আবার যুক্তি দেখাইয়া বলে যে, তাহারা তো উহা দাবী করে না এবং ক্ষমা চাহিলে ক্ষমা করিয়া দেয়। প্রকাশ থাকে যে, কেহ নিজের হক দাবী না করিলেই উহা দ্বারা এই কথা প্রমাণ হয় না যে, সে নিজের হক ত্যাগ করিয়াছে। আর দেশের রেওয়াজী ক্ষমার কোন শরয়ী ভিত্তি নাই। কারণ, মেয়েদের স্থির ধারণা যে, তাহারা পিতার অংশ পাইবেই না, এই কারণেই তাহারা ক্ষমা করিয়া দেয় বা নিজেদের হক দাবী করে না। যদি তাহাদের প্রাপ্য অর্থ—সম্পদ শরীয়তের বিধান মোতাবেক পৃথক করিয়া তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়া বলা হয় যে, “ইহা তোমাদের পিতৃপক্ষের মিরাছী সম্পদ” —উহার পরও যদি তাহারা উহা গ্রহণ না করিয়া ক্ষমা করিয়া দেয় তবে সেই ক্ষেত্রে ঐ ক্ষমা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হইবে।

অনেকেই শরীয়তের বিধানের তোয়াক্ত না করিয়া নিজেই সিদ্ধান্ত করিয়া লয় যে, ভয়িগণকে তাহাদের বাল—বাচ্চা সহ মাঝে মাঝে দাওয়াত করিয়া আপ্যায়ন করিব, তাহারা আসা—যাওয়া করিবে, বেড়াইবে—খেলিবে, ইহাতেই তাহাদের হক আদায় হইয়া যাইবে। এই সবই হইল ভয়িদের হক না দেওয়ার ফলি-ফিকির মাত্র। প্রথমতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভয়িগণ যেই পরিমাণ মিরাছী অংশ পাইবে, তাহাদের উপর সেই পরিমাণ খরচ করা হয় না। দ্বিতীয়তঃ ভয়ি হিসাবে যদি তাহাদিগকে আদর—আপ্যায়ন করিতে হয় তবে নিজের পয়সায় করিবে, তাহাদের পয়সা তাহাদের উপর খরচ করিয়া এই কথা দাবী করা যে, “আমি ভয়িদিগকে আপ্যায়ন করিয়াছি” ইহা ঠিক নহে। তৃতীয়তঃ ভয়িদের অংশ তাহাদের হাতে তুলিয়া না দিয়া এইভাবে তাহাদের উপর খরচ করাতে তাহারা সম্মত কি—না, এই বিষয়েও তাহাদের সঙ্গে কোন আলোচনা করা হয় না। এইভাবে এক তরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত নহে।

পাঁচ

এমনিতাবে স্তৰীদের মোহরের বেলায়ও একই হকুম। দেশের রেওয়াজী ক্ষমা দ্বারা স্তৰীর মোহর ক্ষমা হয় না। তবে হাঁ স্তৰী একান্তই যদি সন্তুষ্টিচিত্তে ও মনের খুশিতে নিজের মোহর ক্ষমা করিয়া দেয় তবে অবশ্যই উহা ক্ষমা হইবে। কিন্তু স্তৰী যদি এই কথা চিন্তা করিয়া ক্ষমা করে যে, ক্ষমা করিলেই কি আর না করিলেই কি, মোহর তো আর পাওয়া যাইবে না অথবা ক্ষমা না করিয়া মোহর

দাবী করিলে দাম্পত্য সুখ নষ্ট হইবে। তবে এই ক্ষমার কোন অর্থ নাই। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে—

فَإِنْ طَبِّقَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ تَعْسِفَةِ كَلْمَوْهَ حَنْيَّتَ صَرِيْعَ

অর্থঃ হাঁ তবে যদি স্ত্রীগণ সন্তুষ্টিচিত্তে তোমাদিগকে উক্ত মোহরের কিয়দংশ ছাড়িয়া দেয়, তবে তোমরা উহা সুস্থাদু—তৃষ্ণিদায়ক মনে করিয়া উপভোগ কর।

এই ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যে, তাহাদের মোহর তাহাদের হাতে দিয়া দাও। অতঃপর যদি তাহারা খুশি মনে উহা ক্ষমা করিয়া দেয় তবে নিঃসংকোচে গ্রহণ করা যাইবে।

ছয়

বিবাহ—শাদীর ক্ষেত্রেও দেখা যায়, পাত্রপক্ষ হইতে উসুলকৃত মোহরের টাকা মেয়ের পিতা বা অন্য কোন অভিভাবক নিজের নিকটই রাখিয়া দেন। নিজের নিকট আমানত হিসাবে রাখাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু মেয়ের অনুমতি ছাড়া নিজের মনে করিয়া উহা খরচ করা, মেয়েকে কখনো ঐ টাকা না দেওয়া বা মিথ্যা ক্ষমা করাইয়া লওয়া জায়েজ নহে।

অনেকে আবার যুক্তি দেখাইয়া বলিয়া থাকেন, বিবাহের মধ্যে যেই টাকা খরচ করা হইয়াছে উহার বিনিময়ে ঐ মোহরের টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে। অথচ আজ—কাল বিবাহ—শাদীতে যেই সকল রেওয়াজী খরচ—পত্র করা হয় উহার অধিকাংশই শুধু নাম কামাইবার উদ্দেশ্যে করা হয়। তা ছাড়া এই উপলক্ষে নাচ—গান সহ এমন সব ক্রিয়া—কর্মে টাকা—পয়সা খরচ করা হয় যাহা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েজ। মৌতুক হিসাবেও এমন সব দ্রুব্য সামগ্ৰী দেওয়া হয় যাহা হয়ত জীবনে কখনো কাজে লাগিবে না। জানিয়া—শুনিয়া শরীয়তের হকুমের খেলাফ কোন কাজে অর্থ ব্যয় করা সম্পূর্ণ হারাম। আবার কল্যান অর্থ তাহার অনুমতি ছাড়া খরচ করাও হারাম। বিবাহ—শাদীতে যাবতীয় খরচ—পত্র শরীয়ত ও সুন্নত মোতাবেক হওয়াতেই সকলের জন্য মঙ্গল এবং তাহাও নিজের সম্পদ হইতেই করিতে হইবে। কল্যান অনুমতি ছাড়া তাহার মোহরের অর্থ খরচ করা সরাসরি জুলুম। কিন্তু আজ—কাল সমাজে এই অপরাধ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহার অর্থ খরচ

করা হয় তাহাকে জিজ্ঞাসাও করা হয় না। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা নীরব থাকে, ইহাই সম্ভতি। তাহাদের এই ধারণা সঠিক নহে। লেন-দেনের ব্যাপারে “নীরবতা সম্ভতির বিধান” প্রযোজ্য নহে। যাহার অর্থ তাহার হস্তগত করিয়া দাও; অতঃপর যদি তাহার উপর কোন প্রকার জবরদস্তী, সামাজিকতা ও দুর্নামের ভয় না থাকে এবং সম্পূর্ণ সন্তুষ্টিচ্ছে উহা দিয়া দেয় তবে সেই ক্ষেত্রে উহা গ্রহণ করিতে কোন বাঁধা নাই।

শরীয়তের বিধান মত বিবাহ হইলে তাহাতে তেমন কোন খরচ নাই। ইজাব-কবুল দ্বারাই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যায়। অতঃপর মেয়ে রুখছত করিয়া দিবে। পথ খরচ স্বামীই বহন করিবে। এই সকল বিষয়ে কল্যাপক্ষের জিম্মায় কোন খরচ নাই। কিন্তু বর্তমান সমাজ শরীয়তের বিধানকে উপেক্ষা করিয়া নিছক রঞ্চম-রেওয়াজ ও নাম কামাইবার উদ্দেশ্যে বিবাহ-শাদীকে একটি তয়াবহ আজাবে পরিণত করিয়াছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও বলিতে শোনা যায় যে, জন্মের পর হইতে আমি তাহাকে লালন-পালন করিয়াছি, সুতরাং এই সুযোগে কিছু উসুল করিয়া লইলাম। কোন কাগজানহীন পাষণ্ড ছাড়া কেহ এই ধরনের দায়িত্বহীন উক্তি করিতে পারে না। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সন্তানের লালন-পালন পিতার উপর ওয়াজিব। সুতরাং আপনি স্বীয় উপার্জিত অর্থে সন্তান লালন করিয়া নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বই পালন করিয়াছেন মাত্র। এক্ষণে সুযোগ পাইয়া অবৈধভাবে উহা উসুল করিয়া লওয়া শরীয়তসম্মত নহে। তাছাড়া মানবিক দৃষ্টিতেও এই আচরণ পিতৃসুলত নহে। সন্তানের প্রতি পিতৃসন্নেহের সহজাত চেতনা ও মমত্ববোধই তাহাকে সন্তান লালন করিতে উৎসাহিত করিবে। এখনে কোন প্রকার লেন-দেন ও বেচাকেনার প্রশ্ন অমানবিক।

সাত

. গৃহকর্তার নিম্নণ ছাড়া কোন দাওয়াতে যাইয়া আহার করা হালাল নহে। সৌজন্যবোধ ও ভদ্রতার খাতিরে গৃহকর্তা হয়ত তাহাকে কিছুই বলিল না, কিন্তু এই কিছু না বলাকেই তাহার পক্ষ হইতে অনুমতি মনে করা যাইবে না। কোন ঘরে চার জনকে দাওয়াত দেওয়ার পর তাহাদের সঙ্গে যদি পঞ্চম ব্যক্তিও

যাইয়া হাজির হয় তবে গৃহকর্তা ভদ্রতার খাতিরে কিছু না বলিলেও তথায় ঐ পঞ্চম ব্যক্তির আহার হারাম হইবে।

আট

অনেক সময় দেখা যায়, কোন ব্যক্তি হয়ত ঠাট্টা-কৌতুকের ছলেই অপর কাহারো কোন জিনিস লইয়া লয়। কিন্তু পরে সত্য সত্যই উহা আর ফেরৎ দেওয়া হয় না। এই জিনিসের মালিক ভদ্রতার খাতিরে কিছু না বলিলেও তিনি হয়ত সন্তুষ্টিচ্ছে উহার দাবী ত্যাগ করেন না। সুতরাং এইভাবে কাহারো জিনিস নেওয়া হারাম।

নয়

সাধারণতঃ কাহারো ইন্তেকালের পর তাহার অর্থ হইতে খরচ করিয়া গরীব-মিসকীনকে দাওয়াত করিয়া খাওয়ানো হয় এবং তাহার কাপড়-চোপড় ইত্যাদি দান করিয়া দেওয়া হয়। মৃতের ত্যাজ্য সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করিবার পূর্বে এইভাবে খরচ করা ঠিক নহে। ওয়ারিশদের মধ্যে অনেক নাবালেগ থাকে, আর বালেগদের মধ্যে সকলে হয়ত সেই সময় উপস্থিত থাকে না। ওয়ারিশদের যৌথ মালিকানার সম্পদ হইতে সকলের অনুমতি ছাড়া খরচ করা জায়েজ নহে। আর নাবালেগের অনুমতি এবং অন্য সকলের রেওয়াজী অনুমতির কোন মূল্য নাই। ফরায়েজ অনুযায়ী সকলের অংশ বুঝাইয়া দিবার পর ওয়ারিশগণ ষেষায় নিজের অংশ হইতে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ইসালে ছাওয়াবের জন্য খরচ করিতে কোন বাঁধা নাই। তবে কোন নাবালেগ খুশি মনে নিজের অংশ হইতে খরচ করার অনুমতি দিলেও তাহার অনুমতি গ্রহণযোগ্য নহে।

দশ

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ওয়ারিশগণ মৃতের করজ আদায় না করিয়াই তাহার ত্যাজ্য সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইতেছে। ইহা মাইয়েতের উপর অনেক বড় ভূলুম। করজের দায়ে মাইয়েতকে আখেরাতের জবাবদিহি করিতে হইবে।

শরীয়তের বিধান হইল, মৃতের ত্যাজ্য সম্পদ হইতে প্রথমে তাহার

কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হইবে। অতঃপর তাহার কোন করজ থাকিলে উহা পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা মৃতের কোন অসিয়ত থাকিলে উহা পূরণ করা হইবে এবং সব শেষে দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে যথাযথভাবে বন্টন করিতে হইবে। মৃতের করজ যদি তাহার ত্যাজ্য সম্পদ হইতে বেশী অথবা বরাবর হয় তবে ওয়ারিশগণ কিছুই পাইবে না, ইহাই শরীয়তের বিধান।

কোন কোন ক্ষেত্রে মৃতের করজ আদায় করিলেও তাহার অসিয়তের উপর আমল করা হয় না। অথচ করজ আদায়ের পর অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশের উপর অসিয়ত করা তাহার ধর্মীয় অধিকার। সুতরাং তাহার অধিকার থাকিলে উহা বাস্তবায়ন করা ওয়ারিশদের উপর ওয়াজিব। তাহার অসিয়ত পূরণ করিবার পরও যদি কিছু সম্পদ অবশিষ্ট থাকে তবে উহা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া লইবে।

মৃতের দাফন-কাফন ও করজ আদায়ের পর যেই সম্পদ অবশিষ্ট থাকিবে ঐ সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারাই মৃতের অসিয়ত পূরণ করা হইবে। উহার অধিক ওয়াজিব নহে। এমনিভাবে শরীয়তের খেলাফ কোন অসিয়ত পূরণ করাও ওয়ারিশদের উপর ওয়াজিব নহে।

যদি কেহ দশ হাজার টাকা কোন মসজিদ বা মাদ্রাসায় দান করার অসিয়ত করিয়া যায় তবে তাহার দাফন-কাফন ও করজ আদায়ের পর উদ্ভৃত সম্পদের এক তৃতীয়াংশের পরিমাণ যদি দশ হাজার অঙ্কের ভিত্তির হয় তবে অবশ্যই তাহার অসিয়ত পূরণ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে মৃতের অসিয়ত পূরণ না করিয়া ঐ অর্থ নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া নাইলে ওয়ারিশগণ গোনাহগর হইবে। পক্ষান্তরে টাকার পরিমাণ যদি দশ হাজারের কম হয় এবং বালেগ ওয়ারিশগণ যদি স্বেচ্ছায় নিজেদের অংশ হইতে উহা পূরণ করিয়া দিতে সম্মত না হয় তবে যেই পরিমাণ আছে সেই পরিমাণই মসজিদ বা মাদ্রাসায় দান করিয়া দিবে।

ফায়দা

মৃতের জিম্মায় যদি কোন করজ না থাকে তবে দাফন-কাফনের পর উদ্ভৃত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা মরহমের অসিয়ত পূরণ করা ওয়ারিশদের

উপর ওয়াজিব। অথচ আজ-কাল নিচৰ প্রথা রক্ষা ও নাম কামাইবার উদ্দেশ্যে মৃতের জন্য ইসালে ছাওয়াবের নামে ডেক-ডেকচি জড়ে করা হয়, কিন্তু মৃতের জায়েজ অসিয়ত অপূর্ণই থাকিয়া যায়। এইভাবে মৃতের হক নষ্ট করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নহে।

অনেকের উপরই হজ্জ ফরজ হয় কিন্তু তাহারা সৃষ্টি জীবনে অবহেলা করিয়া হজ্জ আদায় করেন না। অতঃপর বিবিধ রোগ-ব্যাধি ও বার্ধক্যজনিত কারণে এতটা দুর্বল হইয়া পড়েন যে, তখন ইচ্ছা থাকিলেও শারীরিক কারণে হজ্জের ছফর করিতে পারেন না। অবশ্যে একদিন হজ্জ না করিয়াই দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকেই হজ্জের ব্যাপারে অসিয়ত করিয়া যান যে, আমার ইন্তেকালের পর আমার অর্থ দ্বারা ‘বদলী হজ্জ’ করাইয়া লইবে। ইন্তেকালের পর মাইয়েতের কোন করজ থাকিলে উহা আদায়ের পর অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা মাইয়েতের নামে বদলী হজ্জ আদায়ের ব্যবস্থা করা ওয়ারিশদের উপর ফরজ। এই ক্ষেত্রে কোন কোন ওয়ারিশ অর্থ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে মক্তা বা মদীনায় অবস্থানরত কোন ব্যক্তি দ্বারা সামান্য কয়েক রিয়ালের বিনিময়ে বদলী হজ্জ আদায় করাইয়া লন। এইভাবে পয়সা বাঁচাইয়া উহা নিজে ভোগ করা হারাম এবং ইহাতে মরহমের অসিয়তও আদায় হইবে না। কারণ এইভাবে বদলী হজ্জ করানো বিধিসম্মত নহে।

পিতার সহিত সন্তানের মোহাবুতের দাবী হইল, পিতা অসিয়ত না করিলেও তাহার ত্যাজ্য সম্পদ হইতে তাহার নামে বদলী হজ্জ আদায় করা এবং ত্যাজ্য সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা যদি হজ্জ সম্ভব না হয় তবে স্বেচ্ছায় নিজেদের পক্ষ হইতে উহার আয়োজন করা। পক্ষান্তরে পিতার অসিয়ত থাকা সন্ত্রেও যদি তাহার নামে হজ্জ করা না হয় তবে উহা পিতার প্রতি জুলুম ছাড়া আর কিছুই নহে।

বাদার হকের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া সকলের জন্যই ফরজ। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ব্যাপারে অবহেলা করা হইতেছে। মানুষ খবরই রাখে না যে, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার বিভিন্ন পর্যায়ে কোথায়, কিভাবে এবং কাহার হক নষ্ট করা হইতেছে বা উহা আদায়ের উপায়ই বা কি? উপরের সুনীর্ঘ আলোচনায় এই সকল বিষয়ে আমরা পাঠক বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করিয়াছি। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে আমল করার তওফীক দান করুন।

একটি ভুল ধারণার অবসান

সমাজের এক শ্রেণীর লোকের ধারণা হইল, হজ্জ করিলে সকল গোনাহ মাফ হইয়া যায়। এই ধারণার সপক্ষে তাহারা যেই হাদীসটি পেশ করিয়া থাকে উহা হইল— নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোয়দালিফায় বান্দার হক মাফ হওয়ার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দোয়া কবুল হইয়াছিল। সুতরাং মানুষের হক আদায় করা জরুরী নহে (নাউযুবিল্লাহ)। হাদীসে পাকের এই অর্থ গ্রহণ করা স্বেচ্ছ নফস ও শয়তানের ধোকা ছাড়া আর কিছুই নহে।

এক হাজী সাহেবের সঙ্গে আমার মাঝে মধ্যে সাক্ষাত হইত। হাজী সাহেবের অনেক বন্ধু-বান্ধব তাহার নিকট টাকা পাইত। এই প্রসঙ্গে আমি তাহাকে সতর্ক করিয়া বলিলাম, মানুষের হায়াত-মউত্তের কোন ঠিক-ঠিকানা নাই। বয়স হইয়াছে, কখন মৃত্যুর পরওয়ানা আসিয়া হাজির হয়; আপনি মানুষের হকসমূহ আদায় করিয়া ফেলুন। একদিন তিনি আমার কথার উভ্রে বলিলেন, মোয়দালেফায় অবস্থান করিয়া দোয়া করিলে সকল হক ক্ষমা হইয়া যায়। আমি বলিলাম, আপনি হাদীসের অর্থ ভুল বুঝিয়াছেন। হাদীসের অর্থ এই নহে যে, হজ্জ করিলেই বান্দার সকল হক ক্ষমা হইয়া যায়। যদি এইরূপই হইত তবে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-গণ বিশেষতঃ ঐ সকল ছাহাবাগণ যাহারা স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ আদায় করিয়াছেন তাহারা আর মানুষের হক আদায়ের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিতেন না। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরামগণ হাদীসে পাকের এই অর্থ করেন নাই যে, জানিয়া-শুনিয়া মানুষের হক নষ্ট করিবার পর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উহার ক্ষতিপূরণ কিংবা ক্ষমা চাহিয়া দায়মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই। ছাহাবায়ে কেরামগণের পরবর্তী যুগ হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত কোন মোহাদ্দেস, ইমাম, মোজতাহিদ এবং কোন মাজহাবের কোন ফকীহ বা মূফতী এই কথা বলেন নাই যে, বান্দার হক ও জুলুম হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য মৃত্যুর পূর্বে একবার হজ্জ করিয়া লইলেই চলিবে। অতঃপর আর উহার ক্ষতিপূরণ, করজ পরিশোধ কিংবা ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন হইবে না। যদি কোন জাহেল হাদীসের এই অর্থ বুঝিয়া থাকে যে, আজীবন বান্দার হক তথা জুলুম-অত্যাচার ও

আত্মসাহ করিয়া মৃত্যুর পূর্বে একবার হজ্জ করিয়া লইলেই সকল কিছু পাক-ছাফ হইয়া যাইবে; তবে সে মারাত্মক ভুল করিতেছে। এমন বিধান থাকিলে তো প্রতি বছর মানুষ ছুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খেয়ানত, ধার-করজ ইত্যাদি উপায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চাহ করিয়া বছর শেষে লাখ থানেক টাকা খরচ করিয়া আখেরাতের আজাব হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ উপরোক্ত হাদীসের উচ্চিয়ায় বিনা শ্রমে বছরে হাজার হাজার টাকা মুনাফা করা যাইবে এবং পরকালের জবাবদিহির ব্যাপারেও কোন দুষ্ক্ষিণ্য করিতে হইবে না। এই হইল শয়তানের কাজ। দুনিয়াতে মানুষ যে যেই লাইনে থাকে শয়তান তাহাকে সেই লাইনেই ধোকা দেয়। যেই ব্যক্তি ধন-সম্পদ ও তোগ-বিলাসে আগ্রহী তাহাকে সেই পথে রাখিয়াই ধোকা দেয়, যাহারা শরীয়তের হকুম-আহকাম মানিয়া চলিতে চায় তাহাদিগকে সরাসরি আল্লাহর নাফরমানীর কথা না বলিয়া বরং কোরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা বুঝাইয়া দ্বিনের ছুরতেই বিপথগামী করে।

যেই হাদীসটিকে কেন্দ্র করিয়া উপরোক্ত অপব্যাখ্যা ও বিভাস্তি সৃষ্টি করা হইয়াছে সেই হাদীসটি হইল; নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করিলেন, হে আমার রব! যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে মজলুমকে জামাত দান করুন এবং জালেমকে ক্ষমা করিয়া দিন। এই দোয়া আরাফাতে কবুল হয় নাই। অতঃপর সকালে মোয়দালেফায় যখন পুনরায় সেই দোয়া করিলেন তখন উহা কবুল হইল।

ছুনানে ইবনে মাজাতে হাদীসটি এইভাবে উল্লেখ আছে-

قَالَ أَئِنْ شَاءَ رَبُّ إِنْ شَاءَ أَعْطَيَتِ الظَّلُومَ مَمَنْ أَجَحَّهُ وَغَفَرَ لَهُ
لِلظَّالِمِ فَلَمْ يُجْبِ عَشِّيَّةً فَلَمَّا أَصْبَحَ يَالْمَذَلَّةَ أَعَادَ الدُّعَاءَ
فَأَجْبَيْتَ إِلَى مَسَأَلَ طَ

হাদীসের অর্থ আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে কোথাও এই কথা বলা হয় নাই যে, যেই ব্যক্তি হজ্জ করিবে তাহার জিমায় মানুষের যত হক আছে, যত জুলুম ও করজ করিয়াছে— অর্থাৎ যাবতীয় হকুল এবাদ ঐ এক হজ্জ দ্বারাই ক্ষমা হইয়া যাইবে এবং আখেরাতে এই বিষয়ে তাহাকে কোন প্রকার

জবাবদিহি করিতে হইবে না।

হাদীসে পাকে শুধু এই কথা বলা হইয়াছে যে, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের নিকট দোয়া করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাক যদি ইচ্ছা করেন তবে নিজের পক্ষ হইতে মজলুমকে জারাত দিয়া দিবেন এবং জালেমকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। অর্থাৎ ইহাও আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে এই অনুগ্রহ করিবেন, ইচ্ছা না হইলে করিবেন না।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ مَا دُرِّتَ بِهِ وَيَعْفُرُ مَا تَحْكَمَ لِنَّ يَسَّأْ

অর্থঃ নিচ্য আল্লাহ্ ক্ষমা করিবেন না তাঁহার সহিত শরীক স্থির করাকে এবং এতদ্বয়ীত অন্যান্য যাবতীয় পাপ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

হাদীসে এমন বলা হয় নাই যে, আল্লাহ্ পাক মজলুমকে নিজের পক্ষ হইতে যাবতীয় হক দান করিয়া জালেমকে অবশ্যই ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার উপরই সব কিছু নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিবেন, ইচ্ছা না করিলে ক্ষমা করিবেন না। সূত্রাং এই গ্যারান্টি কোথা হইতে পাওয়া গেল যে, একবার হজ্ব করিলেই মানুষের হক, করজ, জুলুম ইত্যাদি নির্তাবনায় ক্ষমা হইয়া যাইবে? আসলে হাদীস বিষয়ে যাহারা বিশেষ পারদশী তাহারাই উহার অর্থ ও মর্ম উপলক্ষ্য করিতে পারেন। উহা সকলের কাজ নহে। তদুপরি হাদীসের সনদও দেখিতে হইবে। আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারী হইলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন কেনান। তাহার সম্পর্কে ছুনানে ইবনে মাজার ঢীকাকার আল্লামা ইবনে সিন্ধি (রহঃ) জাওয়ায়েদে ইবনে মাজা হইতে নকল করেন, হযরত ইমাম বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন যে, তাহার বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধ নহে। হাফেজ ইবনে জাওয়ী আব্দুল্লাহ্ বিন কেনানার পিতা কেনান সম্পর্কে মন্তব্য বরিয়াছেন, তাহার হাদীস প্রত্যাখ্যাত। আর কেনানার কারণেই তিনি এ হাদীসকে ‘মওজু’ বা জাল হাদীসের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। হাদীসটি মওজু না হইলেও উহার সনদ দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই।

উপরোক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে এতসব সংশয় সন্দেহ ও দুর্বলতা

থাকা সত্ত্বেও উহারই ভিত্তিতে “মানুষের হক নষ্ট করিয়া একবার হজ্ব করিলেই সকল অপরাধ ক্ষমা হইয়া যাইবে” এমন বিশ্বাস করা নিষ্কর্ষ অঙ্গতা ও শয়তানের ধোকা ছাড়া আর কিছুই নহে। আর হাদীসের ভাগোরে কি ঐ একটি হাদীসই আছে, যেই হাদীসকে মোহাদ্দেসীনগণ ‘মওজু’ ও ‘জইফ’ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন? উহার পাশাপাশি মানুষের হক আদায়ের ব্যাপারে বর্ণিত অসংখ্য হাদীসের প্রতি কেন নজর দেওয়া হইতেছে না? মানুষের গীবত করা, অপবাদ দেওয়া, সন্ত্রমহানী করা, করজ আদায়ের ব্যাবস্থা না করিয়াই মৃত্যুবরণ করা— অর্থাৎ যে কোনভাবেই মানুষের উপর জুলুম করার ব্যাপারে বিশুদ্ধ হাদীস সমূহে যেই সকল সতর্কবাণী আসিয়াছে উহার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করিলে আখেরাতে কোন ক্রমেই মুক্তি পাওয়া যাইবে না। এতদ্বিষয়ে আমার লিখিত “হালাল উপার্জন ও মানুষের হক আদায়” শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

মুরীদের কর্তব্য

অনেক মুরীদকেই জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারে না যে, সে কি উদ্দেশ্যে মুরীদ হইয়াছে। সমাজের সর্বত্র আজ হজুগের এতই দাপট যে, পীর-মুরীদীও উহা হইতে রক্ষা পায় নাই। এখানেও মানুষ সকলের দেখাদেখি পীর ধরিতেছে। কি কারণে ও কি উদ্দেশ্যে মুরীদ হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলিতে পারে না। সে শুধু এতটুকুই বলিতে পারে যে, অমুক তরীকায় মুরীদ হইয়াছি। আরেক শ্রেণীর মুরীদের ধারণা হইল, পীর ছাহেব কেয়ামতের দিন তাহাদের জন্য সুপারিশ করিবেন, এই উদ্দেশ্যেই তাহারা পীরের হাতে বাইয়াত হয়। যেই পীর নিজেই শরীয়তের উপর আমল করে না, সে অপরের জন্য কি সুপারিশ করিবে?

পীরের হাতে বাইয়াত হওয়ার সময় যেই তওবা করা হয় উহা কবুল হওয়ার জন্য তওবার শর্তসমূহ এবং উহার আনুসংক্রিক বিষয়াদির উপর আমল করা জরুরী। তওবার যাবতীয় শর্তসমূহ পিছনে আলোচনা করা হইয়াছে। মুরীদ হওয়ার পরও যদি শরীয়তের হকুম মানিয়া না চলে, এবং যাবতীয় গোনাহ হইতে যেমন, হালাল-হারামের পরোয়া না করা, অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করা, নাজায়েজ কাজে অর্থ খরচ করা, মানুষের হক নষ্ট করা, আত্মসাঙ্গ করা

ইত্যাদি পাপাচার হইতে নিজেকে হেফাজত করা না হয় তবে মনে করিতে হইবে যে, সেই মুরীদ খাঁটি অন্তরে তওবা করে নাই অথবা পীর সাহেবে নিজেই একজন খাঁটি দুনিয়াদার। “গদীনশীন পীর” নামে খ্যাত এক শ্রেণীর মুখ পীর যাহারা বাপ-দাদার গদীর হাল ধরিয়া মিরাছ সূত্রে পীর হইয়াছেন তাহারা ঐ পীরালীকে নিছক অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। শরীয়ত ও আখেরাত সম্পর্কে তাহাদের সুস্পষ্ট কোন ধারণা নাই। এই শ্রেণীর পীরের হাতে বাইয়াত হইবার পর আখেরাতের চিন্তা ও ফিকির সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে দুনিয়ার মোহাবতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হকুম্বাহ ও হকুল এবাদ আদায়ের ব্যাপারেও তাহাদের অন্তরে কোন ফিকির পয়দা হয় না।

তাই সকল! মুরীদ হওয়ার পূর্বে এমন হকানী পীর তালাশ করিতে হইবে যিনি শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসারী, দুনিয়ার প্রতি একেবারেই নিরুৎসাহী, আল্লাহর নাফরমানী ও পাপ যাহাকে স্পর্শ করে না এবং যাহার স্পর্শে আসিলে আখেরাতের ফিকির বৃদ্ধি পাইয়া পাপের প্রতি সৃষ্টি হয় ঘৃণা। যেই পীরের ছোহবতে আসিলে নেক আমলের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, হারাম কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া বাল্দার হক আদায়ের প্রতি মনোযোগ এবং শরীয়তের বিধান মানিয়া চলার আগ্রহ সৃষ্টি হয় তিনিই হকানী পীর। পক্ষান্তরে যদি কোন পীর মানুষকে মুরীদ করে বটে কিন্তু নিজে শরীয়তের আহকাম ও বাল্দার হকের প্রতি কোন খেয়াল না করে অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনে সে আল্লাহ পাকের নাফরমানী হইতে পবিত্র না হয়, তবে সে মানুষকে মুরীদ করার উপযুক্ত নহে। এমন পীর হইতে দূরে থাকা ওয়াজিব

তৃতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ে তওবার ফাজায়েল এবং উহার দ্বীনী
ও দুনিয়াবী উপকারিতা ও বিশেষ বিশেষ
মুহূর্তের বিবরণ পেশ করা হইয়াছে।

পূর্ব কথা

তওবা অর্থ আল্লাহ পাকের দিকে রঞ্জু হওয়া আর এন্টেগফার অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা। অতীতের গোনাহ-খাতা ও ক্রটি-বিচুতির জন্য মনে মনে লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে যাবতীয় পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকিবার দৃঢ় অঙ্গীকার করা। ইহাই তওবার মূল কথা। আর আত্মসংশোধনের উপায় অবলম্বন এবং হকুল্লাহ ও হকুল এবাদ আদায় করা ইত্যাদি হইল তওবার আনুসঙ্গিক উপাদান। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

হাদীসে পাকের বিবরণে জানা গিয়াছে যে, বেশী বেশী এন্টেগফার করা আল্লাহ পাকের নিকট অনেক পছন্দনীয়। তওবা দ্বারা গোনাহ ক্ষমা হওয়া ছাড়াও দ্বিনি ও দুনিয়াবী অনেক ফায়দা রহিয়াছে। হজুরে কলবী ও মনের একাগ্রতা ছাড়া অবচেতন মনে শুধু মুখে মুখে এন্টেগফার করিলেও উহা ফায়দা হইতে খালি নহে। বেশী বেশী এন্টেগফার করিলে এক দিকে আল্লাহ পাকের জিকির এবং অপর দিকে এন্টেগফার- এই উভয় ফায়দা পাওয়া যাইবে।

এন্টেগফার করা

হাদীস-২০

وَعَنْ أُمٍّ عِصْمَةَ الْعَوْصِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَاتَلَ قَاتَلَ
 سَرْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ مُسْلِمٌ يَعْمَلُ
 ذَنْبًا إِلَّا وَقَاتَلَ الْمَلَكُ ثَلَثَ سَاعَاتٍ فَإِنْ اسْتَغْفَرَ مِنْ ذَنْبِهِ
 كُمْ يَكْبِدُهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থঃ হ্যরত উম্মে ইসমাতা রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহা হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন মুসলমান গোনাহ করে তখন (গোনাহ লেখার কাজে নিয়োজিত) ফেরেন্টা কিছু সময় অপেক্ষা করে, এই সময় যদি এন্টেগফার করা হয় তবে

ঐ গোনাহ্ তার আমলনামায় আর লেখা হয় না এবং ঐ গোনাহের কারণে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তাহাকে আজাব দিবেন না।

— মুসতাদরাকে হাকিম

ব্যাখ্যা— উক্ত হাদীসে আল্লাহ্ পাকের অসীম রহমতের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। যখন কোন মুসলমান গোনাহ্ করে তখন উহা লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত ফেরেন্টা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দেখে যে, সে তওবা করে কি—না যদি সে তওবা করে তবে ফেরেন্টা তাহার ঐ গোনাহ্ লিপিবদ্ধ করে না। সুতরাং কেয়ামতের দিন ঐ গোনাহ্ পেশ করা হইবে না। এবং শাস্তিও দেওয়া হইবে না। আল্লাহ্ পাকের কত বড় মেহেরবানী যে একটি নেক আমল করা হইলে উহা দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া দশটি নেকী লেখা হয় আর একটি বদ আমল করিলে মাত্র একটি গোনাহ্ লেখা হয়। তাহাও আবার বদ আমল করার সঙ্গে সঙ্গেই লেখা হয় না। বান্দার এন্টেগফারের জন্য অপেক্ষা করা হয়। যদি এন্টেগফার করা হয় তবে ঐ গোনাহ্ আদৌ লেখা হয় না। এমনিভাবে ছগীরা গোনাহসমূহ নেক আমলের বিনিময়ে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। আর কবীরা গোনাহ্ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য আল্লাহ্ পাকের তওবার দরজা সকল সময়ই খোলা আছে। আল্লাহ্ পাক বড় দয়ালু ও ক্ষমাকারী। তাহার রহমত ও দয়ার কথা জানিবার পরও তওবা না করিয়া মৃত্যুবরণ করা বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা।

আমলনামায় এন্টেগফার

হাদীস—২১

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُشْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ حَافِظٍ لِيْنَ يَنْفَعُ إِلَى اللَّهِ فِي يَوْمٍ فَتَبَارَكَ اللَّهُ وَتَعَالَى فِي أَذْلِ الصَّحِيفَةِ اسْتِغْفَارًا أَخْرِهَا اسْتِغْفَارًا إِلَّا قَالَ تَبَارَكَ اللَّهُ وَتَعَالَى مَدْعَفَرُ لِعَبْدِي مَابَيْنَ طَرَفَيِ الصَّحِيفَةِ كَثِيرًا ۔

অর্থঃ হ্যরত আব্দুল্লাহ বিন বুছরি রাজিয়াল্লাহ্ তায়ালা আনহ হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তির অবস্থা অনেক উত্তম, যে কেয়ামতের দিন নিজের আমলনামায় প্রচুর এন্টেগফার পাইবে। — ইবনে মাজা।

ব্যাখ্যা: এই হাদীসে বেশী বেশী এন্টেগফার করার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে এবং যেই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন নিজের আমলনামায় অধিক সংখ্যায় এন্টেগফার পাইবে তাহার উত্তম পরিণতির সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। বেশী বেশী এন্টেগফার করিলে নেক আমলে নিরুৎসাহ ও দুর্বলতা দূর হইয়া তদস্থলে অগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি হয় এবং গোনাহখাতা ক্ষমা হয়। সুতরাং এন্টেগফার দ্বারা উত্তম পরিণতি হওয়াই স্বাভাবিক। আর প্রকাশ থাকে যে, যেই ব্যক্তি দুনিয়াতে বেশী বেশী এন্টেগফার করিবে সেই ব্যক্তিই কেয়ামতের দিন তাহার আমলনামায় বেশী বেশী এন্টেগফার দেখিতে পাইবে।

আমলনামার শুরু ও শেষে এন্টেগফার

হাদীস—২২

وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ حَافِظٍ لِيْنَ يَنْفَعُ إِلَى اللَّهِ فِي يَوْمٍ فَتَبَارَكَ تَبَارَكَ اللَّهُ وَتَعَالَى فِي أَذْلِ الصَّحِيفَةِ اسْتِغْفَارًا أَخْرِهَا اسْتِغْفَارًا إِلَّا قَالَ تَبَارَكَ اللَّهُ وَتَعَالَى مَدْعَفَرُ لِعَبْدِي مَابَيْنَ طَرَفَيِ الصَّحِيفَةِ

অর্থঃ হ্যরত আনাস রাজিয়াল্লাহ্ তায়ালা আনহ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের আমলনামা লেখায় নিয়োজিত দুই ফেরেন্টা যখন কোন বান্দার আমলনামা পেশ করে আর ঐ আমলনামার শুরু ও শেষে এন্টেগফার থাকে তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, আমি আমার বান্দার আমলনামার শুরু ও শেষের মধ্যবর্তী বিষয়সমূহ ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। — বাজ্জার

ব্যাখ্যা: মানুষের পাপ—পূণ্য লেখায় নিয়োজিত ফেরেন্টাদ্বয় ফজর ও আছরের সময় তাহাদের কর্মকাল পরিবর্তন করে। ফজরের সময় রাতের ফেরেন্টা চলিয়া যায় এবং দিনের ফেরেন্টা আগমন করে। এমনিভাবে আছরের সময় দিনের ফেরেন্টা চলিয়া যায় এবং রাতের ফেরেন্টা আগমন করে। ফেরেন্টাগুণ যখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে বান্দাদের আমলনামা পেশ করে তখন যেই সকল

বান্দার আমলনামার শুরু ও শেষে এস্তেগফার থাকে আল্লাহ্ পাকের এরশাদ অনুযায়ী তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়, যদিও ঐ আমলনামার মধ্যবর্তী স্থলে গোনাহ থাকে। ইহা আল্লাহ্ পাকের কত বড় এহ্সান যে, আমলনামার শুরু ও শেষের এস্তেগফারের উচ্চিলায় মাঝখানের সকল গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। আর যাহারা সকাল সন্ধ্যায় এস্তেগফার করিয়া থাকে তাহাদের আমলনামার শুরু ও শেষে এস্তেগফার লেখা হয়।

এস্তেগফারের সূফল

হাদীস-২৩

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بِالصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعَزَّزَ تِلْكَ يَارَبِّي لَا أَبْرُخُ أُغْوَى عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْضُ وَاحْمَمْ فِي أَجْسَادِهِمْ فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعَزَّزَ تِي وَجَلَلَيْ وَأَنْتَ تَفَاعِلُ مَكَانِي لَا آتَرَ الْأَعْفُرُ لَهُمْ مَا شَتَّفْتُمْ وَلِي

অর্থঃ হযরত আবু বকর ছিদ্রীক রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি এস্তেগফার করিতে থাকে সে ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হইবে না যাহার বারংবার গোনাহ করে; যদিও সে একদিনে সন্তুরবার গোনাহ করে।

- তিরমিজী, আবু দাউদ।

ব্যাখ্যাঃ বস্তুতঃ পাপ ও গোনাহ হইল মানুষের জন্য অভিশাপ ও আজ্ঞাবের কারণ। আর একই পাপ বার বার করা যেন আল্লাহ্'র সঙ্গে বিদ্রোহের নামান্তর। এই কারণেই ওলামায়ে কেরামগণ লিখিয়াছেন, কোন ছগ্নীরা গোনাহ যখন বার বার করা হয় তখন উহাও কবীরা গোনাহে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু যেই ব্যক্তি নিয়মিত তওবার ছেলেছেলো জারী রাখে সে বারংবার গোনাহকরী বলিয়া গণ্য হয় না। উপরোক্ত হাদীসে এই বিষয়টির প্রতিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। এখানে অপর যেই বিষয়টি বিবৃত হইয়াছে তাহা হইল- কীয় অপরাধের উপর বার বার লজ্জিত হইয়া এস্তেগফার করিতে থাকিলে ক্রমে গোনাহের অভ্যাসও ছুটিয়া যাইবে। কারণ, বার বার এস্তেগফারের পর গোনাহের পুনরাবৃত্তি করিতে নিজের কাছেও লজ্জাবোধ হইতে থাকিবে। আর

বান্দা যখন এস্তেগফার করিতে থাকিবে তখন আল্লাহ্ পাকও তাহাকে সাহায্য করিবেন।

আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিতে থাকিব

হাদীস-২৪

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعَزَّزَ تِلْكَ يَارَبِّي لَا أَبْرُخُ أُغْوَى عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْضُ وَاحْمَمْ فِي أَجْسَادِهِمْ فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعَزَّزَ تِي وَجَلَلَيْ وَأَنْتَ تَفَاعِلُ مَكَانِي لَا آتَرَ الْأَعْفُرُ لَهُمْ مَا شَتَّفْتُمْ وَلِي

অর্থঃ আবু ছাসিদ খুদরী রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই শয়তান বলিয়াছে যে, হে রব! তোমার ইঞ্জতের কসম! তোমার বান্দাদের দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে আমি তাহাদিগকে প্রতারিত করিতেই থাকিব। উত্তরে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিলেন, আমার ইঞ্জত-সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার কসম! বান্দা যতক্ষণ আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে থাকিব।

ব্যাখ্যাঃ শয়তান মানুষের অনেক বড় শক্র। সে সর্বদা মানুষকে বিপথগামী করিয়া দোজখে নিষ্কেপের ফিকিরে লাগিয়াই আছে। যখন আল্লাহ্ পাক তাহাকে দরবার হইতে বহিকার করিয়া 'মালাউন' (অভিশঙ্গ) আখ্যা দিলেন তখন সে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার সুযোগ প্রার্থনা করিল। তাহার প্রার্থনা কবুল করিবার পর সে বলিল, আমি আদম সন্তানকে সত্যের পথ হইতে প্রতারিত করিয়া বিপথগামী করিব। শয়তান তাহার কথা রক্ষা করিয়াছে। তাহার অসংখ্য অনুচর দ্বারা আদম সন্তানকে ধোকা দিয়া বিপথগামী করিতেছে। শয়তান কখনো তাহার নিজের কাজে অবহেলা করিতেছে না। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় এই যে, মানুষ নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে চিরশক্ত শয়তানের ফাঁদে পড়িয়া আল্লাহ্'র মাফরমানীতে লিঙ্গ হইতেছে।

শয়তান যখন আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিল যে, মানুষের দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ আমি তাহাদিগকে ধোকা দিতেই থাকিব; তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করিলেন, আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে থাকিব যতক্ষণ তাহারা এস্তেগফার করিতে থাকিবে।

শয়তান প্রথমতঃ মানুষকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিতেই বাঁধা প্রদান করে। সে চায় মানুষ যেন কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়া চির জাহানার্থী হয়। আর মুসলমানদিগকেও কুরুরীতে লিঙ্গ হইতে ধোকা দিতে থাকে। যদি উহা সম্ভব না হয় তবে অস্ততঃ ছগীরা ও কবীরা গোনাহে অবশ্যই লিঙ্গ করাইয়া ছাড়ে। সুতরাং মানুষের করণীয় হইল, নিজের লাভ লোকসানের কথা চিন্তা করিয়া চিরশক্তি শয়তানের ধোকায় কর্ণপাত না করা। যদি কখনো কোন অপরাধ হইয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করা, যেন শয়তান গোনাহ্গারের ক্ষমাপ্রাপ্তি দেখিয়া অপমানিত হইয়া ঝুলিতে থাকে।

আস্ত্রঙ্গদ্বির জন্য এস্তেগফার

হাদীস-২৫

وَعَنِ الْأَغْرِيِّ الْمُرِّ نِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ عَلَى قَلْبِيْ وَإِنِّي لَا سُتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

অর্থঃ হ্যরত আগার আল মাজানী রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আমার অস্তরেও কলুষতা আসিয়া পড়ে এবং নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ পাকের দরবারে দৈনিক একশত বার অবশ্যই তওবা করি। – মুসলিম

ব্যাখ্যাৎ হকানী ওলামা ও আরেফীনগণ উপরোক্ত হাদীসে নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি “আমার অস্তরেও কলুষতা আসিয়া পড়ে” এর বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। উহার একটি হইল জেহাদের তদারক এবং উশ্মতের কল্যাণ ও ভালাই’র প্রতি দৃষ্টিদানের কারণে আল্লাহ পাকের উপর হইতে দিলের তাওয়াজহ’ তে যেই সামান্য ব্যবধান ও দূরত্ব সৃষ্টি হইত

উহাকেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘কলুষতা’ দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জেহাদের এন্তেজাম, যুদ্ধ পরিচালনা এবং উশ্মতের তালাই’র প্রতি দৃষ্টি দান করা, ইহাও বড় এবাদত বটে। কিন্তু এই সকল বিষয়ে আত্মনিয়োগ করার কারণে একগ্রাতার সহিত আল্লাহ পাকের শরণের মধ্যে যেই সামান্য বিষয় সৃষ্টি হইল– উহাকেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের জাত বহির্ভূত অপর বস্তুর ‘কলুষতা’ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। উহাকে দূর করার জন্যই তিনি এস্তেগফার করিতেন।

রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের সম্পর্কে এরশাদ করিতেছেন যে, আমার অস্তরে কলুষতা আসিয়া পড়ে এবং আমি উহাকে এস্তেগফার দ্বারা ঘোত করিয়া পরিষ্কার করি, তখন আমাদের নিজেদের এস্তেগফারের ব্যাপারে কতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত? আমরা তো সদা-সর্বদা গোনাহের সম্মুদ্রে আকর্ষণ নিমজ্জিত। সুতরাং নিয়মিত তওবা ও এস্তেগফারে নিমগ্ন থাকা আমাদের জন্য নেহায়েত জরুরী।

হাদীস-২৬

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُرْءَ مَنْ أَذَنَ اللَّهُ بِهِ كَانَتْ مُكْتَبَةً سُوْدَاءً فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ عُقْلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ تَابَتْ حَتَّى تَعْلُوَ أَقْلَبُهُ فَذَلِكُمُ الْأَرْدُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى : كَلَّا بَلْ رَبَّنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

অর্থঃ হ্যরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে মোমেন বান্দা যখন গোনাহ করে তখন তাহার অস্তরে একটি কালো দাগ সৃষ্টি হয়। অতঃপর যদি সে তওবা ও এস্তেগফার করিয়া লয় তবে তাহার অস্তর পরিষ্কার হইয়া যায়। পক্ষান্তরে যদি সে তওবা না করিয়া গোনাহের মধ্যেই লিঙ্গ থাকে তবে তাহার অস্তরের কালো দাগও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এমনকি অস্তরের উপর প্রাধান্য সৃষ্টি হইয়া যায়। অস্তরের এই

১১২

কালো দাগ সম্পর্কেই কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

كَلَّا بَلْ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۔

-না, কখনো এইরূপ নহে, বরং তাহাদের অন্তরসমূহ তাহাদের (গহিত) কার্যকলাপের মরিচা ধরিয়াছে। - আহমদ, তিরমিজী, ইবনে মাজা

ব্যাখ্যাঃ হয়রত আগার মাজানী রাজিয়াল্লাহ আনহ বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা যায়, গায়রস্ত্বাহুর প্রতি মন নিবিষ্ট হওয়ার কারণে মনের মধ্যে কল্পতা সৃষ্টি হয়। আর হয়রত আবু হোয়ায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহুর রেওয়ায়েত দ্বারা জানা গেল যে, পাপের কারণে অন্তরে মরিচা পয়দা হয়। দিলের কল্পতা ও মরিচা দূর করার জন্য নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এন্টেগফারের কথা বলিয়াছেন। এন্টেগফারই হইল অন্তরকে কল্পুষ্মুক্ত করার একমাত্র চিকিৎসা। সর্বাবস্থায় অন্তরকে পাপের কালিমা হইতে পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরী। সুতরাং যদি কখনো কোন গোনাহ হইয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লওয়া আবশ্যিক। যাহারা তওবা ও এন্টেগফার করে না, গোনাহ করিতে করিতে তাহাদের অন্তরে পতন ঘটে। অতঃপর অন্তরে আর পাপের অনুভূতিও থাকে না। মানবাত্মার এই বিপর্যয় চরম দুর্ভাগ্যের আলামত।

মানুষের সঙ্গে বেশী মিলামিশা ও গল্প গুজবে মাতিয়া থাকা, বিশেষতঃ ফাসেক, ফাজের ও গোনাহগারদের সঙ্গে বেশী উঠা বসা করাই আত্মার পবিত্রতা বিনষ্টের অন্যতম কারণ। তাই সাধারণ মানুষের আড়তা ও সমাবেশ হইতে দূরে থাকা ভাল।

ছফরের হালাতে বা অন্য কোন কারণে যদি একান্তই মানুষের সঙ্গে বসিতে হয় তবে এন্টেগফারে মশগুল থাকিবে। এবং কথাবার্তা ও আলোচনা হইতে ফারেগ হওয়ার পরও এন্টেগফার জারী রাখিবে যেন দিলের উপর পতিত যাবতীয় বদ আছের দূরীভূত হইয়া যায়।

আমলের পরিঞ্জনির জন্য এন্টেগফার

হাদীস-২৭

وَعَنْ حُدَّدٍ يُقَاتَهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ ذَابَ السَّابِ
عَلَى أَهْلِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ خَشِيتُ أَنْ يُدْخِلَ لِسَانِي
الثَّارَ قَالَ: أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ؟ إِنِّي لَا سَعْفَرُ اللَّهَ فِي
الْيَوْمِ مَا شَرَّتْ

অর্থঃ হয়রত আবু হোয়ায়ফা রাজিয়াল্লাহ আনহ বলেন, আমি আমার ঘরের লোকদের সঙ্গে অকথ্য তাষায় কথা বলিতাম। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, আমার জবান আমাকে দোজখে প্রবেশ করাইয়া না দেয়। তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি এন্টেগফার হইতে দূরে থাক কেন? আমি আল্লাহ পাকের দরবারে দৈনিক একশতবার এন্টেগফার করি।

- মুসতাদারিকে হাকিম।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে জবানের এছলাহ ও সংশোধনের জন্য নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এন্টেগফার করিতে আদেশ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, এন্টেগফারের বহুবিধ উপকারিতার মধ্যে ইহাও একটি যে, উহা দ্বারা মানুষের আমল সংশোধন হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়।

হাদীস-২৮

وَعَنْ ثُوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُصْرَفَ مِنْ صَلَوَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَثَةَ دَوْ
قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ بَارِكْتَ يَا إِذَا أَحْبَلَ
وَالْأَكْرَاهِ -

অর্থঃ হয়রত ছাওবান রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহ হইতে বর্ণিত আছে যে,

তওবা-৮

নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ হইতে ফারেগ হইয়া তিনিবার এন্টেগফার হিসাবে এই দোয়া পড়িতেন-

اللَّهُمَّ أَنْتَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ كَيْفَ يَا ذَا الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ

- মুসলিম

হাদীস-২৯

عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَيْنِي دُعَاءً أُدْعُوبَ فِي صَلَاةٍ قَالَ تُلْهِمَ إِنِّي ظَاهِمٌ نَفْسِيْ طُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَعْفُ عنِ الدُّنْوَبِ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْهِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

হযরত আবু বকর ছিদ্বীক রাজিয়াল্লাহু অবহু বর্ণনা করেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহু। আমাকে এমন কোন দোয়া বলিয়া দিন যাহা আমি নামাজের মধ্যে প্রার্থনা করিব। এরশাদ হইল, তুমি এইরূপ বল-

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَاهِمٌ نَفْسِيْ طُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَعْفُ عنِ الدُّنْوَبِ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْهِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ -

অর্থঃ আয় আল্লাহু। আমি আমার প্রবৃত্তির উপর অনেক ভুলুম করিয়াছি, আর গোনাহসমূহকে কেবল তুমই ক্ষমা করিতে পার। সূতরাং তুমি স্থীর মাগফেরাত দ্বারা আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও এবং আমার উপর রহম কর। নিশ্চয় তুমই মেহেরবান ও ক্ষমাকারী

ব্যাখ্যাঃ হযরত ছাওবান রাজিয়াল্লাহু অনহুর বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের ছালাম ফিরাইয়া তিনিবার এন্টেগফার করিতেন। দৃশ্যতঃ এখানে এন্টেগফার করার কোন কারণ দেখা যায় না। ক্ষমা চাওয়ার মত কোন অপরাধও করা হয় নাই। নামাজ আদায়ের পর এন্টেগফার করা হইতেছে। আর এই নামাজও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সন্তা সাইয়েদুরুলসূল ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করিয়াছেন। যেই নামাজের খুশ-খুজু, এখলাস ও আন্তরিকতার মধ্যে কাহারো কোন সন্দেহ নাই।

অপর হাদীস হইতে জানা গেল যে, হযরত ছিদ্বীকে আকবার রাজিয়াল্লাহু অনহু যখন নামাজের মধ্যে পাঠ করার জন্য কোন দোয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন ছরওয়ারে আলম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে একটি দোয়া বলিয়া দিলেন। এই প্রসিদ্ধ দোয়াটি সম্পর্কে প্রায় সকলেই অবগত। অধিকাংশ নামাজের কিতাবে দোয়াটি উল্লেখ আছে। নামাজীগণ ইহাকে আন্তাহিয়াতু ও দুরদের পর পাঠ করিয়া থাকেন। এই দোয়াটির মাধ্যমে নামাজের ভিতর অর্থাৎ নামাজ শেষ হইবার পূর্বক্ষণে মাগফেরাত কামনা করার তালীম দেওয়া হইয়াছে। দোয়ার শুরুতেই বলা হইয়াছে “হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নফসের উপর অনেক জুলুম করিয়াছি।” কি আশ্চর্যের বিষয়! পড়া হইল নামাজ, আর তাহাও পড়িলেন স্বয়ং হযরত আবু বকর ছিদ্বীক রাজিয়াল্লাহু অনহু, অথচ নামাজের পর তিনি বলিতেছেন, আমি নিজের নফসের উপর জুলুম করিয়াছি। ইহার রহস্য কি? আসল ব্যাপার হইল আল্লাহু পাকের দরবার অনেক বড়। তাঁহার শান অনুযায়ী এবাদত করা বান্দার পক্ষে সম্ভব নহে। সূতরাং এবাদতের মধ্যে যাহা কিছু ক্রটি হয়, এন্টেগফার দ্বারা উহার তালাফী বা ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়। নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও নামাজের পর এন্টেগফার করিতেন। পবিত্র কোরআনে হজ্জের সময় আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পরও এন্টেগফার করিতে আদেশ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রেও হজ্জের যাবতীয় ক্রটির তালাফী হিসাবে এন্টেগফার করিতে বলা হইয়াছে।

আসলে আল্লাহু পাকের রেজামন্ডি হাসিলের পদ্ধতিই হইল এবাদত করিতে থাকা এবং সঙ্গে সঙ্গে এন্টেগফার করিতে থাকা। ছালেহীন ও আল্লাহওয়ালাগণ ঠিক ঐ তরীকায় এবাদত-বদ্দেগী করেন যাহা তাহারা নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত হইয়াছেন। গোনাহ করিবার পর তো সকলেই এন্টেগফার করে। আর আল্লাহওয়ালাগণ নবী ছাহাবীদের ন্যায় নেক আমল করিবার পরও এন্টেগফার করেন।

রাসূলপাক ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাইয়েদুল মাসুমীন বা শ্রেষ্ঠ নিষ্পাপ এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। তিনিই আল্লাহু পাকের সর্বাধিক প্রিয় বান্দা। আল্লাহু পাক তাঁহাকে যাহা দান করিয়াছেন, অপর কোন মাখলুককে উহা দান করেন নাই। এতদ্সত্ত্বেও তিনি সারাবাত্র নামাজের মধ্যে দৌড়াইয়া থাকিতেন, ফলে তাঁহার কদম মোবারক ফুলিয়া যাইত। আল্লাহর জমিনে

আল্লাহর দীনকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে তিনি অবিরাম মেহনত করিতেন।
তথাপি আল্লাহ পাক তাঁহাকে হকুম করিলেন-

فَسِّيْحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ لِلَّهِ كَانَ تَوَابًا

অর্থঃ তখন স্বীয় প্রতিপালকের তাস্বীহ ও তাহমীদ (প্রশংসা) করুন আর তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি অতিশয় তওবা করুকারী।

পেয়ারা নবী ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজ হইতেই বেশী বেশী এন্টেগফার করিতেন। তাঁহার অনুসরণ করা আমাদের সকলের কর্তব্য। নেক আমলের পাশাপাশি এন্টেগফার করিতে থাকা এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাস রাখা যে, আমরা যত এবাদত বন্দেগী করিতেছি, উহার মধ্যে অবশ্যই ক্রষ্টি-বিচুতি হইতেছে। আর বান্দার পক্ষে আল্লাহ পাকের শান মোতাবেক এবাদত করা কখনো সম্ভব নহে।

শেখ শাদী বলেন-

بِنِ رَحْمَانِ بِكَمْ تَقْصِيرِ خَوْلِشْ عَزْرِ بِدِ رَكَاهْ خَدَا أَوْرَدْ
وَرْنَهْ سَنْدَارْ خَرَاوِنِشْ حَسْ تَوَانْ كَجْبَا أَوْرَدْ

ভাবার্থঃ আল্লাহ পাকের পবিত্র জাতের শান অনুযায়ী এবাদত করিয়া কেহই স্বীয় দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে না। সুতরাং ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে সর্বদা আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের ক্রষ্টি-বিচুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে।

অজুর পরে এন্টেগফার করা

হাদীস-৩০

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الحُدَيْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُ لَكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كُتُبَ فِي رَأْقٍ ثُمَّ جُعِلَ فِي طَابِعٍ فَلَمْ يُكْسِرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ

অর্থঃ হযরত আবু ছাইদ খুদীরী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনন্দ হইতে বণ্টিত আছে, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি অজুর পর নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবে তাহার এই দোয়াকে একটি পাত্রে মোহর করিয়া আল্লাহ পাকের আরশের নীচে হেফাজত করিয়া রাখা হইবে। অতঃপর ক্ষেয়ামত পর্যন্ত ঐ মোহর ভাঙ্গা হইবে না। দোয়াটি এইঃ-

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُ لَكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ -

- তাবারানী, নাসাই

ব্যাখ্যাঃ অজু একটি নেক আমল উহা দ্বারা গোনাহ ক্ষমা হয়। নামাজ কবুল হওয়ার জন্য অজু শর্ত। বিনা অজুতে নামাজ শুন্দ হওয়ার কোন উপায় নাই। অজুর সময় হস্ত, পা, চোখ, কান ও নাক হইতে গোনাহসমূহ ঝরিয়া পড়ে। হাদীস শরীফেও উহার বিবরণ উল্লেখ আছে। এতদ্সত্ত্বেও অজুর পরে এন্টেগফারের তালীম দেওয়া হইয়াছে। অজুর মধ্যে যেই সকল ক্রষ্টি এবং সূর্যত ও মোস্তাহাবের খেলাফ আমল হইয়াছে, এন্টেগফার দ্বারা উহার ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়। অজুর পরে যখন কেহ উপরোক্ত দোয়া পাঠ করে তখন উহা লিপিবদ্ধ করতঃ মোহর লাগাইয়া আল্লাহর আরশের নীচে হেফাজত করিয়া রাখা হয়। ক্ষেয়ামতের দিন ঐ মোহর খোলা হইবে। সেই দিন উহা তাহার কাজে আসিবে। তাহার নাজাতের ছামান হইবে। হিসনে হাসীনের শরাহ ফজলে মুবীনে অজুর পরে অন্যান্য দোয়ার কথাও উল্লেখ আছে।

এন্টেজ্ঞার পরে এন্টেগফার

হাদীস-৩১

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন পায়খানা হইতে বাহিরে আসিতেন তখন **غُفرانك** পড়িতেন।

- তিরমিজী, ইবনে মাজা, দারেমী।

ব্যাখ্যা: এন্টেজ্ঞা হইতে ফারেগ হওয়ার পর বাইতুল খালার বাহিরে আসিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **غُفرانك** পড়িতেন, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। এখানেও প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এন্টেজ্ঞা করা কোন গোনাহ বা অপরাধ নহে, সূতরাং উহার পরে কেন ক্ষমা প্রার্থনা করা হইল? ওলামায়ে কেরাম এই প্রশ্নের একাধিক জবাব দিয়াছেন।

(১) পায়খানায় অবস্থান কালে মুখে আল্লাহ পাকের জিকির করা হয় নাই। তাই পায়খানা হইতে ফারেগ হওয়ার পর এন্টেগফার করিলে ঐ জিকিরবিহীন সময়ের ক্ষতিপূরণ হয়।

(২) আল্লাহ পাক মানুষকে খানাপিনার নেয়ামত দান করিয়াছেন। আহারের পর উহাকে পাকস্থলীতে হজম করাইয়া মল আকারে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেন এবং উহার প্রোটিন দ্বারা দেহকে সতেজ করেন। আল্লাহ পাকের এই সকল নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের ক্ষেত্রে যেই ত্রুটি হইয়াছে এন্টেগফার দ্বারা উহার তালাফী হইবে।

(৩) নিজের জাহেরী নাপাকীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়ার ফলে বাতেনী নাপাকী বা গোনাহের কথাও শ্রবণ হইবে। অতএব, এখানে গোনাহের শ্রবণের পর এন্টেগফারের তালীম দেওয়া হইয়াছে।

সকল মজলিসে এন্টেগফার করা

হাদীস-৩২

وَعِنْ أَبْنَى عَمِّ رَحْمَنِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ إِنَّكُمْ لَنَعْدِلُ إِنْ سُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَحْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ

عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ الشَّرَابُ الْغَفُورُ مَائَةَ مَرَّةٍ

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, আমরা প্রত্যেক মজলিসে গণনা করিতাম, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একশতবার এই শব্দগুলি উচ্চারণ করিতেন-

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ الشَّرَابُ الْغَفُورُ

- আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

ব্যাখ্যা: নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশী বেশী এন্টেগফার করিতেন। অসংখ্য হাদীসে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ছিলেন, তথাপি এন্টেগফারের প্রতি তিনি এতটা যত্নবান ছিলেন। এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, তিনি সকল মজলিসে একশত বার উপরোক্ত শব্দগুলি পাঠ করিতেন। তা ছাড়া ২৬ ও ২৮ নং হাদীসে তিনি এরশাদ করিয়াছেন, আমি দৈনিক একশত বার এন্টেগফার করি। এই সকল বর্ণনায় কোন বিরোধ নাই। সম্ভবতঃ প্রথমে দৈনিক একশতবার এন্টেগফার করিতেন। পরে সকল মজলিসেই একশতবার করিয়া এন্টেগফার করিতে শুরু করেন। এমনও হইতে পারে যে, মজলিসে এন্টেগফার ছাড়াও তিনি দৈনিক একশতবার এন্টেগফার করিতেন। অথবা নিদিষ্ট কোন সংখ্যা বুঝাইবার জন্য একশতের অংক বলা হয় নাই; বরং বর্ণনাকারী “অধিক সংখ্যা” বুঝাইবার জন্যই ঐ সংখ্যাটি ব্যবহার করিয়াছেন। (১) যাহাই হউক, আমাদের দেখিবার

(১) আমাদের দেশেও এই ধরনের কথার প্রচলন আছে। যেমন বলা হয় যে “একশ একবার” বলার পরও ভূমি সেখানে গেলে কেন? এখানে “একশ একবার” দ্বারা নিদিষ্ট কোন সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য নেহ বরং অধিক সংখ্যা বুঝাইবার জন্যই “একশ একবার” বলা হয়।

- অনুবাদক।

বিষয় হইল, স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এত অধিক এন্টেগফার করিতেন তখন এই বিষয়ে আমাদের কতটা যত্নবান হওয়া উচিত? আমরা কে কি পরিমাণ এন্টেগফার করিতেছি তাহা নিজেরাই একবার তলাইয়া দেখা প্রয়োজন।

মজলিসের আলোচনার কাফ্ফারার জন্য এন্টেগফার

হাদীস-৩৩

وَعَنْ أَبِي بُرْرَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا يَقُولُ يَا أَخِي رَبِّ ارْدَانُ يُقُومُ مِنَ الْمَجْلِسِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشَهِدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُ لَكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضِيَ فَقَالَ كَفَارَةً لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ -

হয়রত আবু বুরজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন মজলিসে তাশরীফ রাখিতেন তখন মজলিস শেষ হইবার পর এই দোয়া পাঠ করিতেন-

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشَهِدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُ لَكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ -

একদা এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এমন বাক্যসমূহ বলিলেন যাহা পূর্বে কথনো বলেন নাই। উভয়ের তিনি এরশাদ করিলেন, ইহা মজলিসে আলোচিত কথা-বার্তার কাফ্ফারা। - আবু দাউদ।

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য বিষয়ের হাদীস হয়রত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহ, হয়রত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা এবং হয়রত জোবায়ের রাজিয়াল্লাহু আনহ হইতেও বর্ণিত আছে। হয়রত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনা এইরূপ- নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মজলিসে যদি ভাল

কথা আলোচনা হইয়া থাকে তবে এই বাক্যসমূহ উহাকে মোহর করিয়া রাখিবে। আর মজলিসে যদি খারাপ কথা আলোচনা হইয়া থাকে তবে এই বাক্যসমূহ উহার জন্য কাফ্ফারা হইবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে এই দোয়াটি তিনবার পড়িবার কথা ও বলা হইয়াছে। মজলিস হইতে উঠিবার পূর্ব মুহূর্তে” উহা পাঠ করিতে হয়। হয়রত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনায় “দাঢ়াইবার পূর্ব মুহূর্তে বলা হইয়াছে।

আজকালকার মজলিস ও আলোচনার বৈঠক সমূহে অধিকাংশই অর্থহীন কথা-বার্তা এবং সরাসরি গোনাহের আলোচনা হইয়া থাকে। সুতরাং মজলিস শেষে উল্লেখিত দোয়াটি পাঠ করা একান্তই জরুরী। ফলে উহা দ্বারা অর্থহীন কথাবার্তার কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। তবে হকুলএবাদ তথা গীবত-শেকায়েত ইত্যাদি হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে যাহার গীবত করা হইয়াছে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।

যাহার গীবত করা হইয়াছে তাহার জন্য এন্টেগফার করা

হাদীস-৩৪

وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ كَفَارَةِ الغِبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ أَغْبَبْتَهُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ

অর্থঃ হয়রত আনাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, গীবতের এক কাফ্ফারা হইল, তুমি যাহার গীবত করিয়াছ তাহার জন্য এন্টেগফার কর। (তাহার জন্য এন্টেগফার করিয়া) এইরূপ বল- - অৱে অৱে অৱে অৱে। অর্থাঙ্কঃ আয় আল্লাহু আমাকে এবং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও। - বায়হাকী।

ব্যাখ্যাঃ আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, কাহারো গীবত করা এবং শোনা উভয়ই হারাম। কিন্তু গীবতের প্রকৃত সংজ্ঞা কি এবং কোন্ কোন্ বিষয়কে গীবত বলা হয় এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে অনেকেই গীবত হইতে পরহেজ করিয়া চলে না।

হয়েরত আবু হোরায়রা রাজিয়ান্নাহ তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, (একদা) নবী করীম ছাল্লান্নাহু আলাইহি ওয়াসান্নাম (ছাহাবাগণকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান, গীবত কাহাকে বলে? ছাহাবাগণ আরজ করিলেন, আন্নাহু এবং তাহার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি এরশাদ করিলেন, নিজের ভাইয়ের এমন কোন দোষ আলোচনা করার নাম গীবত যাহা শুনিলে সে মনে আঘাত পাইতে পারে।

এক ছাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! সেই ভাইয়ের মধ্যে যদি আলোচিত দোষটি বিদ্যমান থাকে (তবে উহা গীবত হইবে কি?) এরশাদ হইলঃ তোমার ভাইয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহাই যদি তুমি আলোচনা কর (আর উহা যদি সে অপছন্দ করে) তবেই তো তুমি গীবত করিলে। পক্ষান্তরে তাহার সম্পর্কে তুমি যদি এমন কোন আলোচনা কর যাহা তাহার মধ্যে নাই, তবে তুমি তাহার সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিলে।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, গীবত হইল কাহারো সম্পর্কে এমন কোন আলোচনা করা যাহা শুনিতে পাইলে ঐ ব্যক্তি মনে আঘাত পাইতে পারে। আর যাহারা মনে করেন “যেই দোষ আলোচনা করা হইল উহা যদি সত্য হয় তবে উহা গীবত নহে” তাহাদের ধারণা ভুল। অর্থাৎ অনেকেই মনে করেন, কাহারো সম্পর্কে এমন কোন আলোচনা বা দোষ-ক্রটির উল্লেখ করা যাহা সত্য সত্যই তাহার মধ্যে বিদ্যমান— তবে উহা গীবত হইবে না, এই ধারণা শরীয়ত সম্মত নহে। নবী করীম ছাল্লান্নাহু আলাইহি ওয়াসান্নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, কোন মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ক্রটি সম্পর্কে আলোচনা করার নামই গীবত। যদি তাহার মধ্যে সেই দোষ না থাকে আর বলা হয় যে, অমুকের মধ্যে এই ক্রটি আছে, তবে উহার নাম বোহতান বা অপবাদ (ইহা গীবত হইতে আরো মারাত্মক)।

অনেকেই বলিয়া থাকেন “আমি এই কথা তাহার মুখের উপর বলিতে পারিব।” হয়ত বলিয়াও থাকেন, কিন্তু ইহাতেই গীবত জায়েজ হইয়া যায় না। গীবত সম্পর্কে নবী করীম ছাল্লান্নাহু আলাইহি ওয়াসান্নামের স্পষ্ট বক্তব্য হইল “কাহারো সম্পর্কে এমন আলোচনা করা যাহা শুনিতে পাইলে সে মনে আঘাত পাইতে পারে।” সুতরাং বোবা গেল, গীবতের অপরাধ ও গোনাহের ভিত্তি হইল

“মনে কষ্ট পাওয়া” মনের এই কষ্ট সামনে বলিলেও হইবে এবং অগোচরে বলিলেও হইবে।

কালামে পাকে গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে-

وَلَا يَنْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَهُمْ أَخِيهِ
مَيْسَافَكِرْ هَمْوَهُ طَوَّقُوا اللَّهَ جَانَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ -

অর্থঃ আর একে অন্যের গীবত (অগোচরে দুর্নাম) ও করিও না; তোমাদের মধ্যে কেহ কি স্বীয় মৃত ভাতার গোস্ত খাইতে পছন্দ করিবে? উহা তো তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করিয়া থাক; আর আন্নাহকে ভয় কর; নিঃসন্দেহে আন্নাহ বড় তওবা কবুলকারী, দয়ালু। — সুরা হজুরাত, রংকুঃ ২

অর্থাৎ মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া যেমন অত্যন্ত ঘৃণার বিষয়, ঠিক তেমনি গীবত করাকেও তোমরা ঘৃণা কর।

গীবত করা এবং পরের মুখে গীবত শোনা উভয়ই জুলুম। শুধু মারামারি ও অর্থ ছিলতাই করার নামই জুলুম নহে, বরং কাহারো মানহানি করা (সম্মুখে বা অগোচরে) ইহাও জুলুম। বান্দার উপর কোন প্রকার জুলুম করা হইলে যতক্ষণ মজলুমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করিবে অথবা জুলুমের ক্ষতিপূরণ না করিবে ততক্ষণ উহা ক্ষমা করা হইবে না। সম্পদের হক সম্পদের দ্বারাই আদায় হয়। যাহার সম্পদ নষ্ট করা হইয়াছে, সে যদি মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে তবে ঐ সম্পদ তাহার ওয়ারিশগণকে দিতে হইবে। অথবা তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। কিন্তু যদি কাহারো গীবত করা হয় অথবা গীবত শোনা হয় তবে এই ক্ষেত্রে যাহার গীবত করা হইয়াছে, কেবল সেই ব্যক্তি ক্ষমা করিলেই উহা ক্ষমা হইবে। তাহার ওয়ারিশগণ উহা ক্ষমা করিতে পারিবে না।

যদি এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, যাহার গীবত করা হইয়াছে সে মৃত্যুবরণ করিয়াছে অথবা এমন জায়গায় সে অবস্থান করিতেছে যেখানে ডাক যোগাযোগ নাই এবং নিজেও সেখানে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই কিংবা বহু খোঝা খুজির পরও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, তবে এই ক্ষেত্রে উহা হইতে অব্যাহতি লাভের পথ হইল। তাহার মাগফেরাতের জন্য বেশী বেশী দোয়া

করা; যতক্ষণ না মনে মনে এইরূপ একীন হয় যে, তাহার গীবতের ক্ষতিপূরণ হইয়াছে। উপরোক্ত হাদীসে এই দোয়ার তালীম দিয়া বলা হইয়াছে-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا

- হে আল্লাহ! আমাকে এবং তাহাকে ক্ষমা কর।

আলেমগণ লিখিয়াছেন, যাহার গীবত করা হইয়াছে সে যদি ঐ গীবত সম্পর্কে অবগত হইয়া থাকে তবে তাহার নিকট অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। পক্ষান্তরে সে যদি গীবতের খবর না পাইয়া থাকে তবে তাহার মাগফেরাতের জন্য বেশী বেশী দোয়া করিতে থাকিবে। যখন মন এই সাক্ষ্য দিবে যে, তাহার গীবত এবং তাহার জন্য কৃত মাগফেরাতের দোয়া উভয়কে তাহার সামনে হাজির করা হইলে সে মাগফেরাতের দোয়া দেখিয়া খুশী হইয়া যাইবে, তবে মনে করিতে হইবে যে, গীবতের ক্ষতিপূরণ হইয়া গিয়াছে।

শেষোক্ত ক্ষেত্রে ক্ষমা না চাহিয়া তাহার জন্য দোয়া করার কারণ এই যে, সে যখন গীবত সম্পর্কে কিছুই জানে না, সুতরাং ক্ষমা চাহিতে যাইয়া গীবত সম্পর্কে তাহাকে অবগত করাইয়া তাহার মনে ব্যথা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। এই ক্ষেত্রে ইহাই ভাল মনে করা হইয়াছে যে, নীরবে তাহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিয়া গীবতের তালাফী করিবে।

গীবত করা এবং শোনা উভয়ই ক্ষতিকর। অথচ এই সর্বনাশ গীবতে এমন লোকেরাও লিপ্ত যাহাদিগকে দীনদার বলিয়া গণ্য করা হয়। অনেকের অবস্থা তো এইরূপ যে, গীবত না করিলে তাহাদের পেটের ভাতই হজম হয় না। গীবতের মাধ্যমে যাহারা নিজের নেকী অপরকে দিয়া দিতেছে তাহারা নিজের হাতেই নিজের ভয়াবহ ক্ষতি সাধন করিতেছে।

হাশরের মাঠে লেনদেন হইবে গোনাহ ও নেকী দ্বারা। সেখানে দুনিয়ার কোন মুদ্রা চলিবে না। যাহার গীবত করা হইয়াছে বা শোনা হইয়াছে সে গীবতকারীর নেকী সমূহ লইয়া যাইবে। ঐ নেকী দ্বারা যদি গীবতের ক্ষতিপূরণ না হয় তবে তাহার গোনাহসমূহ গীবতকারীর মাথায় চাপাইয়া দিয়া তাহাকে দোজখে নিষ্কেপ করা হইবে। হকুল এবাদের বর্ণনায় এই বিষয়ে হাদীসের উদ্ধৃতিসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

মোটকথা, মানুষের হক যেইভাবেই নষ্ট করা হউক তাহাদের সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অথবা তাহাদের হক আদায় করিয়া উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে। আর ব্যাপকভাবে সকলের জন্য নিম্নরূপ দোয়া করিবে-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَخَذَتُ عِنْدَكَ عَهْدًا أَنْ تُخْلِفَنِيهِ فَإِنِّي أَنَا بَشَرٌ فَأَعْلَمُ الرُّؤْمَنِينَ أَذِّيْتُهُ سَمَّتُهُ لَعْنَتُهُ جَلَّدُتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكْوَةً تُقْرِبَ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে একটি নিবেদন করিতেছি এবং আশা পোষণ করিতেছি যে, আপনি উহা অবশ্যই কবুল করিবেন। আমার সেই নিবেদন এই যে, আমি একজন মানুষ; আমি যাহাকেই কষ্ট দিয়াছি, মন বলিয়াছি, অভিশাপ দিয়াছি, আপনি আমার এই আমলকে তাহার জন্য রহমত, পবিত্রতা এবং আপনার নৈকট্য লাভের উচ্চিলা বানাইয়া দিন; যাহা দ্বারা কেয়ামতের দিন আপনি তাহাকে স্বীয় নৈকট্যে ধন্য করিবেন।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়াটি ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হ্যরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। দোয়াটি বড়ই উপকারী। কাহাকেও কষ্ট দেওয়া তাঁহার কর্মনায়ও আসে নাই। তিনি ছিলেন সাইয়েদুল মোস্তাফ্ফীন। তথাপি তিনি উপরোক্ত দোয়া করিতেন। আল্লাহ পাকের মাখলুককে বিভিন্নভাবেই আমরা কষ্ট দিয়া থাকি। কখন কিভাবে কাহাকে কষ্ট দিয়াছি তাহা জানাও থাকে না। সুতরাং হকুল এবাদ আদায়ের পাশাপাশি নিয়মিত এই দোয়াটি জারী রাখিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যাইবে।

মৃত মাতা-পিতার জন্য এন্টেগফার করা
হাদীস-৩৫

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَمَبُوتٌ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدٌ هُمَا وَإِنَّ

لَعَاقٌ فَلَا يَنْرَأُ إِلَّا مَا وَيْسَعُ فَرَأَهُمَا حَتَّىٰ يَكْبِلُهُ بَاشًا

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কাহারো মাতা-পিতা উভয়ে অথবা তাহাদের যে কোন একজন যদি এমন অবস্থায় ইন্তেকাল করে যে, তাহাদের জীবিত অবস্থায় সে তাহাদের নাফরমানী করিত এবং তাহাদিগকে কষ্ট দিত। অতঃপর যদি সে তাহাদের ইন্তেকালের পর তাহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিতে থাকে তবে আল্লাহু পাক তাহাকে মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহারকারীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন।

- মেশকাতুল মাছাবীহ।

হাদীস-৩৬

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَاتَ
لِلْعَبْدِ الْصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّي أَلِّي هَذِهِ
وَلَدِكَ لَكَ

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহু পাক বেহেস্তে নেক বান্দাদের মরতবা বৃক্ষি করিয়া দিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি এই মরতবা কিভাবে লাভ করিলাম? উভয়ে আল্লাহু পাক বলিবেন, তোমার সন্তানগণ তোমার জন্য যেই মাগফেরাতের দোয়া করিয়াছে, উহার বিনিময়ে তুমি ইহা লাভ করিয়াছ।

- মেশকাতুল মাছাবীহ।

মৃত মুসলমানের জন্য এন্টেগফার করা

হাদীস-৩৭

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْمِئَتُ فِي الْقَرْبَى لِلْأَكْلِ

الْمُتَغَرِّرِ يَنْتَظِرُ دُعَرَةً تَلْحِقُهُ مِنْ آبٍ أَوْ أَمْمٍ أَوْ أَخَّ رَأَصِدٍ ثُقِّ فَإِذَا
لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا مَا فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ عَلَىٰ
أَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءٍ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ أَجْبَارٍ كَطَّانَ هَدِيَّةَ
الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ -

অর্থঃ হযরত আবুল্লাহ বিন আব্রাহিম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ডুর্বল মানুষ যেমন (সাহায্যের আশায়) ফরিয়াদ করিতে থাকে, ঠিক তেমনি মৃত ব্যক্তি কবরের মধ্যে তাহার মাতা-পিতা, ভাই বেরাদর ও দোষ্ট আহবাবের পক্ষ হইতে দোয়ার আশা করিতে থাকে। অতঃপর যখন সে তাহাদের পক্ষ হইতে কোন দোয়া পায় তখন উহা তাহার নিকট গোটা পৃথিবী এবং উহার যাবতীয় সম্পদ হইতেও অধিক প্রিয় মনে হয়। আর ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহু পাক পৃথিবী বাসীদের দোয়ার ফলে কবরবাসীদের জন্য পাহাড় পরিমাণ (ছাওয়াব) কবরে পৌছাইয়া দেন এবং নিঃসন্দেহে মৃতদের জন্য জীবিতদের হাদিয়া হইল, তাহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা।

- বায়হাকী।

সকল মুসলমানের মাগফেরাত কামনা করার ফজিলত

হাদীস-৩:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ أَسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمَنَاتِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمَنَةٍ حَسَنَةً -

অর্থঃ হযরত আবু উবাদা বিন ছামিত রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, যেই ব্যক্তি মুসলমান নর-নারীদের জন্য এন্টেগফারের দোয়া করিবে আল্লাহু পাক তাহাকে ঐ এন্টেগফারের বিনিময়ে সকলের পক্ষ হইতে একটি করিয়া নেকী লিখিয়া দিবেন। - তাবরানী।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে সাধারণভাবে সকল মুসলমান নর-নারীর মাগফেরাতের জন্য দোয়া করার ফজিলত বর্ণনা করা হইয়াছে। মৃত-জীবিত যত মুসলমানের জন্য দোয়া করা হইবে তাহাদের সকলের সংখ্যা পরিমাণ ছাওয়ার, যে দোয়া করিবে তাহার নামে লেখা হইবে। ছোবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক নেকী কামাইবার কত সহজ সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। সামান্য সময় ব্যয় করিয়া মানুষের জন্য দোয়া করিলে লক্ষ-কোটি নেকী লাভ করা যাইতে পারে।

আয় আল্লাহ! জীবিত ও মৃত সকল মুসলমান নর-নারীকে তুমি ক্ষমা করিয়া দাও।

এন্টেগফার আজাবকে বাধা দেয়

হাদীস-৩৯

وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ أَمَانَتِ لَا مُتَّقِيٍّ "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعِذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ" فَإِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيهِمْ الْإِسْتِغْفَارَ إِلَيْيُّ مَرِيْقِيَّةَ

অর্থঃ হযরত আবু মুছা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ পাক আমার নিকট আমার উম্মতের জন্য দুইটি নিরাপত্তা দান করিয়াছেন। (নিম্নের আয়তে উহা বর্ণিত হইয়াছে)

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعِذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ -

অর্থঃ আর আল্লাহ তায়ালা এইরূপ করিবেন না যে, আপনি তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন। আর আল্লাহ এই অবস্থায়ও তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন না যে, তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে।

যখন আমি ইন্টেকাল করিব তখন (একটি নিরাপত্তা উঠিয়া যাইবে এবং অপর নিরাপত্তা অর্থাৎ) এন্টেগফার কেয়ামত পর্যন্ত তাহাদের জন্য ছাড়িয়া যাইব। - তাবরানী।

হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, একদা আবু জেহেল আল্লাহু পাকের নিকট এই দোয়া করিল, হে আল্লাহ! এই কোরআন যদি সত্যই আপনার কালাম হইয়া থাকে তবে ইহাকে অমান্য করার কারণে আকাশ হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর অন্য কোন কষ্টদায়ক আজাব নাজিল করুন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক হাদীসে বর্ণিত উপরোক্ত আয়াতটি নাজিল করিলেন।

- বোধারী হইতে দুররে মনছুর।

হাদীসে পাকে বর্ণিত আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে আজাব নাজিল করিবেন না। আর যাহারা এন্টেগফার করিতে থাকিবে তাহারাও আল্লাহর আজাব হইতে নিরাপদ থাকিবে।

দুনিয়াবী বালা-মুছীবত হইতে নিরাপদ থাকার ব্যাপারে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ “নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতি” এই নেয়ামত ধরিয়া রাখা মানুষের সাধ্যের বাহিরে। ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই। আল্লাহ পাকের যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন তিনি স্থীয় হাবীবকে উর্তাইয়া নিয়াছেন। অপর বিষয়টি হইল এন্টেগফার করিতে থাকা- ইহা মানুষের এক্তিয়ারী বা ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করিলেই মানুষ ইহা করিতে পারে। অর্থাৎ মানুষ ইচ্ছা করিলে পার্থিব নিরাপত্তার এই দ্বিতীয় সুযোগটি কেয়ামত পর্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে।

মোটকথা, উপরোক্ত হাদীসে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ পাক মানুষের জন্য দুইটি নিরাপত্তা নাজিল করিয়াছেন। একটি হইল নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র উপস্থিতি, অপরটি এন্টেগফার। তাহার ওফাতের পর কেয়ামত পর্যন্ত এন্টেগফারের মাধ্যমে নিরাপত্তা গ্রহণের সুযোগ অব্যাহত থাকিবে।

মক্কার কাফেরদের নেতা ছিল আবু জেহেল। সে আকাশ হইতে পাথর নিষ্কেপ অথবা অন্য কোন আজাব প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহু পাক নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতি ও তাহাদের এন্টেগফারের কারণে আজাব নাজিল করা অনুমোদন করেন নাই। এখানে অরণ করা যাইতে পারে যে, হিজরতের পূর্বে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কাফেরদের মধ্যেই অবস্থান করিতেছিলেন। আর তৎকালে কাফেরগণও (তাহাদের ভ্রাতৃ অনুযায়ী হজ্জ আদায়ের সময় বাক্য উচ্চারণ করিত) এই বাক্যটি মাগফেরাত বা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য ব্যবহৃত হয়। মোটকথা, এন্টেগফারের উচ্চিলায় মকাবাসীগণ কুফরী অবস্থায়ও যদি দুনিয়াবী আজাব হইতে নিরাপত্তা লাভ করিয়া থাকে তবে মুসলমানগণ এন্টেগফার করিলে আরো উন্নতভাবেই দুনিয়ার আজাব হইতে নিরাপদ থাকিবে।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, আল্লাহু পাকের আজাব হইতে নিরাপদ থাকার উপায় হইল এন্টেগফারে লিঙ্গ থাকা। আরো সোজা কথায় এন্টেগফার যেন আল্লাহু পাকের আজাব হইতে নিরাপদ থাকার দুর্গবিশেষ। এন্টেগফার করিলে দুনিয়ার আজাব হইতে নিরাপদ থাকা যায়। আর শরীয়তের উসুল অনুযায়ী পাকা তওবা করিলে আখেরাতের আজাব হইতেও মুক্তি পাওয়া যায়।

সকল বালা-মুসীবত হইতে মুক্তির জন্য এন্টেগফার করা

হাদীস-৪০

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَرْمِ الْإِسْتِنْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ
لَهُ مَنْ كُلِّ صِنْعٍ خَرْجًا وَمَنْ كُلِّ هِمْ فَرَجًا وَرَزْقَهُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَحْتَسِبُ .

অর্থঃ হযরত ইবনে আবাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি এন্টেগফার করিতে থাকিবে আল্লাহু পাক তাহাকে যাবতীয় মুশকিলাত হইতে

মুক্তির উপায় করিয়া দিবেন এবং সকল প্রেরণানী দূর করিয়া দিবেন। আর এমন জায়গা হইতে রিজিকের ব্যবস্থা করিবেন যাহা সে কল্পনাও করিতে পারিবে না। - আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে পাকে বেশী বেশী এন্টেগফারের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, যেই ব্যক্তি এন্টেগফার করিতে থাকিবে আল্লাহু পাক তাহাকে যাবতীয় বালা-মুসীবত হইতে মুক্তির উপায় করিয়া দিবেন এবং তাহার সকল প্রেরণানী দূর করিয়া দিবেন। বান্দার প্রতি ইহা আল্লাহু পাকের বিশেষ নেয়ামত বটে।

পার্থিব জীবনে মানুষ বিবিধ বালা-মুসীবত ও প্রেরণানী হইতে বাচিবার জন্য কতভাবে চেষ্টা-তদ্রিষ্টি ও মেহনত করিতে থাকে, রিজিকের সন্ধানে মানুষের প্রাণস্তুত শ্রমের কোন ইয়ন্ত্র নাই। অথচ মানুষ এন্টেগফার করে না। এন্টেগফারের মাধ্যমে মানুষ নিশ্চিতভাবে এই সকল মৌলিক বিষয়ের সহজ সমাধান পাইতে পারে। মহান আল্লাহু পাক এবং তাহার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদা করিয়াছেন, নিয়মিত এন্টেগফার করিলে বান্দা অজস্র ধারায় লাভবান হইতে থাকিবে। সুতরাং হে মুসলমান ভাই সকল! তওবা ও এন্টেগফারের মাধ্যমে আল্লাহু পাকের দিকে রঞ্জু হইলেই মানুষ জীবনের প্রকৃত নিরাপত্তা ও শান্তি লাভ করিতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

তওবা ও এন্টেগফারের ক্ষেত্রে যেই সকল বাক্য কোরআন ও হাদীসে উদ্ভৃত
আছে এই অধ্যায়ে উহা উল্লেখ করা হইয়াছে। সাধারণ ভাবে যে কোন
ভাষায়, যে কোন উপায়ে এবং যে কোন বাক্য দ্বারাই তওবা করা
যাইবে তবে কোরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত বাক্যসমূহ দ্বারা
তওবা করাই উত্তম এবং করুল হওয়ার ব্যাপারে অধিক
সন্তানাময়। সুতরাং পাঠকদের সুবিধার্থে এই
অধ্যায়ে আমরা কোরআন-হাদীসে বর্ণিত
বেশ কিছু দোয়া সংকলন করিয়াছি।
প্রথমে কালামে পাকের দোয়াসমূহ
এবং পরে হাদীসে উদ্ভৃত দোয়া
সমূহ উল্লেখ করা হইয়াছে।

কালামে পাকে তওবা ও এন্টেগফারের দোয়াসমূহ

আয়াত-১

وَأَرِنَا مَا سَكَنَّا وَتْبِ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمَاءُ الْمَرْجِمُ

অর্থঃ আর আমাদিগকে আমাদের হজ্জের আহকাম বলিয়া দিন এবং
আমাদের তওবা করুল করুন, নিশ্চয়ই আপনি তওবা করুলকারী ও মেহেরবান।

- ছুরা বাক্তারা, রকুঃ ১৫

আয়াত-২

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاللَّيْلَكَ الْمَصِيرُ هَ لَمْ يَكُلُ
اللَّهُ نَفْسَ الْأَوْسَعَهَا لَهَا مَا كَسِبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ مَا رَبَّنَا
لَا تُؤْخِذْنَا إِنْ نَسِيْتَا وَأَخْطَلْنَا جَرَبَنَا وَلَا تَحْمِلْنَا عَلَيْنَا
إِنْرَأِكَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا زَارَبَنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا يَهِ جَوَافِعُ عَنَّا فَقَدْ وَأْغْفِرْ لَنَا وَقَدْ وَأْرَحْمَنَا فَإِنْتَ
مَوْلِيْنَا فَإِنْ صُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِ بِنِيْتُ هَ

অর্থঃ আর তাহারা সকলেই বলিল, আমরা শ্রবণ করিলাম এবং সানলে
আনুগত্য স্বীকার করিলাম, আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হে
আমাদের প্রতিপালক। আর আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইতে হইবে। আল্লাহ
তায়ালা কাহাকেও নির্দেশ পালনে বাধ্য করেন না; কিন্তু উহাই যাহা তাহার
সামর্থ্যে আছে। সে ছাওয়াবও উহাই পাইবে যাহা সে স্বেচ্ছায় করে এবং সে
শান্তিও উহাই তোগ করিবে যাহা স্বেচ্ছায় করে। হে আমাদের রব! আমাদিগকে
পাকড়াও করিবেন না, যদি আমরা ভুলিয়া যাই কিংবা তুল করিয়া বসি। হে
আমাদের রব! আমাদের প্রতি কোন কঠোর ব্যবস্থা পাঠাইবেন না, যেরূপ
আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর পাঠাইয়াছিলেন, হে আমাদের রব! এবং আমাদের
প্রতি এমন কোন শুরুন্তাৰ চাপাইবেন না যাহা বহন কৱার শক্তি আমাদের

নাই। আর ক্ষমা করিয়া দিন আমাদিগকে এবং মার্জনা করিয়া দিন। আর আমাদের প্রতি কৃপা করুন। আপনি আমাদের কর্মসম্পাদক। সুতরাং আমাদিগকে কাফের সম্পদায়ের উপর প্রাবল্য দান করুন।

- ছুরা বাক্সারার শেষ আয়াত

আয়াত-৩

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِنَّا فِي أُمْرِنَا وَلَيْتَ أَفْدَأْمَنَا
وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ -

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদের গোনাহসমূহ এবং আমাদের কর্ম সমূহে সীমা অতিক্রমকে মাফ করিয়া দিন এবং আমাদিগকে দৃঢ়পদ রাখুন, আর আমাদিগকে কাফের সম্পদায়ের উপর বিজয়ী করুন।

- ছুরা আল্ এমরান, রংকুঃ ১৫

আয়াত-৪

رَبَّنَا إِنَّا سَمْحَنَا مُنَادِيٍ لِلْإِيمَانِ أَنْ أَمْنُوْرِسْ كُمْ
فَامْنَأْ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سِيِّئَاتِنَا وَتَوْفِنَا
مَعَ الْأَبْرَارِ

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমরা এক আহবানকারী (রাসূলুল্লাহ)-এর (আহবান) শুনিয়াছি, তিনি ঈমান আনয়নের জন্য আহবান করিতেছেন যে, তোমরা স্বীয় রবের প্রতি ঈমান আন, সুতরাং আমরা ঈমান আনিলাম। হে আমাদের রব! অতএব, আমাদের গোনাহসমূহকে মাফ করিয়া দিন এবং আমাদের মৃত্যু নেককারদের সহিত করুন। - ছুরা আল্ এমরান, শেষ রংকু

আয়াত-৫

رَبِّنَا إِنَّا أَمَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَاعَدَابِ النَّاسِ -

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনিয়াছি, সুতরাং আমাদের

গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দিন। এবং আমাদিগকে জাহানামের আজাব হইতে পরিত্রান দিন। - ছুরা আল্ এমরান, রংকুঃ ২

আয়াত-৬

رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنْفَسْنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَتْ
مِنَ الْخَيْرِيْنَ -

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের বড়ই ক্ষতি করিয়াছি। আর যদি আমাদিগকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তবে অবশ্যই আমাদের নেহায়েতে ক্ষতি হইবে। - ছুরা আ'রাফ, রংকুঃ ২

হযরত আদম আলাইহিসলালাম উপরোক্ত দোয়া করিয়াছিলেন। যখন তাহাকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের কারণে দুনিয়াতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল তখন হযরত আদম ও হাওয়া স্বীয় অপরাধের জন্য অনুতঙ্গ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আল্লাহ্ পাক তাহাদের অন্তরে উপরোক্ত দোয়াটি চালিয়া দিলেন। তাহারা ঐ দোয়া পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ্ পাক তাহাদের তওবা করুন করিলেন।

আয়াত-৭

أَنْتَ وَلِيْتَ إِنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَأَنْتَ حَبِّ الْغَافِرِيْنَ -

অর্থঃ আপনিই আমাদের তত্ত্বাবধায়ক, আমাদিগকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, আর আপনিই সর্বোন্ম ক্ষমাকারী। - ছুরা আ'রাফ, রংকুঃ ১৯

আয়াত-৮

رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ قَاتِلْفِيْ -

অর্থঃ হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি খ্রিস্ট-বিচ্যুতির দ্বারা নিজের উপর অত্যাচার করিয়াছি। আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। - ছুরা কুসাস, রংকুঃ ৩

سَرِّتْ أَغْفِرْ لِي وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

অর্থঃ হে আমার রব! আমাকে মার্জনা করুন এবং অনুগ্রহ করুন আর আপনি সকল অনুগ্রহকারী অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহকারী।

- ছুরা মো'মেনুন, রংকুঃ ৬

يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

অর্থঃ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ত্রুটি মাফ করিবেন, এবং তিনি সকল মেহেরবানের চেয়ে অধিক মেহেরবান। - ছুরা ইউসুফ, রংকুঃ ১১

হ্যরত ইউসুফ আলাইহিস্সালাতু ওয়াস্সালাম এই দোয়াটি নিজ ভাইদের জন্য করিয়াছিলেন।

سَرِّتْ أَغْفِرْ لِي وَلَرَحْمِي وَآذْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দিন এবং আমার ভাতারও এবং আমাদের উভয়কে নিজ রহমতের মাঝে দাখিল করুন। বন্ধুতঃ আপনি সকল দয়ালুর চেয়ে অধিক দয়াশীল। - ছুরা আ'রাফ, রংকুঃ ১৮

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الصَّالِحِينَ إِلَّا بَارَزَ

অর্থঃ হে আমার রব! ক্ষমা করুন আমাকে এবং আমার মাতা-পিতাকে, আর যে মোহেন হওয়া অবস্থায় আমার পরিজনের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে তাহাকে আর সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীকে আর অনাচারীদের ধ্রংস হওয়াকে আরও বধিত করিয়া দিন। - ছুরা নূহ, রংকুঃ ২

উপরোক্ত দোয়াটি হ্যরত নূহ আলাইহিস্সালাতু ওয়াস্সালাম নিজের জন্য, নিজের পিতা-মাতা ও মুসলমান নর-নারীর জন্য করিয়াছিলেন। তখন তিনি জালেমদের বিনাশও কামানা করিয়াছিলেন।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُولُونَ الْجَنَابَ

অর্থঃ হে আমার পরওয়ারদিগার! ক্ষমা করুন আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে এবং সমস্ত মোহেনকে হিসাব কাল্যেম হওয়ার দিন।

- ছুরা ইব্রাহীম, রংকুঃ ৬

হ্যরত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালাম উপরোক্ত দোয়াটি নিজের জন্য নিজের মাতা-পিতা ও ঈমানদারদের জন্য করিয়াছিলেন।

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ
اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيمْ عَنَّا بَأْكَحْتِمْ

অর্থঃ হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আপানার রহমত ও আপানার জ্ঞান সর্বব্যাপী। তাহাদিগকে ক্ষমা করুন যাহারা (কুফর হইতে) তওবা করিয়াছে এবং আপানার পথে চলিতেছে, আর তাহাদিগকে দোজখের আজাব হইতে রক্ষা করুন। - ছুরা মোমিন, রংকুঃ ১

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْرَانِنَا إِلَيْنَا سَبِقْنَا بِالإِيمَانِ وَ
لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غَلَّلَ لِلَّذِينَ أَمْنَوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤْنَ رَحِيمٌ

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদিগকে ক্ষমা করুন। আর আমাদের সেই ভাইদিগকেও যাহারা আমাদের পূর্বে ঈমান আনিয়াছে, এবং ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে যেন ঈর্ষা না হয়। হে আমাদের রব! আপনি বড় নেহশীল বড় করুণাময়। - ছুরা হাশের, রংকুঃ ১

আয়াত-১৬

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفُنَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এই নূরকে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী
রাখুন, আর আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন, নিঃসন্দেহে আপনি প্রত্যেক বিষয়ের
উপর ক্ষমতাবান। - ছুরু তাহরীম, রঞ্জুঃ ২

হাদীস শরীফে তওবা ও এন্টেগফারের দোয়া-

(১)

হযরত শান্দাদ বিন আউস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহ হইতে বর্ণিত আছে
যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সেরা
এন্টেগফার এইরূপ-

اللَّهُمَّ أَنْتَ سَرِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ
أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىٰ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ
الذُّنُوبُ إِلَّا أَنْتَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া আর কোন মাঝে
নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ। আমি তোমার বান্দা এবং যথা সম্ভব আমি
তোমার অঙ্গীকার ও ওয়াদাদার উপর কায়েম রহিয়াছি। আমার সকল পাপের
অপকারিতা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আমি তোমার সকল
নেয়ামতের কথা স্বীকার করিতেছি এবং আমার গোনাহের কথাও স্বীকার
করিতেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও, কেননা তুমি ব্যক্তিত আর কেহ
গোনাহ ক্ষমা করিতে পারে না।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত দোয়াকে “সকল
এন্টেগফারের সেরা” আখ্যা দিয়া এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে
দিনের বেলা এই দোয়া পাঠ করিবে, ঐ দিন সন্ধ্যার পূর্বে তাহার ইন্তেকাল

হইলে সে জানাতী হইবে। এমনিভাবে রাত্রি বেলা এই দোয়া পাঠ করিবার পর
সকাল হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলে সেও জানাতী হইবে। - মেশকাত।

(২)

হযরত আবু মুছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহ বলেন, আমি নবী
করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দোয়া পাঠ করিতে শুনিয়াছি-

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا سَأَذْمَتُ وَمَا أَخْرَجْتُ وَمَا
أَسْرَرْتُ أَنْتَ الْمَعْدِمُ وَأَنْتَ السُّوْخَرُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থঃ আয় আল্লাহ! আমি আগে-পরে এবং প্রকাশ্যে- গোপনে যত গোনাহ
করিয়াছি এই সকল গোনাহ হইতে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।
আপনিই আগে বাঢ়ান এবং আপনিই পিছনে হটান আর আপনি সকল বস্তুর উপর
শক্তিশালী।

(৩)

হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহ বর্ণনা করেন, নবী করীম
ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মজলিসে একশতবার নিশ্চের দোয়াটি পাঠ
করিতেন-

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَىٰ إِنَّكَ أَنْتَ السَّوَابِ الْغَفُورُ

অর্থঃ হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং আমার তওবা কবুল
করুন, নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী ও ক্ষমাশীল।

- তিরমিজী, আবু দাউদ।

(৪)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহ হইতে বর্ণিত
আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই
ব্যক্তি এইরূপ দোয়া করিল-

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ الْحَقِيقُومُ وَأَنْوَبُ إِلَيْهِ

তাহার সকল গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে, যদিও সে জেহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করে। - তিরমিজী, আবু দাউদ।

অন্য এক কিতাবে উহা তিনবার পাঠ করার কথা বলা হইয়াছে এবং উহাতে উহা এর পর **الْعَظِيمُ** শব্দটি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তা ছাড়া সুনানে তিরমিজীতে এই দোয়াটি শয়নকালে তিনবার পাঠ করার কথা উল্লেখ করিয়া উহার বহু ফজিলত বর্ণনা করা হইয়াছে।

শেখ ইবনু ছান্নামী “আমালুল ইয়াওমি ওয়ালুলাইলাহু গ্রন্থে হযরত বারা বিন আয়বের (রাঃ) বরাত দিয়া এই দোয়াটি নামাজের পর তিনবার পাঠ করার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫)

اللَّهُمَّ مَغْفِرَةً لِكَ أَوْسَعْ مِنْ ذُنُوبِيْ وَ حَسْنَاتِيْ أَرْجُوْ عِنْدِيْ مِنْ
عَمَلِيْ -

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার গোনাহ হইতে তোমার মাগফেরাত অনেক প্রশস্ত আর তোমার রহমতই আমার নিকট আমার আমল হইতে অনেক বড় আশার বস্তু।

(৬)

اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي حَطَبِيْ وَ جَهَلِيْ وَ اسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ وَ مَا أَنْتَ
أَعْلَمُ بِهِ مِنِيْ

অর্থঃ আয় আল্লাহ! আমার পাপ, অজ্ঞতা ও সীমালংঘন এবং এই সকল গোনাহ ক্ষমা করিয়া দাও যাহা তুমি আমার চাইতে অধিক অবগত।

- হিস্নে হাসীনঃ বোখারী ও মুসলিম হইতে।

(৭)

اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي جِرْحِيْ وَ هَرْثِيْ وَ حَطَبِيْ وَ عَيْدِيْ وَ كُلُّ
ذِلْكَ عِنْدِيْ -

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার দ্বারা যেই সকল গোনাহ স্বেচ্ছায়, হাসি-কৌতুকে, ভুল করিয়া এবং জানিয়া-শুনিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, এই সকল গোনাহ তুমি ক্ষমা করিয়া দাও; উহা আমার দ্বারাই প্রকাশ পাইয়াছে।

- হিস্নে হাসীনঃ বোখারী ও মুসলিম হইতে।

(৮)

اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّيْ خَطَايَايِيْ بِسَاءِ الشَّلْجِ وَ الْبَرْدِ وَ نَقْ قَلْبِيْ
مِنْ أَخْطَايَايِيْ كَمَا تَقَبَّلَ التَّوْبَ الْأَبِيَضَ مِنَ اللَّهِ نِسْ وَ بَا عَدْ بَيْتِيْ
وَ بَيْنَ حَطَاطَايَايِيْ كَمَا بَا عَدْ تَبَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ -

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার গোনাহকে বরফ ও বৃষ্টির পানি দ্বারা ধোত করিয়া দাও, এবং আমার অস্তরকে পাপ হইতে এমনভাবে পরিষ্কার করিয়া দাও যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা হইতে পরিষ্কার করা হয়, আর আমার অস্তর এবং আমার গোনাহের মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের সমান দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দাও।

- হিস্নে হাসীনঃ বোখারী ও মুসলিম হইতে।

(৯)

اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي وَ اتْحَمِنْ وَ عَافِيَيْ وَ ارْزُقْ فِيْ - وَاهْدِنِيْ

অর্থঃ আয় আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমার উপর রহম কর, আমাকে নিরাপত্তা দান কর এবং আমাকে রিজিক ও হেদায়েত দান কর।

- হিস্নে হাসীনঃ মুসলিম হইতে।

(১০)

رَبِّ تَقْبَلْ تَوْبَتِيْ وَ اغْسِلْ حَوْبَتِيْ وَاجْبَ دَعْوَتِيْ -

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার তওবা কবুল কর, আমার গোনাহকে ধোত করিয়া দাও এবং আমার দোয়া কবুল কর।

- হিস্নে হাসীনঃ ছুনানে আরবা' হইতে।

(১১)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْصَ عَنَّا وَتَقْبَلْ مِنَّا وَادْخِلْنَا
الْجَنَّةَ وَلَا نَمِنَ التَّابِرَ وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَاتِكَ لَكَ

অর্থঃ আয় আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর রহম কর এবং আমার উপর রাজী হইয়া যাও। আমার এবাদতসমূহ কবুল কর, আমাকে জানাতে প্রবেশ করাও এবং দোজখ হইতে নাজাত দান কর আর আমাদের সকল হালাত দুরন্ত করিয়া দাও।

- হিস্নে হাসীনঃ ইবনে মাজা ও আবু দাউদ হইতে।

(১২)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّ مُثْ وَمَا أَخْرَى وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

অর্থঃ আয় আল্লাহ! আমি আগে-পরে, প্রকাশ্য ও গোপনে যত গোনাহ করিয়াছি এবং যাহা সম্পর্কে আপনি আমার চাইতে অধিক অবগত ঐ সকল গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিন। আপনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই।

- হিস্নে হাসীনঃ মুসতাদরাকে হাকিম ও মুসনাদে আহমাদ হইতে।

(১৩)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَادْخِلْنِي الْجَنَّةَ

অর্থঃ আয় আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর রহম কর এবং আমাকে জানাত দান কর। - হিস্নে হাসীনঃ তাবরানী হইতে।

(১৪)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْتَهْدِيْكَ لِمَا إِشِدَّ أَمْرِي
وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ فَتُبْ عَلَيَّ إِنْكَ أَنْتَ رَبِّي

অর্থঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার গোনাহের জন্য ক্ষমা

প্রার্থনা করিতেছি এবং আমার তাল আমল সমূহে আপনার নেগ্রানী কামনা করিতেছি। আমি আপনার নিকট তওবা করিতেছি, আপনি আমার তওবা কবুল করুন। নিঃসন্দেহে আপনি আমার প্রতিপালক।

(১৫)

سَرِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِي فِي السَّيِّلِ الْأَفْوَمَ -

অর্থঃ হে পরওয়ারদিগার! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর রহম করুন এবং আমাকে সঠিক পথে পরিচালনা করুন।

- হিস্নে হাসীনঃ মুসনাদে আহমাদ হইতে।

(১৬)

اللَّهُمَّ رَبَّ التَّبِيِّنِ مُحَمَّدِيْنِ غُفرَانِيْ دَنْبِيِّ وَأَدْهِبْ غَيْظَ
قُلْبِيِّ وَاجْزِنْيِيْ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفَنِّ مَا أَحْيَيْتَنَا -

অর্থঃ হে আল্লাহ! হে নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের রব! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার অন্তর হইতে ত্রোধ বাহির করিয়া দাও। আর আজীবন তুমি আমাকে গোমরাহীর ফেঁৎনা হইতে হেফাজত কর।

- হিস্নে হাসীনঃ মুসনাদে আহমাদ হইতে।

(১৭)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِعْ لِي فِي دَارِيْ وَبَاسِكِيْ لِيْ فِي سِرْفِيْ

অর্থঃ আয় আল্লাহ! আমাকে মাফ কর আমার (কবরের) ঘরকে প্রশস্ত করিয়া দাও এবং আমার রিজিকে বরকত দান কর।

- হিস্নে হাসীনঃ মুসনাদে আহমাদ হইতে।

হযরত আবু মুছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহ আনহ বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তখন তিনি অজু করিতেছিলেন। ঐ সময় আমি তাহাকে উক্ত দোয়া পাঠ করিতে শুনিয়াছি। তাই এই দোয়া অজুর শেষে অথবা মধ্যবর্তী সময়ে পড়া যাইতে পারে। তা ছাড়া যে কোন সময় পড়ার জন্যও ইহা একটি উত্তম দোয়া।

পরিশিষ্ট

এখন আমি এই কিতাব শেষ করিতেছি। পাঠকদের নিকট আরজ আপনারা এই কিতাবটি নিজে বার বার পাঠ করিবেন এবং অপরকে পড়িয়া শোনাইবেন। ইহা যেন নিছক বুক সেলফের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ঘরে পড়িয়া না থাকে। মন দিয়া পাঠ করল্ল এবং আমলের চেষ্টা করিয়া নিজের আখেরাত সংশোধনের ফিকির করল্ল। চরম গাফলতী ও অবহেলার এই যুগে মানুষ আখেরাতের ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। দীনি কিতাব পাঠ করিয়া লেখকের নিকট প্রশংসাপত্রও পাঠানো হয় যে, আপনি বেশ চমৎকার লিখিয়াছেন, কিন্তু কিতাবে লিখিত বিষয়ের উপর আমলের কোন চেষ্টা করা হয় না।

আমরা জানি; একদিন সকলকেই মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। মৃত্যুর পর পুনর্জ্ঞান, হাশরের মাঠে হিসাব কিতাব ও ছওয়াল জওয়াব হইবে। নেকীর বদলায় জান্নাত মিলিবে আর ‘গোনাহ’ দোজখের আজাবের কারণ হইবে। এই সকল বিষয় জানা থাকা সত্ত্বেও আমরা গোনাহ ও পাপাচার হইতে বিরত হইতেছি না, তওবার প্রতি কোন প্রকার খেয়াল করা হইতেছে না, অনেকেই মুখে মুখে তওবা করেন বটে কিন্তু ভবিষ্যতে গোনাহ হইতে বিরত থাকিবার থাকিবার পাকা এরাদা করিলেও তওবা কবুলের শর্ত তথা হকুম্বাহ ও হকুল এবাদ আদায়ের ব্যাপারে কোন প্রকার চেষ্টা-তদ্বির করা হয় না। ফলে দেখা যায়, তওবা করা হইতেছে বটে কিন্তু উহার পাশাপাশি কাজা নামাজ, ছুটিয়া যাওয়া রোজা ও জাকাত আদায় করা হইতেছে না। হকুম্বাহ ও হকুল এবাদ যাহা আদায় করা সম্ভব উহার ব্যাপারে কোন প্রকার ঝক্ষেপ করা হইতেছে না। তাই সকল! সময় থাকিতে মানুষের করজ আদায় করিয়া ফেলুন। করজদাতা ভুলিয়া গেলেও উহা আদায় করিতেই হইবে।

যত ঘূৰ গ্রহণ করা হইয়াছে উহা ফেরত দিতে হইবে। যত মানুষের গীবত করা হইয়াছে এবং যত মানুষের গীবত শোনা হইয়াছে তাহাদের সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। যদি তাহাদের মধ্যে কেহ মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে কিংবা নিখোঁজ হইয়া থাকে তবে তাহাদের জন্য এই পরিমাণ মাগফেরাতের দোয়া করিবে যেন মন এই সাক্ষ্য দেয় যে, গীবতের

মোকাবেলায় যেই পরিমাণ দোয়া করা হইয়াছে উহা দেখিলে তাহারা নিশ্চয়ই খুশী হইয়া যাইবে।

কোন কোন বৃজুর্গ বলিয়াছেন, যাহার গীবত করা হইয়াছে বা শোনা হইয়াছে তাহাকে গীবতের সংবাদ দিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, এই সংবাদ পাওয়ার পর তাহার মনোকষ্টই বৃদ্ধি পাইবে। এই ক্ষেত্রে তাহার জন্য উপরে বর্ণিত নিয়মে মাগফেরাতের দোয়া করাই বিধেয়।

অন্যায়ভাবে কাহাকেও প্রহার করা, গালি দেওয়া, কাহারো বিষয়-সম্পদ ও জমি দখল করা ইত্যাদি সবই হকুল এবাদ। এই সকল বিষয়ের ক্ষতিপূরণ ও সংশোধন আবশ্যিক। তওবা করিবার পরও যদি কেহ যাবতীয় পাপাচার হইতে বিরত না হয় এবং হকুম্বাহ ও হকুল এবাদ আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান না হয় তবে উহা তওবার নামে নিছক ধোকা ছাড়া আর কিছুই নহে।

আমরা এই কিতাবের তৃতীয় অধ্যায়ে মানুষের হকের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করিয়াছি। উহা বার বার পাঠ করতঃ চিন্তা করিয়া দেখুন যে, আমার জিম্মায় কার কার হক রহিয়াছে। দুনিয়াতে যদি বান্দার হক আদায় করা না হয় তবে আখেরাতে আদায় করিতে হইবে। এখানে ক্ষমা চাহিয়া অথবা ক্ষতিপূরণ দ্বারা উহার সংশোধন হইতে পারে কিন্তু পরকালে সেই সুযোগ থাকিবে না, তখন হকদারকে নেকী দিতে হইবে এবং তাহার গোনাহ নিজে গ্রহণ করিতে হইবে। দুনিয়ার তুলনায় আখেরাতের এই বিনিময় হইবে বড় দুর্ভাগ্যজনক। দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, এই দুনিয়াতেই আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করা সম্ভব। চক্ষু বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন পরকালের দৃশ্য সামনে ভাসিয়া উঠিবে তখন আর সেই সুযোগ থাকিবে না। মৃত্যু কখন আসিয়া হাজির হইবে উহার কোন ঠিক ঠিকানা নাই। সুতরাং সময় থাকিতেই খাটি দিলে তওবা করা এবং হকুম্বাহ ও হকুল এবাদ আদায় করা জরুরী। হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ
وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَرَاهَأَوْتَمَى عَلَى اللَّهِ

অর্থঃ ঐ ব্যক্তি বৃদ্ধিমান, যে স্থীয় নফস (প্রবৃত্তি)-কে নিয়ন্ত্রনে রাখে এবং তওবা-১০

মৃত্যুর পরের জন্য আমল করে। আর এই ব্যক্তি নির্বোধ যে সীয় নফসকে খাহেশাতের পিছনে লাগাইয়া রাখে অথচ আল্লাহ্ পাকের নিকট নেক বদলার আশা করে।

উক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীতে লিঙ্গ থাকিয়া মাগফেরাতের আশা পোষণ করা বোকামি। এক ধরনের লোক আছে যাহারা গোনাহের কাজে এমনভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে যে, এখন আর তাহারা গোনাহকে কিছুই মনে করে না। বরং অন্যায়-অপরাধকেই যেন জীবনের উদ্দেশ্য বানাইয়া লইয়াছে। তাহারা তওবার প্রয়োজনও অনুভব করে না। কখনও তওবার কথা শ্রবণ হইলেও নফস-শয়তান তাহাদিগকে কু-পরামর্শ দিয়া বলে যে, এখন গোনাহ করিতে থাক, তোমার সামনে দীর্ঘ জীবন পড়িয়া আছে। এখন আমোদ-প্রমোদ ও ফৃত্তি করিয়া জীবনের শেষ দিকে তওবা করিয়া লইলেই চলিবে। অথচ মানুষের হায়াত-মউত্তের কোন ঠিক ঠিকানা নাই। প্রতি মৃত্যুতে এই সম্ভাবনা আছে যে, ইহাই হয়ত জীবনের শেষ মৃত্যু, শেষ সুযোগ। আজকাল মানুষ প্রায়ই দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া আকস্মিক মৃত্যুর শিকার হইতেছে। “আগামীতে তওবা করিয়া লইব” এই আশায় গোনাহ করিতে থাকা এবং তওবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তওবা না করা নিতান্ত বোকামি ও দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নহে।

আরেক ধরনের লোক আছে, তাহারা জানে যে, গোনাহ ক্ষতিকর বিষয়। কিন্তু তাহাদের নফস ভিত্তির হইতে পরামর্শ দিতে থাকে যে, আল্লাহ্ পাক বড় দয়ালু ও মেহেরবান, সূতরাং তয়ের কোন কারণ নাই। তিনি অব্যশই ক্ষমা করিয়া দিবেন। কিন্তু তাহারা এই কথা চিন্তা করে না যে, আল্লাহ্ পাক জারার ও কাহারও বটে। শাস্তি দিতেও তাহার কোন বাধা নাই। প্রকৃত বুদ্ধিমানগণ চিন্তা করিবেন যে, আল্লাহ্ তো ক্ষমা করিতে বাধ্য নন। তিনি যদি ক্ষমা না করেন তবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের পরিণতি কি হইবে? যাহারা অন্যায়-অপরাধ ও পাপাচারে লিঙ্গ থাকিয়া মাগফেরাতের আশা পোষণ করিতে থাকে, হাদীসে পাকে তাহাদিগকে বেঙ্কুফ ও বোকা বলা হইয়াছে।

আমরা প্রতিনিয়ত দুনিয়ার হালাতের পরিবর্তন ও বিবর্তন প্রত্যক্ষ করিতেছি। দুনিয়াবী বিষয়ে সামান্য সম্ভাবনার উপর সর্তক দৃষ্টি রাখা হয়।

ছফরের সময় প্রয়োজনের তুলনায় বেশী অর্থ এই সম্ভাবনার উপর রাখা হয় যে, “প্রয়োজন হইতে পারে”; অথবা কোন দুর্ঘটনাও ঘটিতে পারে। কেহ রোগক্রান্ত হইলে একাধিক ডাঙ্কারের শরণাপন হইয়া থাকে। “পূর্ববর্তী ডাঙ্কার হয়ত রোগ নির্ণয় করিতে পারেন নাই”; এই ধারণার উপর দুই চারি দিন পর পরই ডাঙ্কার পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে এই ধরনের কোন চিন্তা-ভাবনা ও সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না। এখানে এই সম্ভাবনার কথা চিন্ত করা হয় না যে, আল্লাহ্ পাক যদি ক্ষমা না করেন তবে কঠিন আজাবে গ্রেফতার হইতে হইবে। বরং যাবতীয় গোনাহ ও পাপাচারে লিঙ্গ থাকিয়া মাগফেরাতের আশা পোষণ করা হয়। ইহা নফস ও শয়তানের ধোকা ছাড়া আর কিছুই নহে।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে-

مَنْ خَافَ أَذْلَجَ وَمَنْ أَذْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلَا إِنَّ سُلْطَةَ اللَّهِ عَالَمَةٌ
أَلَا إِنَّ سُلْطَةَ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَّةُ

অর্থঃ যেই ব্যক্তির অন্তরে এই ভয় হয় যে, হয়ত গন্তব্যস্থলে পৌছাইতে পারিব না; সে অঙ্গকার রাত্রে উঠিয়া যাত্রা শুরু করে, আর যে অঙ্গকার রাত্রিতেই উঠিয়া যাত্রা করে সে তাহার মঙ্গল ও গন্তব্যস্থলের নাগাল পায়। অতঃপর এরশাদ হইয়াছে, খবরদার! আল্লাহ্ পাকের সওদা অনেক মূল্যবান। খবরদার! তাহার সওদা হইল বেহেস্ত।

যেই ব্যক্তি জারাত পাইতে চায় সে অবহেলা ও গাফলতের মধ্যে পড়িয়া থাকিবে, গোনাহের কাজে লিঙ্গ থাকিবে, শরীয়তের হকুমের বরখেলাফ করিতে থাকিবে আর তওবার ব্যাপারে অবহেলা করিবে- ইহা হইতে বড় বোকামি ও নির্বুদ্ধিতা আর কি হইতে পারে?

মোমেনের কাজ হইল, বেশী বেশী এবাদত করা এবং সেই সঙ্গে এন্টেগফারে লাগিয়া থাকা। এন্টেগফার দ্বারা এবাদতের ক্রটি-বিচুতি সমূহের ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়। মোমেন ব্যক্তি সর্বদাই গোনাহ হইতে দূরে থাকিবে, যদি কখনো কোন গোনাহ হইয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লইবে। আখেরাতের ফিকির হইতে গাফেল থাকাই হইল পরকালের বরবাদীর সূচনা।

গোনাহু করিলে দুনিয়াতে সামান্য স্বাদ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু পরকালে উহার
জন্য বড় কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে। হায় আফসোস! ফেল মি মি কর
(কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?)।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

اَنْ فِي ذَلِكَ لَذْ كَرِيمٌ كَاتِبٌ لِهِ قُلْبٌ اَوْالِقِ السِّبْعِ وَهُوَ شَهِيدٌ

অর্থঃ ইহাতে সেই ব্যক্তির জন্য উপদেশ রহিয়াছে, যাহার অস্তর আছে,
অথবা সে মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করে।

একটি বিশেষ আমল

“মিল্লাতে ইব্রাহীম” নামে হ্যরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী
(রহঃ)- এর একটি ওয়াজ (উর্দূতে) ছাপা হইয়াছে। উহাতে তিনি দুর্বলমনাদের
রহানী চিকিৎসার জন্য একটি সহজ আমলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যদি
উহার উপর আমল করা হয় তবে ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই জীবনে আমূল পরিবর্তন
সৃষ্টি হইবে, ক্রমে যাবতীয় গোনাহু দূর হইতে থাকিবে এবং খাঁটি তওবা
করারও তওঁফীক হইবে। আমলটি এই-

তওবার নিয়তে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া এইরূপ দোয়া করিবেঃ
আয় আল্লাহু! আমি একজন নাফরমান বান্দা। আমি আপনার ফরমাবরদারীর
এরাদা করি, কিন্তু আমার এরাদায় কিছুই হইবে না, আপনার ইচ্ছাতেই সকল
কিছু হওয়া সম্ভব। আমি আমার নফসের এছলাহ ও সংশোধন কামনা
করিতেছি, কিন্তু আমি কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, আমার হিম্মত
হইতেছে না, সুতরাং আমার সংশোধন আপনার ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল।

আয় আল্লাহু! আমার কোন যোগ্যতা নাই, আমি আপনার এক গোনাহুগার
বান্দা, আপনি আমাকে সাহায্য কর৞্ঞ। আমার অস্তর বড় দূর্বল, গোনাহু হইতে
বাঁচিয়া থাকিবার আমার কোন শক্তি নাই। আমাকে শক্তি দান কর৞্ঞ। আমার
নাজাতের কোন উপায় নাই, আপনি গায়েব হইতে আমার নাজাতের উপায়
করিয়া দিন।

আয় পরওয়ারদিগার! আপনার রহমত দ্বারা আমার জীবনের সকল গোনাহু
ক্ষমা করিয়া দিন। আমি এই কথা বলি না যে, আমার দ্বারা আর কখনো কোন
গোনাহু হইবে না। আমি জানি আমার দ্বারা আবার গোনাহু হইয়া যাইবে; আমি
পুনরায় উহা ক্ষমা করাইয়া লইব।

এইভাবে বার বার নিজের অক্ষমতা ও অযোগ্যতা প্রকাশ করিয়া আল্লাহু
পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং এছাহের জন্য দোয়া করিতে
থাকিবে। দৈনিক নিয়মিত মাত্র দশ মিনিট এই আমলটি করিতে থাকিলে
আল্লাহু পাক এমনভাবে গায়েবী সাহায্য করিবেন যে, মনের জোরও বৃদ্ধি
পাইবে, ইজ্জত সম্মানেরও কোন হানি হইবে না এবং কোন প্রকার বাঁধা
বিঘ্নও সৃষ্টি হইবে না। মোটকথা, এমনভাবে গায়েবী এন্ডেজাম হইবে যাহা
আপনি কোনদিন কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

গোনাহের তালিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوبة
 شديد العقاب ذى الطول، لا إلٰه إلا هواليه المصير،
 والصلوة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير،
 وعلى الله وصحابه الذين اهتداوا بهدايه فنالوا الأجر
 الكبير، ومن تبعهم باحسان الى يوم يحاسب فيه القطرير
 والنمير -

যখন “ফাজায়েলে তওবা ও এন্টেগফার” লিখিতে শুরু করিলাম তখন বার
 বার আমার এই খেয়াল হইতে লাগিল যে, পাঠকদের সামনে যাবতীয়
 গোনাহের তালিকাও পেশ করা দরকার। কারণ, অনেকেই সামাজিক প্রথা ও
 দেশীয় রেওয়াজ হিসাবে এমন অনেক কাজ করিয়া থাকেন যাহা দ্বারা গোনাহ
 ও পাপ হইতে পারে বলিয়া তাঁহারা ধারণাও করেন না।

আবার অনেকেই নিজের আমলকে গোনাহের কাজ মনে করেন বটে, কিন্তু
 তাহাদের ইহা জানা নাই যে, উহা কোনু পর্যায়ের গোনাহ। সূতরাং কবীরা
 গোনাহকে তাহারা মামুলী মনে করিয়া করিতে থাকেন। এই কারণেই আমি
 “ফাজায়েলে তওবা ও এন্টেগফার” লিখিবার পূর্বেই অত্র কিতাবটি লিখিতে
 শুরু করিয়াছিলাম। আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে ইহাও সমাঞ্চ হইল।
 এই কিতাবটি “ফাজায়েলে তওবা ও এন্টেগফারের” সম্পূরক গ্রন্থ ও বলা
 যাইতে পারে। এই দুইটি কিতাবের ধারাবাহিক পাঠ অব্যাহত রাখিলে
 ইন্শাঅল্লাহ পাঠকগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন।

স্বাতাবিক জীবনযাত্রায় আমরা যেই সকল কাজ-কারবার করিতেছি
 উহাতে কি কি গোনাহ হইতেছে এবং এই সকল গোনাহের কারণে দুনিয়া ও
 আখেরাতের কি কি শোকসান হইতেছে এবং পরকালে ইহার জন্য কি ধরনের

শান্তিবিধান রহিয়াছে এই সকল বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই এই কিতাবটি লেখা হইয়াছে।

গোনাহের বিবরণ সঞ্চিত বহু হাদীস অত্র গ্রন্থে সংকলন করা হইয়াছে। অধিকাংশ হাদীস “মেশকাতুল মাছাবীহ” গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। তবে স্বল্প সংখ্যক হাদীস হাফেজ মুনজিরী (রহঃ) রচিত “আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব” এবং মুসতাদরাকে হাকিম হইতে লওয়া হইয়াছে। সকল হাদীসের বর্ণনা শেষেই উহার সুত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। কিতাবটির আগা-গোড়া সম্পূর্ণই যেন সকল শ্রেণীর মুসলমানের বোধগম্য হয় তথ্যেতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।

কোনটি কবীরা ও কোনটি ছগীরা গোনাহ উহার তত্ত্ব বিশ্লেষণ না করিয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে যাহা যাহা নিষিদ্ধ ঐগুলিকে একত্রিত করিয়া পাঠকদের সামনে তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

ছগীরা গোনাহ হউক বা কবীরা গোনাহ, সকল অবস্থাতেই উহা গোনাহ বটে। প্রাণনাশকারী বিষ কম হইলেও বিষ আর বেশী হইলেও বিষ। আলেমগণ বলিয়াছেন, কোন ছগীরা গোনাহ যখন বারংবার করা হয়, তখন উহাও কবীরা গোনাহে পরিণত হইয়া যায়। সুতরাং সাধারণ মানুষ যেই সকল গোনাহকে ছগীরা ও ছোট গোনাহ মনে করিয়া বার বার করিতেছে; ঐ সকল গোনাহ ছগীরা হইলেও বার বার করার কারণে উহা আর ছগীরা থাকিতেছে না। মানুষ যখন ছগীরা গোনাহে অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন শয়তান তাহাকে অনায়াসে কবীরা গোনাহের দিকে টানিতে থাকে। কাজেই ছোট বড় সকল পাপ হইতেই সর্বদা বাচিয়া থাকা আবশ্যিক। শয়তানের ধোকায় পড়িয়া কখনো কোন গোনাহ করিলে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লইবে, ইহাই মোমেনের শান।

এই কিতাবে যেই সকল গোনাহের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে উহার অধিকাংশই কবীরা গোনাহ। স্বল্প সংখ্যক ছগীরা গোনাহেরও আলোচনা করা হইয়াছে। পাঠকগণ কিতাবটিকে গভীর মনোযোগসহকারে নিজে পাঠ করুন এবং অপরকেও পড়িয়া শোনাইতে থাকুন। সেই সঙ্গে নিজের বিগত জীবনের সংশোধন ও ভবিষ্যতে যাবতীয় পাপাচার হইতে বাচিয়া থাকিবার দৃঢ় প্রত্যয় লইয়া নফস ও শয়তানের ধোকা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে তৎপর হউন।

পাঠকবর্গের খেদমতে আমার বিশেষ নিবেদন এই যে, কিতাবটি পাঠ করিয়া যদি কিছুমাত্র উপকৃত হন তবে আমি অধমের জন্য এবং আমার মাতা-পিতা, মাশায়েখ এবং আমার উস্তাদদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিবেন।

- বিনীত

মোহাম্মাদ আশেক এলাহী বুলন্দ শহরী
মদীনা মোনাওয়ারা

১৭-৮-১৪০৩ হিজরী

ব্যভিচার, চূরি, মদ্যপান, লুঁঠন, গনীমতের মালে খেয়ানত

সাতটি মারাস্তক গোনাহ

শেরেক, যাদু, হত্যা, সুদ, এতীমের মাল ভক্ষণ, জেহাদের ময়দান হইতে
পলায়ন এবং সতী নারীর নামে তিথ্যা বলক লেপন।

১নং হাদীসঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْبُزُ الرَّأْيِ حِينَ تَرْبِي وَهُوَ
مُؤْمِنٌ وَلَا يَسِيرُ السَّارِقُ حِينَ يَسِيرُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ
الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِي بِنَهْبَةٍ يَرْفَعُ النَّاسُ
إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِي بِهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَغْلُبُ أَحَدًا كُمْ حِينَ
يَنْتَهِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاهُمْ إِيَّاكُمْ -

অর্থঃ হয়রত আবু হোরায়রা রাজিয়ান্নাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম
ছান্নান্নাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম এরশাদ করিয়াছেন, সাতটি ধ্রংসাত্তক গোনাহ
হইতে আত্মরক্ষা কর। ছাহাবাগণ আরজ করিলেন, হে আন্নাহর রাসূল! এ
সাতটি গোনাহ কি? এরশাদ হইলঃ

১। আন্নাহ পাকের সঙ্গে কাহাকেও শরীক করা।

২। যাদু করা।

৩। অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করা। তবে ন্যায়ভাবে হত্যা করা যাইবে
(যেমন কেহ অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিলে শরীয়ত নির্ধারিত কেসাসের
বিধান অনুযায়ী তাহাকে হত্যা করা যাইবে।)

৪। সুদ খাওয়া।

৫। এতীমের মাল খাওয়া।

৬। জেহাদের ময়দান হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া চলিয়া আসা।

৭। এমন সতী-সাধ্নী ও ইমানদার নারীর নামে অপবাদ দেওয়া, যে কখনো
অপরাধের কল্পনাও করে না।

২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْبُزُ الرَّأْيِ حِينَ تَرْبِي وَهُوَ
مُؤْمِنٌ وَلَا يَسِيرُ السَّارِقُ حِينَ يَسِيرُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ
الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِي بِنَهْبَةٍ يَرْفَعُ النَّاسُ
إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِي بِهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَغْلُبُ أَحَدًا كُمْ حِينَ
يَنْتَهِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاهُمْ إِيَّاكُمْ -

অর্থঃ হয়রত আবু হোরায়রা রাজিয়ান্নাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম
ছান্নান্নাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম এরশাদ করিয়াছেন, জিনাকারী জিনা করার
সময় মোমেন থাকে না।, চোর চূরি করার সময় মোমেন থাকে না এবং মদ্যপ
মদ পান করার সময় মোমেন থাকে না। কোন ব্যক্তি যখন সম্পদ লুঁঠন করে-
যাহার দিকে যানুষ (হত্বাক নেত্রে) তাকাইয়া থাকে- তখন সে মোমেন
থাকে না এবং গনীমতের মালে খেয়ানতকারী ব্যক্তি খেয়ানত করার সময়
মোমেন থাকে না। - মেশকাতুল মাছবীহ পঃ ১৭

মোনাফেকের চারিটি স্বত্ত্বাব

৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمِيرٍ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَيْعَ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا حَالِصًا
وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ حَصْلَةً مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ حَصْلَةً مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى
يَدْعَهَا، إِذَا اتَّهِمَ حَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَلَذَا عَاهَدَ غَدَرَ
وَلَذَا حَاضَمَ فَجَرَ

স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ করা ও মদ পান করা

৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلُ أَبِي لَأَنْ شَرِكَ بِاللَّهِ شَرِيكًا وَإِنْ قُطِعْتَ وَحْرَقْتَ وَلَا تُنْزَلَ صَلَوةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ يَتَرَكُهَا مُسَعِّدٌ أَفَقَدَ بِرَبِّهِ مِنْهُ الْرِّمَمَةَ وَلَا تَشْرِبِ الْحَمَرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ

অর্থঃ হযরত আবু দারদা রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহ হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাকে যদি টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হয় এবং জ্বালাইয়া দেওয়া হয় তথাপি তুমি আল্লাহর সঙ্গে কাহাকেও শরীক করিও না, আর স্বেচ্ছায় ফরজ নামাজ ত্যাগ করিও না। কেননা, যেই ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ করে তাহার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের কোন জিমাদারী থাকে না। তোমরা মদ পান করিও না। কারণ মদ হইল সকল অনিষ্টের চাবি বা মূল। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ১৭

নামাজে অবহেলা করা

৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْيَرِ وَبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ السَّيِّدِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَهُ ذَكْرَ الصَّلَاةِ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورٌ أَوْ بَرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَفِّظْ عَلَيْهَا الْمَكْثُونَ لَهُ نُورٌ أَوْ لَبَرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَعَ قَارِبِهِنَّ وَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ حَلْفٍ

অর্থঃ হযরত আবুল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহ আনহ বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, যেই ব্যক্তি নামাজের প্রতি যত্নবান হইয়াছে রোজ কেয়ামতে সেই নামাজ তাহার জন্য নূর হইবে এবং উহা তাহার ঈমানের দলীল হইবে। নামাজ তাহার জন্য নাজাতের কারণ হইবে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি নামাজের প্রতি ঝুক্কেপ করে জন্য নাজাতের কারণ হইবে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি নামাজের প্রতি ঝুক্কেপ করে না কেয়ামতের দিন তাহার জন্য কোন নূর ও দলীল থাকিবে না। তাহার যাহার জন্য বসিয়া সূর্যের অপেক্ষা করা হয়, অবশেষে সূর্যের বর্ণ লাল হইয়া যায়। তখন শয়তানের দুই শি-এর মাঝখানে (সেজদার নামে) চারটি ঠোকর ইবনে খালফের সঙ্গে তাহার হাশের হইবে। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৫৯

মোনাফেকের নামাজ

৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ صَلَاةً الْمَنَافِقِ يَجْلِسُ بِيَرْقَبِ الشَّمْسِ حَتَّى إِذَا صَفَرَتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْبِي الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعَةً لَيْلَاتٍ كَمَّ اللَّهِ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ঐ নামাজ হইল মোনাফেকের নামাজ যাহার জন্য বসিয়া সূর্যের অপেক্ষা করা হয়, অবশেষে সূর্যের বর্ণ লাল হইয়া যায়। তখন শয়তানের দুই শি-এর মাঝখানে (সেজদার নামে) চারটি ঠোকর

মারিয়া কোনভাবে আল্লাহর নাম অব্যরণ করা হয়।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৬০

ফায়দাঃ “শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখানে” কথার অর্থ হইল, সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে শয়তান উহার সামনে দাঢ়াইয়া তাহার দুই শিং দোলাইতে থাকে। সূর্যপুজারীগণ উহারই উপাসনা করে।

নামাজে চুরি

৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَيِّ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَءُ النَّاسِ سَرَقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلْوَتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلْوَتِهِ؟ قَالَ لَا يَتَمَرَّرُ كُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا -

অর্থঃ হযরত আবু কাতাদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহ হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সবচাইতে নিকৃষ্ট চোর হইল ঐ ব্যক্তি যে নিজের নামাজের মধ্যে চুরি করে। ছাহাবাগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। নামাজের মধ্যে কিভাবে চুরি করে? এরশাদ হইল, নামাজের রক্তু-সেজদা পুরাপূরীভাবে আদায় করে না (ইহাই নামাজের চুরি)। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৮৩

জামাত ত্বক করা

৮ নং হাদীস

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَّتْ أَنْ أُمْرِرَ حَطَبَ فَيُحَطِّبَ ثُمَّ أَمْرِي بِالصَّلَاةِ فَيُؤْذَنُ لَهَا ثُمَّ أَمْرُرَ حَلَافَةً فَيُؤْمِنُ النَّاسُ ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَيْ رِجَالٍ وَفِرَّاً يَتَأَلَّمُونَ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُخِرِّقَ عَلَيْهِمْ

بِيُورَتِهِمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْيَقِلَمْ أَهَدْهُمْ آتَهُمْ بِيَدِهِ عَرَقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتِينِ حَسَنَتِينِ يَشْهَدُ الْعِشَاءَ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ পবিত্র সন্তার শপথ যাহার হাতে আমার প্রাণ, আমার অস্তর চায় যে, বেশ কিছু জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিতে হকুম করি এবং উহা সংগ্রহ হইবার পর নামাজের হকুম দেই। অতঃপর আজান দেওয়া হইলে কাহাকেও ইমামতী করিতে আদেশ করি। এইবার আমি ঐসকল লোকের নিকট গমন করিয়া তাহাদের গৃহে আগুন ধরাইয়া দেই যাহারা কোন প্রকার ওজর ছাড়াই গৃহে অবস্থান করিতেছে। ঐ যাতের কছম! যাহার হাতে আমার প্রাণ, (যাহারা জামাতে শরীক হয় না) তাহাদের কেহ যদি জানিতে পারে যে, (জামাতে শরীক হইলে) সে গোষ্টের একটি চিকন হাত্তি পাইবে অথবা বকরীর দুইটি ভাল ক্ষুর পাইবে তাহা হইলে অবশ্যই সে এশার নামাজে আসিয়া হাজির হইবে।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৯৫

ফায়দাঃ যাহারা জামাতের সহিত নামাজ আদায় করিতে মসজিদে হাজির হয় না, উপরোক্ত হাদীসে তাহাদের বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাদের দুনিয়াপ্রীতি ও ইন্দ্রিয়তার পরিচয় দিয়া বলা হইয়াছে যে, সামান্য একটি চিকন হাত্তি ও বকরীর দুইটি ক্ষুরের জন্য তাহারা হাজির হইতে পারিবে কিন্তু নামাজের জন্য মসজিদে আসিতে পারে না।

জুমুআর নামাজ ত্বক করা

৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ التَّيَّارَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَحَلَّفُونَ عَنْ أَجْمَعَةٍ لَقَدْ هَمَّتْ آتُهُمْ أَمْرَ رَجَلًا يُصَلِّي بِإِلَيْهِ تَائِسٌ ثُمَّ أَحْرِقَ عَلَيْهِ رَجَالٌ يَتَعَلَّفُونَ عَنِ الْجَمِيعَةِ بِيُورَتِهِمْ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহ হইতে বর্ণিত আছে, যাহারা জুমুআর নামাজ তরক করে তাহাদের স্পর্কে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার মন চায় যে, কাহাকেও নামাজ পাঢ়াইতে আদেশ করি, অতঃপর যাহারা জুমুআর নামাজে শরীক না হইয়া ঘরে অবস্থান করিতেছে তাহাদের ঘরে আগুন ধরাইয়া দেই।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ১২১

১০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ حَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا النَّاسُ إِيمَانُهُمْ وَشَرِكُ الْسَّرَّائِرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا شَرِكُ السَّرَّائِرِ قَالَ يَقُولُ مَنْ يَرْجُلُ فِي رَبِّيْتِ صَلَوَاتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرِيْدُ مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَذَلِكَ شَرِكُ السَّرَّائِرِ

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর এবং হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহমা বলেন, আমরা রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিষ্বরের উপর এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, লোকেরা যেন জুমুআ ত্যাগ না করে। অন্যথায় আল্লাহু পাক তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দিবেন। অতঃপর অবশ্যই তাহারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ১২১

লোক দেখানো এবাদত

১১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِّتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخْوَافَ مَا أَخْوَافَ عَلَيْكُمُ الشَّرِكَ الْأَمْفَرَ قَالُوا وَمَا الشَّرِكُ الْأَمْفَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا جَزَى النَّاسَ بِمَا عَمِلُهُمْ إِذْ هُبُرُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا قَاتِلُوا هُنَّ حَمَدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

অর্থঃ হযরত শান্দাদ বিন আউস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহ বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যেই

ব্যক্তি (মানুষকে) দেখাইবার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়িল ও রোজা রাখিল এবং ছদকা দিল সে শেরেক করিল। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৫৫

১২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ مَحْمُودٍ بْنِ لَيْلَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا النَّاسُ إِيمَانُهُمْ وَشَرِكُ السَّرَّائِرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا شَرِكُ السَّرَّائِرِ قَالَ يَقُولُ مَنْ يَرْجُلُ فِي رَبِّيْتِ صَلَوَاتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرِيْدُ مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَذَلِكَ شَرِكُ السَّرَّائِرِ

হযরত মাহমুদ বিন লাবীদ রাজিয়াল্লাহু আনহ হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা বাহিরে) তাশরীফ আনিয়া এরশাদ করিলেন, হে লোক সকল! তোমরা গোপন শেরেক হইতে পরাহেজ কর। ছাহাবাগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গোপন শেরেক কি? এরশাদ হইল, মানুষ নামাজ পড়িতে দাঁড়ায় অতঃপর স্বীয় নামাজকে এই কারণে ভালভাবে আদায় করে যে, লোকেরা তাহাকে দেখিতেছে। ইহাই গোপন শেরেক। - আত্ম তারগীব ওয়াত্তারহীব পৃঃ ৬৮

১৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخْوَافَ مَا أَخْوَافَ عَلَيْكُمُ الشَّرِكَ الْأَمْفَرَ قَالُوا وَمَا الشَّرِكُ الْأَمْفَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا جَزَى النَّاسَ بِمَا عَمِلُهُمْ إِذْ هُبُرُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا قَاتِلُوا هُنَّ حَمَدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

অর্থঃ হযরত মাহমুদ বিন লাবীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহ হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি

তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী যেই জিনিসের আশঙ্কা করিতেছি তাহা হইল, ছোট শেরেক। ছাহাবাগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ছোট শেরেক কি? তিনি এরশাদ করিলেন, রিয়া (লোক দেখানো এবাদত)। আল্লাহ পাক যেই দিন মানুষের আমলের বদলা দিবেন সেই দিন (রিয়াকারীদিগকে বলিবেন, তোমরা তাহাদের নিকট যাও, দেখ তাহাদের নিকট কোন বদলা পাওয়া যায় কি-না)। - আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৮

ফায়দাঃ এক হাদীসে বলা হইয়াছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক যখন সকল মানুষকে একত্রিত করিবেন, যাহা অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই; সেই দিন (আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে) এক ঘোষক ঘোষণা করিবে যে, যেই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের জন্য কোন এবাদত করিয়াছে এবং উহাতে অপর কাহাকেও শরীক করিয়াছে, সে যেন ঐ আমলের ছাওয়ার ঐ ব্যক্তির নিকটেই প্রার্থনা করে (যাহাকে সে শরীক করিয়াছিল)। কেননা, আল্লাহ পাক অংশিদারিত্বের ব্যাপারে একেবারেই প্রভাব মুক্ত। (অর্থাৎ কোন অংশিদার কাজ-কারিবারের তিনি কোনই প্রয়োজন বোধ করেন না। তাই এইরূপ এবাদতও তিনি শ্রদ্ধণ করিবেন না)। - তারগীব

গায়রূপালাহর উদ্দেশ্যে এবাদত

১৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِصُحْفٍ
مُخَمَّمَةٍ فَتُنَصَّبُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَقُولُ وَبَارَكَ اللَّهُ
تَعَالَى أَلْقُواهُنِّيهَا وَاقْبِلُواهُنِّيهَا فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ وَعَنْ يَدِكَ وَ
جَلَّ لِكَ مَا رَأَيْتَ إِلَّا أَخْيَرًا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ هَذَا كَانَ
لِغَيْرِ وَجْهٍ وَإِنِّي لَا أَقْبِلُ إِلَّا مَا ابْتَغَيْتَ بِهِ وَجْهِي -

অর্থঃ হ্যরত আনাস রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহ হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন

আল্লাহ পাকের নিকট মোহরকৃত অনেক আমলনামা পেশ করা হইবে। আল্লাহ পাক ফেরেন্টাদেরকে নির্দেশ দিবেন, (আমলনামার মধ্যে হইতে) এইগুলিকে ফেলিয়া দাও; আর (অবশিষ্ট) এইগুলিকে কবুল করিয়া লও। আদেশ পাইয়া ফেরেন্টাগণ আরজ করিবেন, আয় পরওয়ারদিগারে আলম! আপনার ইজ্জত ও জালালের কসম, আমরা তো (এই বাতিলকৃত আমলের মধ্যে) খারাপ কিছুই দেখিতেছি না। উত্তরে আল্লাহ পাক বলিবেন, নিঃসন্দেহে (ইহাতে যেই আমল লিপিবদ্ধ আছে) উহা আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয় নাই। আর আমি শুধু এই সকল আমলই কবুল করিয়া থাকি যাহা শুধু আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করা হয়। - আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৩

দুনিয়ার উদ্দেশ্যে আমল করা

১৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِّرَهُنِّيهَا إِلَيْهِمْ بِالسَّيَاءِ
وَالرَّفِيعَ وَالثَّمِيقَينِ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ
لِلَّهِ يَكُونُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ ،

অর্থঃ হ্যরত উবাই ইবনে কায়াব রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই উন্নতকে সুসংবাদ দাও যে, তাহারা উক মর্যাদা লাভ করিবে, তাহাদের দ্বীন বিজয়ী হইবে এবং ভূষ্ঠে তাহাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর যেই ব্যক্তি আখেরাতের আমল দুনিয়ার জন্য করিবে পরকালে সে উহার কোন অংশ পাইবে না। - আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪

প্রসিদ্ধি লাভের জন্য আমল করা

১৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَيْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا

عَنْ أَيْلُهِمُ الْأَجْرُ وَالذِّكْرُ مَالَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَيْءَ لَهُ، فَاعْدَاهَا ثُلَثَ مِيرَإِ وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَيْءَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبِلُ مِنَ الْعَسِيلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغُنِي وَجْهُهُ.

অর্থঃ হযরত আবু উমামা রাজিয়ান্নাহ আনহ হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসান্নামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! বলুন, এক ব্যক্তি ছাওয়াব ও প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে জেহাদ করে; এরশাদ হইল, সে কিছুই পাইবে না। আগন্তুক তিনবার এই একই প্রশ্ন করিলে প্রতিবারই তিনি বলিলেন, সে কিছুই পাইবে না। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ পাক কেবল ঐ আমলই কবুল করেন যাহা নিষ্ক তাহার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয় (অন্য কোন কিছুর সংমিশ্রণ তাহাতে থাকে না)। - আত্ তারগীব ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৫

১৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِيرٍ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَعَ النَّاسَ سَعَ اللَّهُ بِهِ أَسَاطِعَ خَلْقَهُ وَحَمْرَةَ وَصَغْرَةَ

অর্থঃ হযরত আবুল্লাহ বিন আমর রাজিয়ান্নাহ আনহ নবী করীম ছাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম হইতে শুনিয়াছেন, যেই ব্যক্তি মানুষের মধ্যে নিজের প্রসিদ্ধি ও সুনাম কামনা করে আল্লাহ পাক তাহাকে (দুর্নামের সহিত) বিখ্যাত করিয়া দিবেন এবং (মানুষের নজরে) তাহাকে নিকৃষ্ট ও খাটো করিয়া দিবেন।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪৫৪

জাকাত আদায় না করা

১৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنَّهُ مَا لَأَفَلَمْ يُؤْتَ دِرْكَوَتَهُ مُثِلَّ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهِ مَتَّيْهُ يَعْنِي شِدْقَيْهُ ثُمَّ يَقُولُ أَنَّمَا لَكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَوْ لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ الْأَيَّةَ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়ান্নাহ আনহ হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ পাক যাহাকে সম্পদ দান করিয়াছেন সে যদি ঐ সম্পদের জাকাত আদায় না করে, তবে কেয়ামতের দিন তাহার সম্পদকে টাকমাথা বিশিষ্ট সাপ বানানো হইবে (বিষের তীব্রতার কারণে তাহার মাথা হইতে চুল পড়িয়া যাইবে।) উহার দুই চক্ষুতে দুইটি কালো বিলু হইবে। অতঃপর নবী করীম ছাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম (নিজের বক্তব্যের সমর্থনে) নিশ্চের আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন-
وَلَا يَحْسِنُ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا تَهْمِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ
بِلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سِيَطْرَقُونَ مَا يَبْخَلُونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - وَ اللَّهُ مِيرَاثُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ

অর্থঃ আর কখনো যেন ধারণা না করে এইরূপ লোক, যাহারা কৃপণতা করে ঐ বস্তুতে যাহা তাহাদিগকে আল্লাহ পাক স্থীয় করণায় দান করিয়াছেন- উহা তাহাদের জন্য মঙ্গলজনক হইবে; বরং উহা তাহাদের জন্য খুবই অমঙ্গলজনক। তাহাদিগকে কেয়ামতের দিন তওক (বেঢ়ি) পরাইয়া দেওয়া হইবে। উহার (ঐ মালের) যাহাতে তাহারা কৃপণতা করিয়াছিল। বস্তুতঃ

অবশেষে আসমান ও যমীন আল্লাহ্ তামালারই থাকিয়া যাইবে। আর আল্লাহ্ আমাদের যাবতীয় কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন। - মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ১৫৫

হজ্জ আদায় না করা

১৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي أُمَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجَّ حَاجَةً طَاهِرًا أَوْ سُلطَانًا جَائِرًا أَوْ مَرْضًا حَابِسًا فَمَا تَوَمَّتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصَارَائِيًّا

হ্যরত আবু উমামা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হজ্জ আদায় করিতে যাহার সম্মুখে কোন বাঁধা নাই, বা কোন জালেম বাদশাহ কিংবা কোন রোগ-ব্যাধি প্রতিবন্ধক হয় নাই; তথাপি সে যদি হজ্জ আদায় না করে তবে সে ইহুদী কিংবা নাসারা হইয়া মৃত্যুবরণ করুক। - মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ২২২

রমজানের রোজা ত্যাগ করা

২০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ عَبْرِ رُحْصَدٍ وَلَا مَرْضِنَ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صُومُ الدَّاهِرِ كُلِّهِ وَلَنْ صَامَهُ

অর্থঃ হ্যরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত এবং কোন প্রকার রোগ-ব্যাধি ব্যতীত রমজানের একটি রোজা ভঙ্গ করিল, অতঃপর সে যদি সারা জীবনও রোজা রাখে তবুও ঐ একটি রোজার ক্ষতিপূরণ হইবে না, যদিও সে উহার কাজাও আদায় করে। (কেননা,

রমজান মাসে রোজা রাখিলে যেই ফজিলত পাওয়া যায় রমজানের বাহিরে অপর কোন মাসে রোজা রাখিলে সেই ফজিলত পাওয়া যায় না।) যদিও সংজ্ঞ কারণে ভঙ্গকৃত একটি রোজার পরিবর্তে একটি রোজা রাখিলেই উহার কাজা আদায় হইয়া যাইবে।

ফায়দাঃ রমজান শরীফের রোজা রাখা ফরজ। ইসলামের পথগতিভিত্তির একটি হইল রোজা। শরীয়তসম্মত ওজর ছাড়া রমজান মাসের রোজা ভঙ্গ করা মহাপাপ।

কোরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়া

২১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْضَتْ عَلَى أَجْوَرِ أُمَّتِي حَتَّى الْقَدَّاَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْكِدِ وَعُرْضَتْ عَلَى ذُنُوبِ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَدْتُ بَأَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ أَيْتَهَا رَجُلٌ ثُمَّ لَسِينَهَا -

হ্যরত আনাস রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উচ্চতের নেক আমলসমূহ আমার সম্মুখে পেশ করা হইয়াছে, এমনকি কোন ব্যক্তি মসজিদ হইতে সামান্য খড়-কুটা পরিষ্কার করিয়াছে, (উহাকেও আমি নেক আমলের মধ্যে দেখিয়াছি) এবং আমার সম্মুখে আমার উচ্চতের গোনাহ পেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে আমি উহা হইতে বড় কোন গোনাহ দেখি নাই যে, কোন ব্যক্তিকে কোরআন শরীফের কোন ছুরা বা আয়াত (মুখ্যস্থের তৌফিক) দেওয়া হইল, আর সে উহা ভুলিয়া গেল। - মেশকাতুল মাছাবীহ্ পৃঃ ৬৯

الْعَلَمَاءُ أَوْ لِمَاءِرَى بِهِ السُّفَهَاءُ أَوْ يُضْرِبُ بِهِ وُجُوهُ النَّاسِ
أَدْخَلَهُ اللَّهُ التَّارِ-

অর্থঃ হযরত ছায়াদ বিন আবাদ রাজিয়াল্লাহু আনহ হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আলেমদের সঙ্গে মোকাবেলা করা, মুর্খদের সঙ্গে বাগড়া করা এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে এলেম হাসিল করে আল্লাহু পাক তাহাকে দোজখে নিষ্কেপ করিবেন। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩৪

দুনিয়ার জন্য এলেম হাসিল করা

২৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
الَّذِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعْلَمَ عِلْمًا مِمَّا يُنْتَغِي
بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يَتَعْلَمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا
لَمْ يَحِدْ عَرَفَ الْجَنَّةَ كَيْمَ الْعِيْمَةَ يَعْنِي سِرْيَحَهَا

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহ হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই এলেম দ্বারা আল্লাহু পাকের রেজা ও সন্তুষ্টি সন্ধান করা হয়, এমন এলেমকে যে দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদ কামাইবার উদ্দেশ্যে হাসিল করিল, সে জানাতের খুশবুও পাইবে না। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩৪

এলেম গোপন করা

২৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ
كَمَّهُ الْجَمَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ يَلْجَأُ مِنْ تَائِ-

২২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ امْرٍ إِلَّا يَقْرَئُهُ الْقُرْآنُ ثُمَّ يَنْسَأُهُ
إِلَّا لِقَى اللَّهُ يَوْمَ الْقِيْمَةَ أَجْنَامَ -

অর্থঃ হযরত ছায়াদ বিন আবাদ রাজিয়াল্লাহু আনহ হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোরআন শরীফ পড়িয়া পুনরায় ভুলিয়া যায় সে কেয়ামতের দিন কুষ্টরোগী অবস্থায় আল্লাহু পাকের দরবারে হাজির হইবে।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ১৯১

বেদ্যাত জারী করা

২৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ
مِنْهُ فَهُوَ مُرْدُودٌ

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে পাক ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কোন “নৃতন বিষয়” অন্তর্ভুক্ত করে যাহা দ্বীন নহে, তবে ঐ “নৃতন বিষয়” প্রত্যাখ্যাত। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৭

মানুষকে নিজের অনুসারী বানানোর ইচ্ছায় এবং প্রতিপক্ষকে

পরাভূত করার জন্য এলেম হাসিল করা

২৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَاهِرَى بِهِ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়ান্নাহ আনহ হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছান্নান্নাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম এরশাদ করিয়াছেন, কাহারো নিকট এলমী বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিলে জান থাকা সত্ত্বেও যদি সে উহা গোপন করে তবে কেয়ামতের দিন তাহাকে আগুনের লাগাম পরানো হইবে।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩৪

ফায়দাৎ উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত “এলমী বিষয়” দ্বারা কোরআন হাদীস ও দ্বিনী মাসআলা-মাসায়েলের কথা বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ দ্বিনী বিষয় জানা থাকা সত্ত্বেও কেহ প্রশ্ন করিলে যদি উহার উত্তর দেওয়া না হয় তবে হাদীসে বর্ণিত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

যাহা হাদীস নহে উহাকে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করা

২৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحِمْ نَبَتٌ مِّنَ السُّحْنِ
وَكُلُّ لَحِمٍ نَبَتٌ مِّنَ السُّحْنِ كَانَتِ الشَّارِأَوْلَى بِهِ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়ান্নাহ আনহ হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছান্নান্নাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া আমার উপর মিথ্যা বলে (অর্থাৎ যাহা হাদীস নহে, উহাকে হাদীস বলিয়া বর্ণনা করে) তবে সে যেন দোজখে নিজের ঠিকানা করিয়া লয়।

- ছহী মুসলিম ১ম খণ্ড পৃঃ ৭

আন্নাহওয়ালাদের সঙ্গে দুশ্মনী করা

২৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَ لِي
وَلِيًّا فَقَدَ أَذْنَهُ بِالْحُرْبِ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়ান্নাহ আনহর বর্ণনা হইতে জানা যায়, নবী করীম ছান্নান্নাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম এরশাদ করিয়াছেন, আন্নাহ তায়ালা বলেনঃ যেই ব্যক্তি আমার কোন দোষের সঙ্গে দুশ্মনী রাখে আমি তাহার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিলাম। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ১৯৭

ফায়দাৎ যেই সকল ব্যক্তি এখলাসের সঙ্গে দ্বিনের এলেম ও আমলের মধ্যে লিঙ্গ, তাঁহাদের সঙ্গে দুশ্মনী রাখা কত বড় দুর্ভাগ্যের কথা যে, আন্নাহ পাক স্বয়ং এই জাতীয় লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন।

হারাম মাল খাওয়া

২৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحِمْ نَبَتٌ مِّنَ السُّحْنِ
وَكُلُّ لَحِمٍ نَبَتٌ مِّنَ السُّحْنِ كَانَتِ الشَّارِأَوْلَى بِهِ

অর্থঃ হযরত জাবের রাজিয়ান্নাহ আনহ হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছান্নান্নাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ গোষ্ঠ (শরীর) জালাতে প্রবেশ করিবে না যাহা হারাম উপায়ে প্রতিপালিত হইয়াছে। আর হারাম উপায়ে প্রতিপালিত গোষ্ঠ জাহানামেরই উপযুক্ত। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৪২

উপার্জিত হারাম সম্পদ রাখিয়া যাওয়া

৩০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكُسْبُ عَبْدُ مَسَانَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُمْكَلِّمُ مِنْهُ وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارِكُ لَهُ

فِيْنُو وَلَا يَرْكُه خَلْفَ طُهْرٍ إِلَّا كَثَرَ ذَادَ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُو الْجَنَاحَ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত আছে, সুদ্দে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন বাল্দা হারামতাবে উপজিঞ্চ সম্পদ ছদকা করিলে উহা কবুল করা হইবে না। যদি ঐ মাল খরচ করে তবে উহাতে বরকত হইবে না। যদি হারাম সম্পদ রাখিয়া যায় তবে উহা তাহাকে দোজখে লইয়া যাওয়ার পাথেয় হইবে।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৪২

সুদ খাওয়া

৩১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنِيْلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمَ الرِّبَوَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةِ وَثَلَاثِينَ زِيَّةً

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন হানজালা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কেহ সুদের একটি দিরহামও তক্ষণ করে এবং সে জানে (যে, ইহা সুদ) তবে (উহার গোনাহ) ছত্রিশবার জিনা করা হইতেও অধিক ভয়াবহ।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৪৫

সুদের হিসাব লেখা এবং উহার সাক্ষী হওয়া

৩২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَوَا مُوكِلًا وَكَاتِبًا وَشَاهِدًا يُبَرِّأ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

অর্থঃ হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত আছে যে, যাহারা সুদ

খায়, সুদ খাওয়ায়, সুদের হিসাব লিখে এবং সুদের সাক্ষী হয় তাহাদের সকলের উপর নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়াছেন, (গোনাহের ব্যাপারে) তাহারা সকলেই সমান।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৪৪

জমি দখল করা

৩৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ ثَرِيْدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخْدَى شَبَرًا مِنَ الْأَرْضِ فَلَمَّا فَانَّهُ بُطَّوَّفَهُ يَرْمُمُ الْقِيمَةَ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

হযরত ছাল্লিদ বিন জায়েদ রাজিয়াল্লাহ আনহ বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমিও অন্যায়ভাবে দখল করিয়াছে, কেয়ামতের দিন ঐ দখলকৃত জমিনের সাত তবক পর্যন্ত সবটুকু তাহার গলায় বেড়ি পরাইয়া দেওয়া হইবে।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৫৪

৩৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَرَّةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سِمْعَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيَّمَا رَجُلٌ ظَلَمَ شَبَرًا مِنَ الْأَرْضِ لَفَنَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُحِفِّرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ أَخْرَسَبْرَعَ أَرْضِينَ ثُمَّ يُطَوَّفَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ

হযরত যালা রাজিয়াল্লাহ আনহ বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, কোন ব্যক্তি জুলুম করিয়া যদি এক বিঘত পরিমাণ জমিও দখল করিয়া লয়, তবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক ঐ জমিনের সাত তবকের শেষ স্তর পর্যন্ত খনন করিতে আদেশ করিবেন। অতঃপর ঐ জমিনকে তাহার গলায় তওক বা বেড়ি বানাইয়া দিবেন। কেয়ামতের দিন

মানুষের সম্মুখে তাহার ফায়সালা হওয়া পর্যন্ত উহা তাহার গলায় থাকিবে।
— মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৫৬

বিনা দাওয়াতে আহার করা

৩৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَمْكُّهُ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَمَ بَيْعَ الْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى عِلْرَدٍ عُوْرَةً دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغَيْرًا

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কাহাকেও খাওয়ার দাওয়াত করা হইলে সে যদি উহা কবুল না করে তবে সে আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের নাফরমানী করিল। আর যেই ব্যক্তি দাওয়াত ছাড়া আসিয়া আহারে শরীক হয়, সে যেন চোর হইয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং ডাকাত হইয়া বাহির হইয়া গেল। — মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৭৮

১। চোর হইয়া গৃহে প্রবেশ করার বিষয়টি স্পষ্ট। কারণ বিনা নিম্নরূপে এবং গৃহকর্তার অনুমতি ছাড়া কাহারো গৃহে প্রবেশ করা চুরি বটে। এই ক্ষেত্রে গৃহকর্তা ডন্তা ও সৌজন্যবোধের খাতিরে কিছু না বলিলেও আগন্তুক নিচয় ইহা কামনা করে যে, গৃহকর্তা যেন আমাকে দেখিতে না পায়। আর আগন্তুক যেহেতু প্রকাশ্য দিবালোকে এবং সকলের সম্মুখে মালিকের অনুমতি ছাড়া অপরের মাল উদরহ করিয়া চলিয়া গেল; সুতরাং তাহার এই আচরণকে ডাকাতি ছাড়া আর কিইবা বলা যাইবে?

মদ, মুরদার, শুকর ও মৃতি বিক্রয় করা

৩৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَمْكُّهُ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَمَ بَيْعَ الْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ قَاتِلَةً تُطْلِى بِهَا السُّقْنُ وَيُدَاهِنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِعُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَاهُرَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلَ اللَّهُ أَيْهُوَدَانَ اللَّهُ لَمَّا حَرَمَ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثُمَّ نَهَى

অর্থঃ হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করিলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল (সা:) শরাব বিক্রয় করা এবং মুরদার, শুকর ও মৃতি বিক্রয় করাকে হারাম করিয়া দিয়াছেন। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুরদারের চর্বির ব্যাপারে কি হকুম? কেননা উহা নৌকা ও চামড়ার মধ্যে লাগানো হয় এবং মানুষ ইহাকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে। এরশাদ হইল, না। (চর্বি ব্যবহার করা যাইবে না) ইহাও হারাম। অতঃপর এরশাদ করিলেন, আল্লাহ পাক ইহুদীদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন। কারণ, তাহাদের জন্য যখন চর্বি হারাম করা হইল তখন তাহারা উহাকে (আগুনে গালাইয়া এবং উহার সঙ্গে আরো কিছু মিশাইয়া) সুদৃশ্য করিল। (যেন উহাকে কেহ চর্বি বলিয়া চিনিতে না পারে) অতঃপর উহা বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য গ্রহণ করিল। — মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৪১

মাপে কম দেওয়া

৩৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ إِنَّكُمْ قَدْ وَلَيْتُمْ أَمْرِينِ هَلَكْتُ فِيهِمَا الْأَمْمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمْ -

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবুস রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাপজোখকারীগণকে লক্ষ্য করিয়া এরশাদ করিয়াছেন, নিচয়ই তোমাদের উপর এমন দুইটি বিষয় সোপন্দ করা হইয়াছে যাহা দ্বারা তোমাদের পূর্ববর্তী উদ্ধৃতগণ ধ্বংস হইয়াছে।

- মেশকাতুল মাছবীহ পৃঃ ২৫০

ফাযদাঃ মাপজোখে কম করা হারাম। অতীতের উদ্ধৃতগণ এই অপরাধের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। হযরত শোয়াইব আলাইহিস্সালামের কওমের এই আচরণের কথা পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ কওম ওজন ও মাপে কম করার কারণে ধ্বংস হইয়াছে।

যুষ দেওয়া ও গ্রহণ করা

৩৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِيرٍ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ افْتَطَعَ حَقًّا أُفْرَئِي مُسْلِمٌ يَعْبَرُهُ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ سَيِّئًا تَسْبِيْهَا يَأْسَرُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَافَضْبِيْهَا مَنْ أَرَادَ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহ আনহমা হইতে বর্ণিত আছে যে, যুষ গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়ের উপরই নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়াছেন। - মেশকাতুল মাছবীহ পৃঃ ২২৩

ফাযদাঃ হযরত ছাওবান রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহ হইতে বর্ণিত এতদ্সংক্রান্ত হাদীসে বলা হইয়াছে, যেই ব্যক্তি যুষ গ্রহণ ও প্রদানের মাধ্যম হিসাবে কাজ করিবে তাহাকেও আল্লাহ পাক অভিশাপ দিয়াছেন।

ট্যাক্স উশুল করা

৩৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْبِرٍ يَعْنِي الَّذِي يَغْشِرُ النَّاسَ -

অর্থঃ হযরত ওক্তুবা বিন আমের রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহ হইতে বর্ণিত আছে যে, ট্যাক্স উস্লকারী জানাতে প্রবেশ করিবে না।

- মেশকাতুল মাছবীহ পৃঃ ৩২২

ফাযদাঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে কাস্টমডিউটি, নগরশুল এবং আয়কর (ইনকাম ট্যাক্স) ইত্যাদি উশুল করা জায়েজ নহে। সুতরাং উহা উশুল করা এবং উশুল করানো সবই হারাম।

মিথ্যা শপথ করিয়া কাহারো হক নষ্ট করা

৪০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ افْتَطَعَ حَقًّا أُفْرَئِي مُسْلِمٌ يَعْبَرُهُ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ سَيِّئًا تَسْبِيْهَا يَأْسَرُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَافَضْبِيْهَا مَنْ أَرَادَ

অর্থঃ হযরত আবু উমামা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি (মিথ্যা) শপথ করিয়া কোন মুসলমানের হক নষ্ট করিবে আল্লাহ পাক তাহার জন্য দোজখ ওয়াজিব করিয়া দিবেন এবং জানাত হারাম করিয়া দিবেন। এতদ্ব্রহণে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যদি মামুলী বিষয় হয়? এরশাদ হইল, পিলু বৃক্ষের একটি শাখা হইলেও। (পিলু বৃক্ষের ডাল দ্বারা দাঁতন তৈরী হয়)

- মেশকাতুল মাছবীহ পৃঃ ৩২৬

অন্যায়ভাবে কাহারো সম্পদ দাবী করা

৪১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ آئِيٍّ ذَرِّيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ أَدْعَى مَا لَيْسَ لَهُ كُلُّ يَسِّرٍ مِنَّا وَلُيَتَبَرَّ أَمْ قَعْدَةٌ مِنَ التَّارِ

অর্থঃ হযরত আবু জর রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন জিনিস দাবী করে যাহা তাহার নহে, তবে সে আমাদের মধ্যে নহে (অর্থাৎ মুসলমানদের দলভুক্ত নহে), সে যেন দোজখে নিজের ঠিকানা করিয়া লয়। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩২৭

মজুদদাবী

৪২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ أَنْتَيْتَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجَاهِلُبَّ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

অর্থঃ হযরত ওমর রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি ভিন্ন স্থান হইতে খাদ্য সংগ্রাহ (শহর ও বন্তীতে) সরবরাহ করে (যাহা দ্বারা মানুষ নিজেদের খাদ্যচাহিদা পূরণ করে) এমন ব্যক্তি হইল মারজুক (অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাহাকে রিজিক দিবেন)। আর যেই ব্যক্তি (প্রয়োজনের সময়) খাদ্য শয্য মওজুদ করিয়া রাখে (এবং মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষা করে) এমন ব্যক্তি অভিশপ্ত।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৫১

মিথ্যা শপথ ও মিথ্যা সাক্ষ

৪৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِيرٍ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنَ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغُمُوسُ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবীরা গোনাহ হইলঃ

☆ আল্লাহর সঙ্গে কাহাকেও শরীক করা

☆ মাতা-পিতাকে কট দেওয়া

☆ কোন প্রাণীকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করা এবং

☆ মিথ্যা শপথ করা। - বোখারী।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহ আনহুর বর্ণনায়
شهادة الزور (الميمين الغموس)
(মিথ্যা সাক্ষের) উল্লেখ রহিয়াছে।

ফায়দাঃ মিথ্যা শপথকে শهادة الزور বলা হইয়াছে। মেশকাতের শরাহ মেরকাতে বলা হইয়াছে, যেই ব্যক্তি মিথ্যা কসম খায়, প্রথমে ঐ মিথ্যা কসম তাহাকে অন্যান্য গোনাহে প্রবেশ করাইয়া পরে কেয়ামতের দিন জাহানামে নিষ্কেপ করিবে।

শهادة الزور অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কঠিন গোনাহ।
আজকাল অনেকেই অপরের সম্পদ দখল কিংবা কোন আপনজনকে মালায় জিতাইবার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। আরেক দল লোক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াকে পেশায় পরিণত করিয়াছে। তাহারা সামান্য পয়সার বিনিময়ে দৈনিক কাচারীতে গিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আসে। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং উহার বিনিময়ে পয়সা গ্রহণ করা উভয়ই হারাম।

উক্ত হাদীসে কয়েকটি কবীরা গোনাহের কথা বলা হইয়াছে। অপরাপর হাদীসে কবীরা গোনাহের আরো বিস্তারিত বিবরণ আসিয়াছে।

আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারো নামে কসম খাওয়া

৪৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ ابْنِ عَمِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাজিয়াল্লাহ আনহ বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যেই ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারো (নামে) কসম খাইল সে শেরেক করিল।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৯৬

গোনাহের কাজে নজর মানা

৪৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلِمْ يُطِعْهُ وَمَنْ تَذَرَّ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ -

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ফরমাবরদারীর নজর মানে সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করে (অর্থাৎ নজর পূরণ করে)। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানীর (অর্থাৎ কোন গোনাহের) নজর মানে সে যেন আল্লাহ পাকের নাফরমানী না করে।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৯৭

ফায়দাৎ কোন গোনাহের কাজে মানত মানাও গোনাহ এবং উহা পূরণ করাও গোনাহ। যদি কেহ কোন গোনাহের মানত মানে তবে তাহার কর্তব্য, সে যেন

উহা পূরণ না করে, বরং কাফ্ফারা আদায় করিয়া দেয়। আর উহার কাফ্ফারা কসমের কাফ্ফারার মত।

আত্মহত্যা করা

৪৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَرْدَى فِيهَا خَالِدًا إِلَّا إِنَّمَا مَنْ تَحَسَّسَ سَمِّاً فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَنَسَّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّسَاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا إِلَّا مُخْلَدًا إِنَّمَا أَبَدًا وَمَنْ فَتَلَ نَفْسَهُ بِجَدِيلَةٍ وَحَدِيلَةٍ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّبُهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا إِنَّمَا أَبَدًا -

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি পাহাড় হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিল, সে দোজখের আগুনে অনন্তকাল (পাহাড় হইতে) পতিত হইতে থাকিবে। যেই ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করিল, বিষ তাহার হাতেই থাকিবে আর সে দোজখের আগুনে হামেশা উহা পান করিতে থাকিবে। যেই ব্যক্তি কোন লোহা দ্বারা আত্মহত্যা করিল, সে অনন্ত কাল উহা নিজের পেটে বিন্দু করিতে থাকিবে। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৯৯

ফায়দাৎ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে ইহাও বর্ণিত আছে, যেই ব্যক্তি নিজের গলা টিপিয়া (গলায় ফাঁস লাগাইয়া) আত্মহত্যা করিবে, দোজখেও সে নিজের গলা টিপিতে থাকিবে। আর যেই ব্যক্তি বর্ণ দ্বারা আত্মহত্যা করিবে, দোজখে সে নিজের পেটে বর্ণ বিন্দু করিতে থাকিবে।

- বোখারী।

কোন মুসলমানকে হত্যা করা

৪৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي الْمُرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ التَّبَّيِّنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذُنُوبِ عَنِ اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَا إِلَّا مَنْ مَاتَ مُسْرِكًا أَوْ مَنْ يَقْتَلُ مُؤْمِنًا فَتَعَمَّدًا -

অর্থঃ হযরত আবু দারদা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সকল গোনাহের ব্যাপারেই আশা করা যায় যে, আল্লাহু পাক উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন; কিন্তু ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে মোশরেক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা ঐ ব্যক্তি যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মোমেনকে হত্যা করে।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩০১

৪৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اشْرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَا كَبُূْمُ اللَّهُ فِي النَّاسِ

অর্থঃ হযরত আবু ছাইদ এবং হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি আসমান ও জমিনের সকলে মিলিয়া কোন মোমেনের রক্তে শরীক হয় (অর্থাৎ সকলে মিলিয়া তাহাকে হত্যা করে) তবে নিশ্চয়ই আল্লাহু পাক তাহাদের সকলকে উপুড় করিয়া দোজখে নিষ্কেপ করিবেন।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩০০

৪৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ شَطَرَ كَلَّةً لِقَرِئَ اللَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَرْسَقَ مِنْ تَرْحِمَةِ اللَّهِ -

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে সামান্য কথার দ্বারাও সহায়তা করিল, সে (কেয়ামতের দিন) আল্লাহুর সঙ্গে এমন অবস্থায় সম্ভাত করিবে যে, তাহার দুই চক্ষুর মাঝখানে লেখা থাকিবে: “আল্লাহুর রহমত হইতে বঞ্চিত”।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩০২

খেয়ানত করা

৫০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ التَّبَّيِّنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَسْ مِنَّا

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর এবং হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আমাদের উপর (অর্থাৎ মুসলমানদের উপর) অস্ত্র ধারণ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে। আর যেই ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে খেয়ানত করে সেও আমাদের দলভুক্ত নহে। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩০৫

৫১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَفِعَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ مَا نَأَتَ الْمُشْرِكِينَ مَا لَمْ يَخْنُ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا -

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন দুই ব্যক্তি যৌথভাবে কোন কাজ করে তখন আমি তাহাদের মধ্যে তৃতীয় জন হই (অর্থাৎ এই দুই ব্যক্তির সাহায্য করি) যতক্ষণ তাহাদের কেহ আপন সাথীর সঙ্গে খেয়ানত না করে, আর যখনই কেহ আপন সাথীর সঙ্গে খেয়ানত করিয়া বসে, তখন আমি তাহাদের মধ্য হইতে চলিয়া যাই (অর্থাৎ আমার সহায়তা আর থাকে না)।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৫৪

ওয়াদী খেলাফী করা

৫২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ آتِيٍّ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَلِّ مَا حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ -

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এমন ঘটনা অনেক কম ঘটিয়াছে যে, রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিয়াছেন অথচ তখন ইহা বলেন নাই যে, “এই ব্যক্তির কোন ঈমান নাই যে আমানতদার নহে, আর এই ব্যক্তির কোন দ্বিন নাই যে ওয়াদা পূরণ করে না।” - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ১৫

প্রতারণা করা

৫৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ سَعِيدٍ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ التَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِيرِ لِوَاءِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقُدْرَتِ رَبِّهِ أَلَا وَلَا غَادِيرًا أَعْظَمُ عَذَّارًا إِنْ أَمِيرٌ عَامَةٌ -

অর্থঃ হযরত ছাইদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন সকল প্রতারকের

জন্যই একটি করিয়া ঝাঙা হইবে যাহা তাহার প্রতারণা পরিমাণ দীর্ঘ করা হইবে। (অতঃপর এরশাদ করিলেন) খবরদার! যেই ব্যক্তি সাধারণ মানুষের নেতা হইবে তাহার প্রতারণা ও বিশ্বাস ক্ষেত্র হইতে বড় প্রতারণা আর কাহারো হইবে না। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩২৩

প্রজাদের অধিকার খর্ব করা

৫৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ مُعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَعِيدٌ
رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ
ذَلِيلٍ يَلْيُ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ إِلَّا حَرَمَ
اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ -

অর্থঃ হযরত মা'ফ্রাল বিন যাছার রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানদের মধ্য হইতে কেহ প্রজাদের শাসক হওয়ার পর যদি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে স্থীয় প্রজাদের অধিকার খর্বকারী ছিল, তবে আল্লাহু পাক অবশ্যই তাহার জন্য জানাত হারাম করিয়া দিবেন। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩২১

ন্যায়পরায়ন শাসক ও জালেম শাসক

৫৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ وَأَقْرَبُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا مُعَادِلًا وَلَئَنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ
إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا فَرَوَاهُمْ أَبْعَدَهُمْ مِنْهُ
مَجْلِسًا إِمَامًا جَائِرًا -

অর্থঃ হযরত ছাইদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম

ছালান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের নিকট ঐ বাদশাহ অধিক প্রিয় হইবে যে ন্যায়পরায়ন ছিল এবং নিঃসন্দেহে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের নিকট অধিক মারণ্য ও শাস্তিযোগ্য হইবে জালেম শাসক। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩২২

বিচারে জুনুম করা।

৫৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ بُرْيَدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُصَادَةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْتَانٌ فِي النَّارِ فَأَمَا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ أَكْحَنَ قَضَى بِهِ - وَرَجُلٌ عَرَفَ أَكْحَنَ نَجَارِيَ الْحُكُمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهَلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ -

অর্থঃ হযরত বুরাইদা রাজিয়াল্লাহ আনহ বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছালান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ফায়সালাকারীগণ তিনি প্রকার। তাহাদের মধ্যে এক দল জানাতে যাইবে আর অপর দুই দল জাহানামে যাইবে। যাহারা জানাতে যাইবে তাহারা হইল ঐ সকল বাস্তি যাহারা হক ও সত্যকে চিনিয়াছে এবং তদন্ত্যায়ি ফায়সালা করিয়াছে। আরেক দল হইল যাহারা সত্যকে চিনিয়াও অন্যায় ফায়সালা করিয়াছে- ইহারা দোজখে যাইবে। পক্ষান্তরে যাহারা কোন কিছু না বুঝিয়াই লোক সমাজে বিচার-মীমাংসা করে (অথচ কোনটি হক আর কোনটি না হক এই ব্যাপারে তাহাদের কোন ধারণাই নাই) ইহারাও দোজখে যাইবে। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩২৪

ক্ষমতাসীনদের অভ্যাচরে সাহায্য করা

৫৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا إِمَامُ سَيِّكُونُونَ مِنْ بَعْدِكِ مَنْ دَخَلَ

عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكِتَابِهِمْ وَأَعَانَهُمْ بِظُلْمِهِمْ فَلَيُسُوا مِنْيَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَكُنْ يَرِدُوا عَلَىَ الْحَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصْلِهِمْ يُكِنْ بِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىَ ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

অর্থঃ হযরত কাঁআব বিন উজরা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছালান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শীঘ্ৰই আমার পরে জালেম আমীর (শাসক) হইবে। তাহাদের নিকট যাহারা গমন করিবে এবং তাহাদের মিথ্যাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিবে এবং তাহাদের জুনুমে সাহায্য করিবে তাহারা আমার সঙ্গে নহে এবং আমিও তাহাদের মধ্যে নাই (অর্থাৎ তাহাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই) আর তাহারা হাউজে (কাউজারে) আমার নিকট আসিবে না। পক্ষান্তরে যাহারা তাহাদের নিকট গমন করে নাই এবং তাহাদের মিথ্যার স্বীকৃতি ও জুনুমে মদদ করে নাই, তাহারা আমার এবং আমিও তাহাদের। তাহারা হাউজে আমার নিকটে আসিবে।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩২২

জুনুম ও কৃপণতা

৫৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِيرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ طُلْكَاتٌ بَيْوَمَ الْقِيَمَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ آهَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَلَّهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دَمًا مَأْتَهُمْ وَاسْتَحْلُوا مَحْلَهِمْ

অর্থঃ হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছালান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা জুনুম হইতে বাচিয়া থাক। কেননা কেয়ামতের দিন জুনুম অন্ধকার হইয়া সামনে আসিবে। আর কৃপণতা হইতে বাচিয়া থাক, কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে ধূংস করিয়া দিয়াছে এবং তাহাদিগকে রক্ষণাত ও হারাম কাজে লিঙ্গ হইতে উৎসাহিত করিয়াছে। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ১৬৪

ফায়দাঃ উপরোক্ত হাদীসে জুলুম ও কৃপণতার অশুভ পরিণতি বর্ণনা করিয়া উহা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে বলা হইয়াছে। প্রথমে জুলুম সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, উহা অঙ্ককার হইয়া সামনে আসিবে। অর্থাৎ নেক আমল যেমন ক্ষেয়ামতের দিন নূর ও আলোতে পরিণত হইবে ঠিক তেমনি জুলুম, অঙ্ককার ও জুলমতের কারণ হইবে। অঙ্ককারে যেমন মানুষ পথ চলিতে পারে না, ঠিক তেমনি অত্যাচারী জালেম হাশরের মাঠে মুক্তির পথ পাইবে না; যতক্ষণ না মজলুমের হক আদায় করিবে।

অনেকে জুলুমের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ক্ষেয়ামতের দিন উহা ‘মুসীবত’ হইয়া সামনে আসিবে। উভয় বক্তব্যের পরিণতি অভিন্ন ও সঠিক। তা ছাড়া কৃপণতা হইতে বাঁচিয়া থাকার কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে, উহার কারণে পূর্ববর্তী উমাতগণ ধৰ্ম হইয়াছে। কৃপণতার কারণেই তাহারা পরম্পর রক্তপাত করিয়াছে এবং শরীয়তের বিধান লংঘন করিয়া হারাম কাজে লিঙ্গ হইয়াছে। মোটকথা, সম্পদের মোহ হইতে কৃপণতা সৃষ্টি হয়। আর সম্পদের মোহ মানুষকে এতটা বিপথগামী ও বেপরওয়া করিয়া তোলে যে, অবশেষে তাহারা খুন-খারাবীতেও লিঙ্গ হইয়া যায়। সম্পদের মোহই মানুষকে বরবাদী ও ধৰ্মসের পথে ঢেলিয়া দেয়। যেখানে অর্থ খরচ করা ফরজ সেখানে খরচ না করা শুধু কৃপণতাই নহে বরং কবীরা গোনাহ্তও বটে। আর মোস্তাহাব কাজে খরচ না করা হইল ছাওয়াব হইতে মাহুরম হওয়ার কারণ।

বাদার হক নষ্ট করা

৫৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَيْوَانَ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ إِلَّا شَرِكُ بِاللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَدِيْنَ إِنَّ لَا يَرْكِعُ كَهْ لِلَّهِ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ حَتَّى يَقْصَصَ بَعْصُهُمْ مِنْ بَعْصٍ وَدِيْوَانَ لَا يَعْبُأُ اللَّهُ بِهِ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ وَذَكَرَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَابَهُ

وَإِنْ شَاءَ تَجَارِرَ عَنْهُ

অর্থঃ হয়রত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহ হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) তিনি প্রকার দফতর হইবে। উহার মধ্যে একটি দফতর এমন, যাহাতে লিপিবদ্ধ গোনাহসমূহ আল্লাহু পাক ক্ষমা করিবেন না। উহা হইল শেরেকী গোনাহ। আল্লাহু পাক ঘোষণা করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহু তায়ালা তাঁহার সহিত শরীক স্থির করার অপরাধ ক্ষমা করিবেন না। আরেকটি দফতর এমন যে, আল্লাহু পাক (উহাতে লিখিত বিষয়াদি ফায়সালা না করিয়া) উহাকে ছাড়িবেন না। উহা হইল মানুষের মধ্যে পারম্পরিক জুলুম। আল্লাহু পাক পরম্পর হইতে জুলুমের বদলা আদায় করাইবেন। আরেকটি দফতর এমন হইবে যে, উহাতে ঐ সকল অপরাধ (লিখিত) থাকিবে যাহা আল্লাহু পাকের হস্ত অমান্য করার দর্শন বান্দার দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে। শেরোক্ত অপরাধসমূহ আল্লাহু পাক ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিতে পারেন অথবা শাস্তি দিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে উভয়বিধি সম্ভাবনাই রহিয়াছে।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪৩৫

ফায়দাঃ উপরোক্ত হাদীস দ্বারা এই বিষয়ে পরিকার ধারণা পাওয়া গেল যে, কোন মানুষের জান-মালের ক্ষতিসাধন কিংবা কাহারো সম্রম ও মানহানি করা হইলে তাহা ক্ষমা করা হইবে না। যতক্ষণ না উহার বদলা আদায় করা হইবে। আর ঐ বদলা আদায়ের লেনদেন হইবে পাপ-পূণ্য দ্বারা।

৬০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِصْبَةٍ أَوْ شَرِيكٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ فَصَالِحُ اخْتَدِيَقَدْ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخْدَى مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَعَلِمْ عَلَيْهِ

অর্থঃ হয়রত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহ হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি

তাহার ভাইয়ের উপর কোন জুলুম করিয়াছে, সেই জুলুম ইজ্জতের উপর করা হউক অথবা অন্য কোন প্রকার (যেমন, করজ আদায় না করা, খেয়ানত করা, চুরি করা, ঘূষ গ্রহণ করা ইত্যাদি) তবে সে যেন আজই (উহা আদায় করিয়া অথবা ক্ষমা চাহিয়া সমাধা করিয়া লয়) ঐ দিন আসিবার পূর্বে যখন কোন দিনার অথবা দেরহাম থাকিবে না। অন্যথায় জুলুমকারীর নিকট যদি কোন নেক আমল থাকে তবে তাহার নিকট হইতে জুলুম পরিমাণ নেক আমল লইয়া মজলুমকে দিয়া দেওয়া হইবে। আর যদি ঐ জালেমের নিকট কোন প্রকার নেক আমল না থাকে তবে মজলুমের গোনাহসমূহ তাহার মাথায় চাপাইয়া দেওয়া হইবে (ফলে সে দোজখের আজাব ভোগ করিতে থাকিবে)।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪৩৫

ফায়দাঃ হ্যরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা ছাহাবায়ে কেরামগণকে) বলিলেন, তোমরা কি বলিতে পার, গরীব কাহাকে বলে? ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, আমরা তো ঐ ব্যক্তিকেই গরীব মনে করি যাহার নিকট কোন অর্থ-সম্পদ নাই। পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, নিঃসন্দেহে আমার উচ্চতের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই গরীব, যে কেয়ামতের দিন নামাজ, রোজা ও জাকাত লইয়া আসিবে আর (তাহার অবস্থা এমন হইবে যে,) সে হয়ত কাহাকেও গালি বা অপবাদ দিয়াছে, কাহারো সম্পদ আত্মসাং করিয়াছে, অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিয়াছে, সুতরাং তাহার নেক আমলসমূহ তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে। উহাতেও যদি তাহাদের হক আদায় না হয় আর তাহার নেকী শেষ হইয়া যায় তবে তাহাদের গোনাহসমূহ তাহার মাথায় চাপাইয়া দেওয়া হইবে।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪৩৫

ঝণী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করা

৬১ নং হাদীসঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعْفَرُ لِشَهِيدٍ كُلُّ ذُنْبٍ إِلَّا الدِّينُ -

অর্থঃ হ্যরত আবুল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঝণ ব্যতীত শহীদের যাবতীয় গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৫২

ফায়দাঃ উপরোক্ত হাদীসের মর্ম এই যে, কোন ব্যক্তি যদি ঝণ করিয়া উহা আদায় না করে এবং আদায়ের কোন ব্যবস্থাও না করিয়া শাহাদাত বরণ করে তবে শাহাদাতের কারণে তাহার যাবতীয় গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইলেও তাহার ঝণ ক্ষমা করা হইবে না। কারণ উহা বান্দার হক।

৬২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الْذُنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَكَانُ لَهُ قَضَاءً

হ্যরত আবু মূসা রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহ হইতে বর্ণিত হাদীসঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে যেই সকল কবীরা গোনাহ হইতে আল্লাহ পাক বিশেষভাবে নিয়ে করিয়াছেন (যেমন, শিরক, যাদু, হত্যা, মাতা-পিতার অবাধ্যতা ইত্যাদি) আল্লাহ পাকের নিকট উহা হইতে বড় গোনাহ হইল ঝণী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা এবং উহা আদায়ের কোন ব্যবস্থা না করিয়া যাওয়া। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৫৩

মানুষের দোষ অন্বেষণ ও খারাপ ধারণা পোষণ

৬৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْبَرٌ بِالْحَدِيثِ وَلَا تَخْسِسُوا وَلَا تَجْسِسُوا وَلَا تَنْجِسُوا لَا تَأْخُذُوا لَهُمْ حَسَدًا وَلَا تَبْغِضُوا وَلَا تَنْدِيرُوا وَلَا كُوْنُوا عِبَادًا لِلَّهِ إِخْرَاجًا

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কাহারো সম্পর্কে খারাপ) ধারণা পোষণ হইতে বাচিয়া থাক। কেননা (ঐ) ধারণা পোষণ হইল একটি ডাহা মিথ্যা বিষয়। আর কে কি করিতেছে উহা জানিবার জন্য নিজের চোখ, কান, ইত্যাদি ব্যবহার করিও না। মানুষের দোষ অন্বেষণ করিয়া ফিরিও না। কেহ দাম করিতে থাকিলে উহাতে যাইয়া মূল্য বৃদ্ধি করিও না। কাহারো প্রতি বিদেশ পোষণ করিও না। পরম্পর মুখ ফিরাইয়া রাখিও না। আল্লাহ'র সকল বান্দা ভাই ভাই হইয়া বসবাস কর। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, (অপরের ক্ষতিসাধন করিয়া নিজের সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে) পরম্পর মোকাবেলা করিও না। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪২৭

সম্পর্কচ্ছে

৬৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَرِّصُ أَعْمَالَ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرْتَبَيْنِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُعْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عِنْدَ أَبْيَنَهُ وَبَيْنَ أَبْيَنَهُ شَحْنَاءُ فَيُقَاتَلُ أُتْرُوكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَعْنِيَا

তওবা

১৯৫

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার সপ্তাহে এই দুই দিন (আল্লাহ পাকের দরবারে) মানুষের আমল পেশ করা হয়। আল্লাহ পাক সকল মোমেন বান্দাৰ গোনাহু ক্ষমা করিয়া দেন, কিন্তু যেই ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের সঙ্গে শক্রতা পোষণ করে, তাহার গোনাহু ক্ষমা করেন না। তাহাদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তাহাদের বিষয়টি স্থগিত রাখ- যতক্ষণ না তাহারা শক্রতা হইতে বিরত হয়। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪২৮

৬৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرْ مُؤْمِنًا فَوَقَ شَلَاثٌ فَإِنْ مَرَرْتُ بِهِ شَلَاثٌ فَلَيْلَقَهُ فَلَيْسِ لِمُؤْمِنٍ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَعْلَيْدَ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَ فِي الْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ فَقَدْ بَاعَ بِالْإِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهُجُورِ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মোমেনের জন্য ইহা হালাল নহে যে, সে অপর কোন মোমেনের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিল রাখে। সুতরাং তিন দিন অতিক্রম হইবার পর তাহার সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া ছালাল করিবে। যদি সে সালামের উত্তর দেয় তবে উভয়ে ছাওয়াবের মধ্যে শরীক হইয়া গেল। আর ছালামের উত্তর না দিলে সে গোনাহুগার হইবে এবং ছালামদাতা সম্পর্কচ্ছেদের গোনাহু হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪২৮

৬৬ নং হাদীসঃ

وَعَنِ النَّبِيِّ رَبِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأَمِمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ وَهُنَّ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ حَقْلَ السَّعْدِ وَلَكِنْ حَلْقَ الْدِينِ

অর্থঃ হযরত জোবায়ের রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বিদ্বেষের ব্যাধি তোমাদের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছে। আর বিদ্বেষ ও শক্রতা হইল ন্যাড়া করিয়া দেওয়ার মত বিষয়। (অতঃপর এরশাদ করিলেন) আমি ইহা বলি না যে, চুল ন্যাড়া করিয়া দেয়। বরং উহা দীনকে ন্যাড়া করিয়া দেয়।

— মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪২৮

হিংসা করা

৬৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدُ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَا كُلُّ الْحَسَنَاتِ كَمَّا كَمَّلَ كُلُّ الشَّأْرِ أَخْطَبَ

অর্থঃ হযরত জোবায়ের রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা হিংসা হইতে বাচিয়া থাক। কারণ, হিংসা মানুষের নেক আমলকে এমনভাবে খাইয়া ফেলে (অর্থাৎ নষ্ট করিয়া ফেলে) যেমন আগুন জ্বালানী কাষ্ঠকে খাইয়া ফেলে।

— মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪২৮

ফায়দাঃ আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করিয়া স্বীয় বান্দাদের উপর রহমত নাজিল করেন, আর হিংসুক উহা দেখিয়া হিংসায় জ্বলিতে থাকে। অথচ আল্লাহ কাহাকেও কিছু দান করিতে চাহিলে দুনিয়ার কেহই উহা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। কিন্তু হিংসুক আল্লাহ'র ফায়সালায় সন্তুষ্ট নহে। সুতরাং সে হিংসার অনলে জ্বলিয়া পুড়িয়া তস্থ হইতে থাকে। ইহা নিজের পক্ষ হইতেই নিজের উপর এক আজাব ভিন্ন কিছু নহে।

কোন মুসলমানের অনিষ্ট করা বা প্রতারণা করা

৬৮ নং হাদীসঃ

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَعُونٌ مَنْ صَارَ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرِّهً

অর্থঃ আবু বকর ছিদ্বিক রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই ব্যক্তি মালা উন (অভিশঙ্গ) যে কোন মোমেনের অনিষ্ট করে বা তাহার সঙ্গে প্রতারণা করে।

— মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪২৮

মানহানি করা

৬৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَرَجَ فِي مَرْرَتْ بِقَرْوَهُ لَهُمْ أَطْفَالٌ مِّنْ نَّخَاعِشِ يَخْعِشُونَ وُجُوهُهُمْ وَصَدْرُهُمْ قَفْلَتُ مَنْ هُوَ لَاءُ الَّذِينَ يَا كُلُونَ لُحْرَمَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِي آغْرِيِضِهِمْ

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মে'রাজের রাতে আমি এমন কিছু লোক অতিক্রম করিয়াছি যাহাদের নথগুলি ছিল তামার (যাহা দ্বারা) তাহারা স্বীয় চেহারা ও বক্ষস্থলে আঁচড় কাটিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে জিব্রাইল! ইহারা কাহারা? উত্তরে তিনি জানাইলেন, ইহারা মানুষের গোষ্ঠী কক্ষণ করিত এবং তাহাদের সন্ধিমহানি করিত।

— মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪২৯

ফায়দাঃ মানুষের আগোচরে সমালোচনা করা, খোটা দেওয়া ইত্যাদি সবই মানহানির মধ্যে সামিল এবং এই সকল ক্ষেত্রে উপরোক্ত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

অপবাদ দেওয়া

৭০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ مُعَاذِبٍ أَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَنِيَ مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ بَعْثَ اللَّهُ مَلَكًا يَهْبِطُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَنِيْعٍ يُرِيدُ مَبْهَتَ شَنِيْعَةَ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جَسَرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا فَالَّ

অর্থঃ হযরত মোয়াজ ইবনে আনাস রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন মোনাফেকের গালমন্দ হইতে রক্ষা করিয়াছে, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তাহার জন্য একজন ফেরেন্টা পাঠাইবেন, সে তাহাকে দোজখের আজাব হইতে রক্ষা করিবে এবং যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানকে দোষী সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে অপবাদ দিয়াছে আল্লাহ পাক তাহাকে দোজখের পুলের উপর আটকাইয়া রাখিবেন- যতক্ষণ না সে তাহার বক্তব্য হইতে বাহির হইয়া যাইবে। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪২৪

ফায়দাঃ স্বীয় বক্তব্য হইতে বাহির হইয়া আসিবার অর্থ হইল, কাহারো উপর আরোপিত অপবাদকে সত্য প্রমাণিত করা, কিন্তু তখন কোন মিথ্যা অপবাদকে সত্য প্রমাণিত করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং উহার সমাধানের একটি মাত্র পথ হইল, যাহার উপর অপবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহাকে খুশী করা অথবা তাহার গোনাহের বোৰা নিজের মাথায় লইয়া সাজা তোগ করা।

জুয়া খেলা ও খোঁটা দেওয়া

৭১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِيرٍ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٍ

وَقَمَّا تُرَوَّى لَمَّا تَوَلَّ مُنْخِرٌ

অর্থঃ হযরত আল্লাল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মাতা-পিতার নাফরমান, জুয়ারী, খোঁটাদানকারী এবং মদ্যপানে অভ্যন্ত ব্যক্তিরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩১৮

ফায়দাঃ যাহারা মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয় হাদীসে বর্ণিত 'আক' শব্দ দ্বারা তাহাদের কথাই বুঝানো হইয়াছে। তা ছাড়া যাহারা আত্মায়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তাহারাও উহার অন্তর্ভুক্ত। উপরোক্ত হাদীসে মাতা-পিতার অবাধ্য, জুয়ারী, খোঁটাদানকারী ও মদ্যপদের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

প্রসঙ্গঃ মদ

দশ ব্যক্তির উপর রাসূলে পাকের (সাঃ) অভিশাপ

وَعَنْ أَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَكَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجَّ عَشَرَةَ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَسَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْحَمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَأَكِلَّهَا شَنِيْعَهَا وَالْمُشْرِيْعَ لَهَا وَالْمُشْرِيْلَ لَهَا

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহ আনহ-হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদের ব্যাপারে দশ ব্যক্তির উপর অভিশাপ দিয়াছেন-

১। মদ প্রস্তুতকারক।

২। যে মদ প্রস্তুত করায়।

৩। মদ পানকারী।

৪। মদ বহনকারী।

৫। যাহার জন্য মদ বহন করা হয়।

৬। যে মদ পান করায়।

৭। মদ বিক্রেতা।

৮। মদ ক্রেতা।

৯। যাহার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।

১০। মদ বিক্রয়কৰ অর্থ ভক্ষণকারী।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৪২

মাদক দ্রব্য হারাম

৭২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَأَلَّتْ سُئْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَهُونَبِيَّنُ الْعَصْلِ فَقَالَ كُلُّ شَرِّابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহা পান করিলে নেশার সৃষ্টি হয় এমন সকল বস্তু হারাম। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩১৭

৭৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِيرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرًا فَقَلِيلٌ هُرَامٌ

অর্থ হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই দ্রব্য পরিমাণে বেশী হইলে নেশা ধরায় উহা কম হইলেও হারাম। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩১৭

মাদক সেবনের শাস্তি

৭৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِيرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَدِيمًا مِنَ الْيَمِنِ قَسَّأَ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرِّابٍ يَشْرِبُونَهُ يَا رَضِيَّهُمْ مِنَ

الذُّرَّةِ يُقَالُ لَهُ الْمُرْدُفُ فَقَالَ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْرُ هُوَ؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كُلُّ مُسِكَرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسِكَرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَتِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَتُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَفْتُ أَهْلَ النَّارِ أَوْ عُصَارَةَ أَهْلِ النَّارِ

হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত, ইয়ামন হইতে এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাদের দেশে ভূট্টা হইতে প্রস্তুত পানীয় দ্রব্য যাহাকে মুয়র বলা হয় উহা পান করার কি হকুম তাহা জিজ্ঞাসা করিল। রাসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি নেশার সৃষ্টি করে? লোকটি বলিল, হ্যাঁ। তখন নবীজী তাহাকে বলিলেন, যে সকল জিনিস নেশার সৃষ্টি করে উহার প্রত্যেকটিই হারাম। আল্লাহু পাক নিজের উপর এই কথা জরুরী করিয়া লইয়াছেন যে, তিনি নেশা পানকারীদের “তিনাতুল খাবাল” পান করাইবেন। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, “তিনাতুল খাবাল” কি? উত্তরে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাইলেন, ইহা জাহানামীদের গায়ের দূর্গন্ধযুক্ত ঘাম বা পুঁজ।

বাজনাবাজানো

৭৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ وَأَمْرَنِي رَبِّي بِمُحِيقِ الْمَعَارِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَالْأَوْتَانِ وَالصُّلْبِ وَأَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ وَحَلَفَ رَبِّي غَرَّ وَجَلَّ بِعِزَّتِي لَا يَشْرَبُ غَبَّدٌ مِنْ عَيْدِي جُرْعَةً مِنْ حَمِيرِ الْأَسْقِيَّةِ مِنْ الصَّلَادِيَّدِ مِثْلَهَا وَلَا يَتَرَكْهَا مِنْ مَخَافَتِ الْأَسْقِيَّةِ مِنْ حِيَاضِ الْقَدْسِ۔

অর্থঃ হযরত আবু উমামা রাজিয়াল্লাহু আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিচ্যই আল্লাহ্ পাক আমাকে গোটা পৃথিবীর জন্য হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। আর আমার রব আমাকে সকল বাদ্যযন্ত্র, মূর্তি ও ক্রুশ চিহ্নসমূহ ধ্বংস করিয়া দিতে আদেশ করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে যাবতীয় কুসংস্কারের অবসান ঘটাইতেও নির্দেশ দিয়াছেন। আমার রব শপথ করিয়া বলিয়াছেন, যে কেহ এক ঢোক শরাব পান করিবে তাহাকে অবশ্যই ঐ পরিমাণ পুঁজ পান করাইব, আর যেই ব্যক্তি আমার ভয়ে শরাব ত্যাগ করিবে তাহাকে পবিত্র হাউজ হইতে পান করাইব।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩১৮

চোল বাজানো

৭৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِيرٍ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا عَنِ الْحَمْرَ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوْبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরাব-গোবায়রা পান, ভুয়া খেলা ও চোল বাজাইতে বারণ করিয়াছেন। তিনি আরো এরশাদ করিয়াছেন, সকল মাদক দ্রব্যই হারাম।

ফায়দাৎ আবিসিনিয়ার লোকেরা তৎকালে এক প্রকার শস্য দ্বারা মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করিত, উহকেই ‘গোবায়রা’ বলা হয়। উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ দ্বারা জানা গেল যে, কম হটক বা বেশী হটক সকল প্রকার মাদক দ্রব্যই হারাম। তা ছাড়া গান-বাজনাকে হারাম ঘোষণা দিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন; চোল, সারেঙ্গী, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করিবার জন্যই আমি প্রেরিত হইয়াছি।

দাইয়ুস হওয়া

৭৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَكَرَةَ فَدْ جَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ وَالدَّيْوُثُ الَّذِي يُقْرَرُ فِي أَهْلِهِ الْحَبْتَ

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক তিন ধরনের লোকের জন্য জানাত হারাম করিয়া দিয়াছেন।

(এক) মদ পানকারী।

(দুই) মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি।

(তিনি) দাইয়ুস। দাইয়ুস বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে স্বীয় স্ত্রী বা পরিবারের অন্য কোন মহিলাকে অন্য পুরুষের সহবাসে দেয় ও তাহার উপর্যুক্ত খায়।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩১৮

কাহাকেও কাফের বলা

৭৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي ذِئْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِمْ مِنْ رَجُلٍ بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرِمْ مِنْ بِالْكُفَرِ إِلَّا أَرَدَدَتْ عَلَيْهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَةً كَذَلِكَ

অর্থঃ হযরত আবু দারদা রাজিয়াল্লাহু আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও ফাসেক অথবা কাফের বলে, আর প্রকৃত পক্ষে সে যদি কাফের-ফাসেক না হইয়া থাকে তবে মন্তব্যকারীর নিজের উপরই ঐ উক্তি ফিরিয়া আসিবে।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪১১

গালি দেওয়া

৭৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِّبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْتُ وَ
قَاتُلُهُ كُفْرُ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানদের সঙ্গে গালি-গালাজ করা অপরাধ এবং তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা কুফরীর (সমতুল্য)।
- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪১১

মিথ্যা বলা

৮০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ بَعْدَ عِنْدِهِ الْمَلْكُ
مِيلَلًا مِنْ شَيْءٍ مَاجَأَهُ

অর্থঃ হযরত ইবনে উমর রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন বান্দা যখন মিথ্যা কথা বলে তখন ফেরেন্টাগণ ঐ মিথ্যা ভাষণের দুর্গম্বের কারণে এক মাইল দূরে চলিয়া যায়। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪১৩

চোগলখোরী

৮১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاتَلُ

অর্থঃ হযরত হোজায়ফা রাজিয়াল্লাহ আনহ বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, চোগলখোর জানাতে প্রবেশ করিবে না। (চোগলখোর বলে ঐ ব্যক্তিকে যে দুই ব্যক্তির মাঝে একের দোষ অন্যের নিকট গাহিয়া ফিরে।) - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪১১

দুর্মুখো স্বভাব

৮২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَمَّاً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَاقَ جَهَنَّمَ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ لِوَسَائِقَ مَنْ نَارٍ

অর্থঃ হযরত আম্বার রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুর্মুখো (স্বভাব) ছিল কেয়ামতের দিন তাহার মুখ হইবে আগ্নের। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪১৩

বিদ্রূপ করা

৮৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالظَّعَانِ وَلَا بِالْقَاعَانِ
وَلَا فَاحِشُ وَلَا بَيْذِي

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানদার ব্যক্তি কখনো অপরাধ, অভিশাপ ও গাল-মন্দকারী হয় না।
- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪১৩

অভিশাপ দেওয়া

৮৪ নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَقَائًا -

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তি কখনো অভিশপ্তাতকারী হইতে পারে না। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪১৩

৮৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَأْعِنُوا إِلَكُتَةَ اللَّهِ وَلَا يَغْضَبُ اللَّهُ وَلَا يَجْهَشْ

অর্থঃ হযরত ছামুরাহ রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা পরম্পর এইরূপ বলিও না যে, তোমার উপর আল্লাহর অভিশাপ এবং এইরূপও বলিও না যে, তুমি দোজখে যাও, তুই জাহানামে যা। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪১৩

মন্দত্বে কাহারো বিবরণ প্রদান করা

৮৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيفَةَ كَذَادَ وَكَذَنْ تَعْنِي قَصِيرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتَ كَاهَةً لَوْمَزِّجْ بِهَا الْبَحْرَ لَمْزَجْتَهُ -

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহ আনহা বলেন, আমি রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্তৰী হযরত সুফিয়া (রাঃ)-এর (দৈহিক

গড়নের) কথা উল্লেখ করিয়া বলিলাম যে, তিনি এইরূপ খাটো। এতদ্বাবণে রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এমন কথা বলিয়াছ যাহা সমৃদ্ধের সঙ্গে মিশাইলে উহাকেও সে নষ্ট করিয়া দিবে।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪১৪

মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া

৮৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخْطُ الرَّبِّ فِي سَخْطِ الْوَالِدِ -

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মাতা-পিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মাতা-পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪১৯

৮৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الدُّنْوِبِ يَغْفِرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَّا عُقُوقَ الْوَالِدِينَ فَإِنَّهُ يَعِظِّمُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ

অর্থঃ হযরত আবু বকরাহ রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করিলে মানুষের যাবতীয় গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন কিন্তু মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া এমন মহাপাপ যাহার শান্তি আল্লাহ পাক দুনিয়াতেই দিয়া দিবেন।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪২১

গণক ও জ্যোতিষের শরণাপন্ন ইওয়া

৯১ নং হাদীসঃ

وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى عَرَافًا فَسَأَلَهُ شَيْئًا لَمْ يُقْبَلْ
لَهُ صَلَوةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

অর্থঃ হ্যরত আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা রাজিয়াল্লাহ আনহ বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, যেই কওমের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকিবে সেই কওমের উপর আল্লাহর রহমত নাজিল হইবে না। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪২০

ফায়দাঃ সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ হইল মাতা-পিতা এবং অপরাপর আত্মীয়গণের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখা। ইহা এমন মারাত্মক অপরাধ যে, স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিন্নকারী অবস্থান করিবে তাহাদের উপর আল্লাহর রহমত নাজিল হইবে না।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া

৯০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمُنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ -

অর্থঃ হ্যরত আনাস রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এ ব্যক্তি জামাতে প্রবেশ করিবে না যাহার অনিষ্ট হইতে তাহার প্রতিবেশীগণ নিরাপদ নহে।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪২২

৯২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي ذِئْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَلَّةُ لَدَيْكُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يَنْظُرُ
إِلَيْهِمْ وَلَا يُرْكِبُهُمْ، قَالَ أَبُو ذِئْرٍ حَابِرًا وَخَيْرًا وَامْنُ هُمْ يَارَسُولَ
اللَّهِ؛ قَالَ السُّبِيلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنْقَقُ سِلْتَهُ بِالْحَلْفِ
الْكَاذِبِ

অর্থঃ হ্যরত আবু জর রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন প্রকার ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ পাক ক্ষেমতের দিন কথা বলিবেন না, তাহাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি তওবা-১৪

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা

৮৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزِيلُ الرَّحْمَةَ
عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحْمٍ

অর্থঃ হ্যরত আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা রাজিয়াল্লাহ আনহ বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, যেই কওমের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকিবে সেই কওমের উপর আল্লাহর রহমত নাজিল হইবে না। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪২০

ফায়দাঃ সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ হইল মাতা-পিতা এবং অপরাপর আত্মীয়গণের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখা। ইহা এমন মারাত্মক অপরাধ যে, স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিন্নকারী অবস্থান করিবে তাহাদের উপর আল্লাহর রহমত নাজিল হইবে না।

দান করিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না। হযরত আবু জর (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ঐ বক্ষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পরিচয় কি? এরশাদ হইলঃ

- ১। যাহারা টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলাইবে।
- ২। যাহারা (কাহারো উপকার করিয়া) খোঁটা দিবে।
- ৩। যাহারা মিথ্যা শপথ করিয়া বিক্রয়ের পণ্য চালু করিবে।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৪৩

ক্রটি গোপন করিয়া বিক্রয় করা

৯৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ دَائِشَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَعِيتُ رَسُولَ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عَبْيَالَمْ يُنَتِّهِ لَمْ يَرَلْ فِي مَقْتَلِ اللَّهِ أَوْ لَمْ تَزَلِ الْمَلِئَةَ نَعْنَهُ

অর্থঃ হযরত ওয়াছেলা রাজিয়াল্লাহ আনহ বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাহ আলাইহি'ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যেই ব্যক্তি কোন দ্রব্যের ক্রটি ক্রেতাকে অবহিত না করিয়া বিক্রয় করিবে, সে হামেশা আল্লাহ পাকের অস্তুষ্টির মধ্যে থাকিবে অথবা (এরশাদ করিয়াছেন যে,) তাহার উপর ফেরেস্তাগণ অভিশাপ করিতে থাকিবে। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৪৯

গায়রূপ্লাহর নামে জবাই করা এবং জমির সীমানা চুরি করা

৯৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَنِيِّ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهِ مَنْ سَرَقَ مَتَادَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَ وَالِدَةَ

অর্থঃ আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহ আলাইহি'ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ'র অভিশাপ হউক ঐ ব্যক্তির উপর যে গায়রূপ্লাহ'র নামে (অর্থাৎ আল্লাহ'র ভির অন্য কাহারো নামে কোন প্রাণী) জবাই করে। এবং আল্লাহ'র অভিশাপ হউক ঐ ব্যক্তির উপর যে জমির সীমানা গোপন করে। আল্লাহ'র অভিশাপ হউক ঐ ব্যক্তির উপর যে স্বীয় পিতার উপর অভিশাপ করে এবং আল্লাহ'র অভিশাপ হউক ঐ ব্যক্তির উপর যে (দীনের মধ্যে আকৃত্বা ও বিশাসের ক্ষেত্রে) নৃতন কোন বিষয় প্রচলনকারীকে প্রশ্রয় দেয়। - ছই মুসলিম ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২০

ফায়দাঃ উপরোক্ত হাদীসে কয়েক প্রকার মানুষের উপর অভিশাপ করা হইয়াছে।

এক- ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা গায়রূপ্লাহ'র নামে প্রাণী জবাই করে। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের রেজামন্দী ও সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে যেমন কোরবানী ও হজ্জের সময় পশু জবাই করা হয়, অনুরূপভাবে প্রতিমা ও পীর-ফকীরকে খুশি করার উদ্দেশ্যে পশু জবাই করে তাহাদের উপর অভিশাপ করা হইয়াছে।

দুই- ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা জমির সীমানা চুরি করে। ছই মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়েতে عَسْرَقْ سَرْبَ এর স্থলে শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহারা জমির সীমানা স্থানচ্যুত করে তাহাদের উপরও অভিশাপ করা হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যেই এই অপরাধটি অধিক হইয়া থাকে। প্রায়শঃ দেখা যায়, খেতের আইল কাটিয়া উহার অংশবিশেষ নিজের জমির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। অথবা জমির নিশানা সরাইয়া কিংবা চুরি করিয়া অপরের জমি দখলের চেষ্টা করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে পাটোয়ারীকে ঘূষ দিয়া জমির নক্সা পরিবর্তন পূর্বক অবৈধভাবে অন্যের জমি দখল করা হয়। মোটকথা, এই ধরনের অপরাধ যাহারা করে তাহাদের উপর অভিশাপ করা হইয়াছে।

তিনি- যাহারা নিজের পিতার উপর অভিশাপ করে তাহাদের উপর লা'নত করা হইয়াছে। আজকাল শিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং অনেক সন্তুষ্ট লোকেরাও এই অপরাধে লিপ্ত।

চার- ঐ ব্যক্তির উপর অভিশাপ করা হইয়াছে যেই ব্যক্তি দীনের মধ্যে কোন

বেদ্বাত বা নৃতন বিষয় চালু করিয়াছে। বেদ্বাত আমলের ক্ষেত্রে হটক কিংবা বিশাসের ক্ষেত্রে, উভয়ই প্রত্যাখ্যাত। অতএব, যেই ব্যক্তি কোন বেদ্বাতীকে স্থান দিল সে তাহারবেদ্বাত কর্মে সাহায্য করিল। সুতরাং সঙ্গত কারণেই সেও অতিশাপের উপযুক্ত।

স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ করা

৯৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَ الْمُتَّمَنِ خَبَبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ
عَبْدَ اعْلَمَ سَيِّدِ
৪

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়ান্নাহ আনহ ইহতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম এরশাদ করিয়াছেন, এই ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নহে যে কোন স্ত্রীকে তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তোলে অথবা কোন গোলাঘকে তাহার মনীবের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তোলে।

- মেশকাতুল মাছবীহ পৃঃ ২৮২

ফায়দাঃ স্বামীর বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তোলার অর্থ হইল, কোন স্ত্রীকে বিবিধ উপায়ে ফুসলাইয়া ও প্রলোভন দেখাইয়া স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিয়া তোলা। এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করিয়া বেশ আনন্দ পায়। এই শ্রেণীর লোকদের তয়াবহ পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করুন, স্বয়ং নবী করীম ছাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম এরশাদ করিতেছেন, যাহারা স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে বিগড়াইয়া দেয় তাহারা আমাদের দলভুক্ত নহে।

বংশ পরিবর্তন করা

৯৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
فَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى
أَدْعُنِي إِلَيْ

غَيْرَ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فِي الْجَنَّةِ عَلَيْهِ حَرَامٌ -

অর্থঃ হযরত ছা'আদ বিন আবী ওয়াকাস এবং হযরত আবু বকর রাজিয়ান্নাহ আনহমা হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া নিজের পিতার পরিবর্তে অপর কাহাকেও পিতা বলিয়া পরিচয় দেয় তাহার জন্য বেহেস্ত হারাম।

- মেশকাতুল মাছবীহ পৃঃ ২৮৭

ফায়দাঃ আজকাল মহামারী আকারে বৎশ পরিবর্তনের হিড়িক শুরু হইয়াছে। ঘটা করিয়া নিজের নামের সঙ্গে সৈয়দ, শেখ, ছিদ্দিকী, ফারুকী, ওসমানী, আলাভী, রেজভী ইত্যাদি বৎশীয় পরিচয় জুড়িয়া দেওয়া হয়। উপরোক্ত হাদীসে এই জাতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে।

অহংকারের পরিণাম

৯৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَمْرِ وَبْنِ شُعْبَيْنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشِرُ الْمُنْكَرُونَ أَمْثَالَ الدَّرَيْوَمَ
الْقِيمَةِ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الدُّلُكُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُونَ
إِلَى سَجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسْمَى بَوْلَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْأَنْيَا رَيْسُقُونَ
مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ التَّارِطِيَّةِ الْخَبَالِ -

অর্থ হযরত আমর বিন শোয়াইব (রহঃ) স্থীয় পিতা ও দাদা হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন অহংকারীদের অবস্থা পিপিলিকার ন্যায় হইবে। (অর্থাৎ তাহাদের দেহ হইবে পিপিলিকা সদৃশ এবং ছুরুত হইবে মানুষের মত,) চতুর্দিক হইতে তাহারা অপমানিত হইতে থাকিবে, তাহাদের উপর থাকিবে প্রজ্ঞলিত আগুন, তাহাদিগকে দোজখীদের দেহের রক্ত বা পুঁজ পান করানো হইবে (উহার নামহ) “তিনাতুল খাবাল”। - মেশকাতুল মাছবীহ পৃঃ ৪৩৩

৯৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدَّا عَلَى فِرَسٍ مَفِيهَةً قَبَضَ اللَّهُ لَهُ ثُبَّاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থঃ হয়রত আবু কাতাদা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন মহিলার বিছানায় উপবেশন করে যাহার স্বামী ঘরে নাই; তবে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তাহার উপর একটি অজগর সাপ নিযুক্ত করিবেন।

– আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ঢয় খণ্ড পৃঃ ২৭৯

ফায়দাঃ সাধারণতঃ বিবাহিতা মহিলারা স্বামীর অনুপস্থিতিতেই ব্যভিচারে লিঙ্গ হয়। এই কারণেই উপরোক্ত হাদীসে পাকে স্বামীর অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি কাহারো স্বামী গৃহে উপস্থিত থাকে এবং তাহার সম্মিলনেই শ্রী পরপূর্বশের সঙ্গে ব্যভিচারে লিঙ্গ হয় তবে সেই ক্ষেত্রেও উহা হারাম এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এতদ্বিষয়ে ৭৮ নং হাদীসে আলোচনা করা হইয়াছে যে, স্বামীও মহাশাস্তির উপযুক্ত বিবেচিত হইবে।

ব্যভিচার ও সুদের পরিণতি

৯৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطْهَرَ الرِّزْنَا وَالرِّبَابِيَّةَ فَقَدْ أَخْلُوا بِإِنْفِسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

অর্থঃ হয়রত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহ আনহমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন জনপদে ব্যভিচার ও সুদ ব্যাপকতা লাভ করে তখন তাহারা নিজেদের উপর আল্লাহর

– আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ঢয় খণ্ড, পৃঃ ২৭৮

১০০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَانَا أُشَرِّبَ الْحُمَرَ نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ الْإِيمَانَ كَمَا يَخْلُعُ الْإِنْسَانُ الْقَمِيصَ مِنْ رَأْسِهِ

অর্থঃ হয়রত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি ব্যভিচার করে এবং শরাব পান করে, আল্লাহ পাক তাহার ঈমানকে এমনভাবে বাহির করিয়া দেন যেমন মানুষ স্বীয় মাথার উপর দিয়া (দেহের পরিধেয়) জামা বাহির করিয়া ফেলে। – আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ঢয় খণ্ড, পৃঃ ২৭৩

ফায়দাঃ কোন কোন রেওয়ায়েত মতে নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি ব্যভিচার করে তাহার ঈমান চলিয়া যায়, তবে তখন যদি সে তওবা করে তবে তাহার তওবা কবুল হইবে।

বৃন্দ বয়সে ব্যভিচার করা

১০১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُ الْقِيمَةَ وَلَا يُزَكِّيُهُمْ وَلَا يَنْظُرُهُمْ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخُ مَرَّانٍ وَمَلِكُ كَذَابٍ وَعَارِئٌ مُسْكِبٍ

অর্থঃ হয়রত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক (নিম্ন বর্ণিত) তিন প্রকার মানুষের সঙ্গে কথা বলিবেন না, তাহাদের প্রতি (রহমতের নজরে) দেখিবেন না, তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না এবং তাহাদের

উপর ভয়ানক আজাব হইবে-

[এক] বৃদ্ধ ব্যক্তিচারী।

[দুই] মিথ্যাবাদী রাজা।

[তিনি] বিজিহীন অহংকারী।

- আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ওয় ৩৪, পৃঃ ২৭৫

ফায়দাঃ ব্যক্তিচার, মিথ্যা ভাষণ এবং অহংকার এই তিনিটি কৰ্মেরা গোনাহ বটে। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসে এই তিনিটি গোনাহকে বিশেষভাবে উল্লেখের তাৎপর্য হইল- বৃদ্ধ বয়সে মানুষের নারী সঙ্গেগের বিশেষ কোন স্পৃহা থাকে না। সুতরাং এই বয়সে ব্যক্তিচার করিলে অধিক পাপ হইবে। এমনিভাবে রাজা বাদশাহ ও ক্ষমতাবান সমাজপতিদের মিথ্যা বলিবার কোন প্রয়োজন হয় না, তাই তাহাদের মিথ্যা বলা অধিক অপরাধ। (আর বিওবানদের জন্য তো অহংকার করা গোনাহ বটেই কিন্তু) যাহার কোন অর্থ-বিভিন্ন ও গর্ব করিবার মত কোন সম্পদ নাই সে যদি অহংকার করে তবে তাহার এই মিথ্যা গর্বে পাপও অধিক হইবে।

বিকৃত ঘোন সঙ্গম ও সময়েথুন

وَعَنْ أَيِّ هُرْبَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا -

অর্থঃ হ্যরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি মালাউন (অভিশঙ্গ) যে নিজের স্ত্রীর মলদ্বার দিয়া সহবাস করে।

- মেশকাতুল মাছবীহ পৃঃ ২৭৬

وَعَنْ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْتَظِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا -

অর্থঃ হ্যরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহ আনহমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তিকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখিবেন না যেই ব্যক্তি কোন পুরুষ বা মহিলার সঙ্গে তাহার মলদ্বার দিয়া ঘোন বাসনা চরিতার্থ করে।

- আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ওয় ৩৪, পৃঃ ২৮৯

ফায়দাঃ নিজের স্ত্রী বা কোন বালকের মলদ্বার দিয়া ঘোন সঙ্গম করা সম্পূর্ণ হারাম।

১০৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى الْبَيْسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ

অর্থঃ হ্যরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি মহিলাদের পশ্চাত্পথে ঘোন সঙ্গম করিল, সে কুফরী কর্ম করিল।

- আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ওয় ৩৪, পৃঃ ২৯০

১০৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهِ مَنْ غَيَّرَ تَخْرُومَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهِ مَنْ كَمَهُ أَعْنَى عَنِ السَّبِيلِ وَلَعَنَ اللَّهِ مَنْ سَبَّ وَالْدَّيْنَ وَلَعَنَ اللَّهِ مَنْ تَوَلَّ عَيْرَ مَوَالِيهِ وَلَعَنَ اللَّهِ مَنْ عَمِلَ قَوْمًا لُؤْطِ قَالَ هَـ

ثَلَاثَةِ

في

عَمَلِ

قَوْمٍ لُؤْطٍ -

অর্থঃ হযরত ইবনে আবাস রাজিয়াল্লাহ আনহমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহর অভিশাপ যে গায়রম্ভাহর জন্য (কোন প্রাণী) জবাই করে, এবং ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ণ করেন যে জমির নিশানা স্থানচুত করে এবং ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহর অভিশাপ যে অঙ্ককে পথচুত করে (অর্থাৎ সঠিক পথ হইতে সরাইয়া ভুল পথ ধরাইয়া দেয়) এবং ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহর অভিশাপ করিয়াছেন যে স্বীয় মাতা-পিতাকে গালি দেয়, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর অভিশাপ করিয়াছেন যে স্বীয় গোলাম-বাদীকে ত্যাগ করিয়া অন্যের সাথে বেলা'র সম্পর্ক স্থাপন করে এবং আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর অভিশাপ করিয়াছেন যে লৃত আলাইহিস্সালামের কওমের আচরণ করে- শেষোক্ত বাক্যটি হজুর ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বার বলিয়াছেন।

- আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ঢয় খণ্ড, পৃঃ ২৯০

ফায়দাঃ “স্বীয় গোলাম-বাদীকে ত্যাগ করিয়া অন্যের সাথে বেলা'র সম্পর্ক স্থাপন” এই বিষয়টি বুঝিতে হইলে গোলাম-বাদী সংক্রান্ত শরীয়তের বিধান জানা আবশ্যক। শরীয়তসম্মত গোলাম-বাদীকে আজাদ করার পরও তাহাদের সঙ্গে এক প্রকার বিশেষ সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকিত, উহাকে ‘বেলা’ বলা হয়। পরবর্তীতে মুসলমানগণ জেহাদ ত্যাগ করিলে তাহারা এই নেয়ামত ও সুযোগ হইতে বাস্তিত হয়।

হযরত লৃত (আঃ)-এর কওমের মধ্যে সমমৈথুনের ব্যাপক প্রচলন ছিল, হজুর আকরাম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের ন্যায় আচরণ করার প্রতি তিনিবার অভিশাপ বর্ণ করিয়াছেন। ইহাতে এই অপকর্ম যে তিনি কত বেশী ঘৃণা করিতেন, তাহা পূর্ণতাবে বুঝে আসে।

• খুশবু লাগাইয়া পুরুষদের সামনে যাওয়াও ব্যভিচার

১০৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَنْ زَانِيَةٍ وَالْمَرْأَةُ إِذَا سَقَطَتْ فَمَرَثَ

بِالْمَجْلِسِ فَهَيَ كَذَادَكَنَ زَانِيَةً

অর্থঃ হযরত আবু মুছা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, গায়রে মহরম বা পরপুরূষকে দর্শনকারী সকল চক্ষুই ব্যভিচারণী, আর মহিলারা যদি খুশবু লাগাইয়া কোন মজলিসের পার্শ্ব দিয়া গমন করে তবে সে ‘এইরূপ’ ‘এইরূপ’ (এইরূপ এইরূপ বলার দ্বারা “ব্যভিচারণী” অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে)।

- আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ঢয় খণ্ড পৃঃ ৮৪

কু-দৃষ্টি

১০৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَنْسَابِنَ تَزْنِيَانَ وَالرِّجَلَيْنِ
تَزْنِيَانَ وَالْفَرْجُ يَزْرُونَ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুই চক্ষু, দুই পা এবং লজ্জাস্থান ব্যভিচার করো।

- আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ঢয় খণ্ড, পৃঃ ৩৬

ফায়দাঃ অন্য হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, চোখের যিনা হইল দেখা, মুখের যিনা কথা বলা, কানের যিনা শ্রবণ করা এবং হাতের যিনা স্পর্শ করা। অন্তরে সৃষ্টি হয় কামনা এবং যৌনাঙ্গ উহাকে কার্যকর করে অথবা তাহা অপূর্ণ থাকে (অর্থাৎ সুযোগ হইলে মনের কামনা যৌনাঙ্গ দ্বারা চরিতার্থ হয় আর সুযোগ না পাইলে উহা অপূর্ণ থাকিয়া যায়)। কিন্তু দেহের অন্যান্য অঙ্গ যেই যিনা করিয়াছে উহার গোনাহ অবশ্যই হইবে।

বিজাতীয় অনুকরণ

১০৮ নং হাদীসঃ

وَعِنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহ আনহমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি অন্য কোন কওমের অনুকরণ করিবে সে তাহাদের মধ্যেই গণ্য হইবে।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩৭৫

ফায়দাঃ অর্থাৎ যেই ব্যক্তি কর্ম ও বিশ্বাস এবং আমল-আখলাকের ক্ষেত্রে বিজাতীয় ধ্যান-ধারণা, তাহাদের কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুসরণ করিবে সে তাহাদের দলভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

দাড়ি কাটা

১০৯ নং হাদীসঃ

وَعِنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَ الرَّاِصَلَةِ وَالْمَسْتُوْصِلَةِ وَالْوَاسِمَةِ وَالْمَسْوَشَةِ أَخْفُوا الشَّوَارِبَ

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহ আনহমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দাড়ি খুব লম্বা কর এবং গৌফ তাল করিয়া কাটিয়া ফেল। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩৮০

ফায়দাঃ দাড়ি চাঁচা বা কাটিয়া এক মুঠি পরিমাণের কম করা হারাম।

গৌফ বড় করা

১১০ নং হাদীসঃ

وَعِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مَنْ

অর্থঃ হযরত জায়েদ বিন আরকাম রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, রাম্বলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি স্বীয় গৌফ চাঁচিবে না সে আমাদের দলভুক্ত নহে। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩৮১

ফায়দাঃ যাহারা বড় বড় গৌফ রাখেন এবং গৌফ খাটো করাকে শানের খেলাফ মনে করেন তাহারা উপরোক্ত হাদীস হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুন।

কৃত্রিম চুল ব্যবহার এবং শরীর খোদাই করিয়া উদ্ধি অঙ্কন করা

১১১ নং হাদীসঃ

وَعِنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَ الرَّاِصَلَةِ وَالْمَسْتُوْصِلَةِ وَالْوَاسِمَةِ وَالْمَسْوَشَةِ

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহ আনহমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করিয়াছেন (নিজে বা অপর কাহারো দ্বারা কৃত্রিম) চুল সংযোজনকারিনীর উপর এবং (নিজে বা অপর কাহারো দ্বারা) শরীর খোদাই করিয়া নকশা বা উলকি অঙ্কন কারিনীর উপর।

- আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ওয়েশ, পৃঃ ১২০

ফায়দাঃ আরবের মহিলাগণ মাথার চুল ছীত ও লম্বা করার জন্য কৃত্রিম চুল বা অন্য মহিলাদের চুল ব্যবহার করিত। যাহারা এইরূপ করিত বা করাইত নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের উপর অভিশাপ করিয়াছেন। ভারতের হিন্দু মহিলাদের মধ্যে এই পদ্ধতি এখনো চালু আছে। ফলে মুসলিম রমণীরাও উহার অনুকরণ শুরু করিয়াছে। আর আজকাল পুরুষদের মধ্যেও কৃত্রিম চুল ব্যবহারের রেওয়াজ শুরু ইহয়াছে। যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাও হাদীসের বর্ণিত অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১১২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبْنَىٰ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَايَاتِ وَالْمُسْتَوْشَفَاتِ وَالْمُتَخَمَّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغْبَرَاتِ خَلْقُ اللَّهِ، فَأَلْكَثَ كُلَّهُ امْرَأَةً فِي ذَلِكَ، فَقَالَ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَا أَنَا كُمُ الرَّسُولُ فَخُذْ وُهُ وَمَانَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۝

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সকল মহিলার উপর অভিশাপ করিয়াছেন যাহারা শরীর খোদাই করে বা করায়, যাহারা মুখের চুল উপড়াইয়া ফেলে, সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য নিজের দন্ত ঘষিয়া সরু বানায়- যাহার ফলে আল্লাহর বানানো দাঁতের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ব্যাহত হয়। হযরত ইবনে মাসউদের এই বক্তব্যের উপর জনৈক মহিলা আগস্তি উথাপন করিলে তিনি বলিলেন, আমি ঐ ব্যক্তির উপর কেন অভিশাপ দিব না যাহার উপর স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়াছেন? আল্লাহর কিতাবেও তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলা হইয়াছে-

وَمَا أَنَا كُمُ الرَّسُولُ فَخُذْ وُهُ وَمَانَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۝

অর্থঃ আর রাসূল তোমাদিগকে যাহা দান করেন, তাহা গ্রহণ কর, আর যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করেন, তাহা হইতে বিরত থাক।

- আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ঢয় খণ্ড, পৃঃ ১২০

ফায়দাৎ: পূর্ববর্তী বর্ণনায় কৃত্রিম চুল ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। পরের হাদীসে যেই সকল মহিলা চেহারার চুল উপড়াইয়া ফেলে তাহাদের উপর লানতের কথা বলা হইয়াছে। অনেক মহিলা চোখের ভূকে বিশেষ তঙ্গিমায় রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে উহার অংশবিশেষকে উপড়াইয়া ফেলে। যাহারা সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে ঘৰ্ষণ করিয়া দুই দাঁতের মাঝে ফাক সৃষ্টি করে তাহাদের উপরও অভিশাপ করা হইয়াছে।

নারী ও পুরুষ পরম্পরের পোশাক পরিবর্তন করা

১১৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبْنَىٰ عَيَّا سِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ۔

অর্থঃ হযরত ইবনে আবাস রাজিয়াল্লাহ আনহমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ পাক ঐ পুরুষের উপর অভিশাপ করিয়াছেন, যে নারীর ছুরত ধারণ করে এবং আল্লাহ পাক ঐ নারীর উপর অভিশাপ করিয়াছেন যে, পুরুষের ছুরত ধারণ করে।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩৮০

সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে পোশাক পরিধান করা

১১৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَيْسَ تَوْبَ شَهْرَةً فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَ اللَّهُ تَعَالَى تَوْبَ مَذْلَلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۔

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি দুনিয়াতে সুনাম অর্জনের জন্য পোশাক পরিধান করিবে আল্লাহ পাক আখেরাতে তাহাকে জিল্লতী ও অপমানের পোশাক পরাইবেন। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩৭৫

মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে অলঙ্কার পরা

১১৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أُخْتٍ لِحْدَنْ يَفْهَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْسِرَ النِّسَاءِ أَمَّا لَكُنْ فِ

الْفِضَّةُ مَا تُحِلُّنَ يَهُ أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ بُحَلَّتِ
ذَهَبًا تُضْلِهِ رُهْلَةً الْأَعْدَابِ بِهِ

অর্থঃ হযরত হোয়ায়ফা রাজিয়ান্নাহ আনহার বোন বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম এরশাদ করিয়াছেন, হে রমণীগণ! রূপার অলঙ্কার ব্যবহার করিলে কি তোমাদের চলে না? (অর্থাৎ রূপার অলঙ্কারেই তুষ্ট থাকা চাই, ইহার ব্যবহারে মনে অহঙ্কার ও তাকাবুরী সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না। অতঃপর তিনি এরশাদ করেন,) খবরদার! তোমাদের মধ্যে কোন নারী যদি (মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে অলঙ্কার ব্যবহার করে তবে উহার জন্য তাহাকে শান্তি ভোগ করিতে হইবে।) - মেশকাতুল মাছবীহ পৃঃ ৩৭৯

উলঙ্ঘ নারী

১১৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَيِّ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ التَّارِكِمَ أَرْهَمًا
قَوْمٌ مَعْهُمْ سِيَاطُ كَادُنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَ
نِسَاءٌ كَسِيَّاتٌ عَارِيَاتٌ مُهْيَلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤْسَهُنَّ
كَاسِنَةٌ الْبُحْتِ الْمَائِلَةُ لَا يَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ وَلَا يَخْدَانُ رِجْهَهَا
لَتُرْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا كَذَا.

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়ান্নাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম এরশাদ করিয়াছেন, দোজখীদের দুইটি দল আমি দেখিতে পাই নাই (তাহারা আমার পরে জাহির হইবে):

(এক) এক দল লোক গরুর লেজের মত কোড়া দ্বারা মানুষকে অন্যায়ভাবে প্রহার করিয়া ফিরিবে।

(দুই) এক শ্রেণীর মহিলা কাপড় পরিধান করিয়াও উলঙ্ঘ বলিয়া গণ্য হইবে। (তাহারা পর পুরুষকে নিজের দিকে) আকৃষ্টকারিণী হইবে, (নিজে তাহাদের

দিকে) আকৃষ্ট হইবে। তাহাদের মাথা উটের পৃষ্ঠদেশের মত (ফীত) হইবে। এই শ্রেণীর মহিলারা জানাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, এমনকি জানাতের স্বাগত পাইবে না, অথচ জানাতের খুশবু বহু দূর হইতেও অনুভব করা যাইবে।

- মেশকাতুল মাছবীহ পৃঃ ৩০৬

ফায়দাঃ অর্ধনঘ ও আট-সাঁটি পোশাক ব্যবহারকারিণী নারীগণ উপরোক্ত হাদীসের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন।

পায়ের গোড়ালীর নীচে কাপড় পরা

১১৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَيِّ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنْ
الإِزَارِ فِي النَّارِ -

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়ান্নাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম এরশাদ করিয়াছেন, পায়ের গোড়ালীর যেই অংশটুকু পায়জামার নীচে থাকিবে উহা জাহানামে যাইবে।

ফায়দাঃ পায়ের গোড়ালীর নীচে পায়জামা হটক বা অন্য কোন কাপড় যেমন, সেলোয়ার, লুঙ্গী, লসা জামা, আবা ইত্যাদি সবই গোড়ালীর নীচে নামানো হারাম। এই অংশটুকু জাহানামে যাইবে অর্থাৎ এই অন্যায়ের জন্য জাহানামে যাইতে হইবে।

পুরুষদের স্বর্ণ ব্যবহার করা

১১৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَيِّ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّسَيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْلُ الْذَّهَبِ وَالْحِرْمَنِ لِلْإِنَاثِ
مِنْ أُمَّتِي وَحِرْمَنَ عَلَى ذُكُورِهَا -

অর্থঃ হয়েরত আবু মুছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার (আল্লাহর তরফ হইতে) হালাল করা হইয়াছে এবং আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এই দুইটি বস্তু হারাম করা হইয়াছে। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩৭৫

ঘরে কুকুর ও ছবি রাখা

১১৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصْادِيرُ -

অর্থঃ হয়েরত আবু তালহা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন ঘরে (রহমতের) ফেরেন্টা প্রবেশ করে না যেই ঘরে কুকুর বা ছবি আছে।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩৮৫

ছবি তৈরী করা

১২০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ سَبِّيْلِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقُولُ أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ الْمُصْرِرُونَ

অর্থঃ হয়েরত আবু সুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাধিক শান্তিযোগ্য ব্যক্তি হইল চিত্রকর বা ছবি প্রস্তুতকারী।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩৮৫

ফায়দাঃ হাতে ছবি অঙ্কন করা বা ক্যামেরা দ্বারা ছবি তোলা অর্থাৎ যে কোন উপায়ে কোন প্রাণীর ছবি প্রস্তুত করা সম্পূর্ণ হারাম। তবে বৃক্ষ, পাহাড়, মসজিদ ইত্যাদির ছবি প্রস্তুত করা হারাম নহে।

১২১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُصْرِرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ كُلُّ صُورَةٍ صَرَرَ هَا نَفْسًا فَيُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ

অর্থঃ হয়েরত ইবনে আব্রাস রাজিয়াল্লাহ আনহ বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, সকল চিত্রকরই জাহানমে যাইবে। চিত্রকরের সকল ছবিকেই সেদিন প্রাণ দান করা হইবে (অতঃপর) তাহারা ঐ চিত্রকরকে শান্তি দিবে। ইবনে আব্রাস (রাঃ) বলেন, একান্তই যদি কিছু করিতে চাও তবে কোন বৃক্ষ বা প্রাণহীন ছবি প্রস্তুত করিতে পার।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩৮৫

জ্যোতিষ বা গণকের নিকট গমন করা

১২২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ مَسِّيَّا يَقُولُ أَدَأْتَهُ أَمْرَأَتَهُ حَائِصًا أَدَأْتَهُ أُمْرَأَتَهُ فِي دُبُّرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ -

অর্থঃ হয়েরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোন জ্যোতিষ বা ভবিষ্যদ্বকার নিকট গমন করিল এবং তাহার ভবিষ্যদ্বকীকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিল এবং যেই ব্যক্তি হায়েজ বা মাসিক ঝাতু অবস্থায় স্তৰী সঙ্গম করিল বা স্তৰীর মলদ্বার ব্যবহার করিল সে ঐ দীন হইতে পৃথক হইয়া গেল

যাহা মোহাম্মদ ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করা হইয়াছে।
— মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৩৯৩

সম্পর্ক ছিন্ন করা

১২৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِدُ لِلرِّجُلِ أَنْ
يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ لِيَالٍ يَلْتَقِيَ إِنْ قَيْفُرْهُضُ هَذَا وَ
يُعِرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدُأُ بِالسَّلَامِ

অর্থঃ হযরত আবু আইউব আনসারী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের জন্য ইহা বৈধ নহে যে, সে তাহার কোন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখে, সাক্ষাত হইলে পরম্পর মুখ ফিরাইয়া রাখে। তাহাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উভয় যে (পরম্পরের মাঝে সৃষ্ট এই বৈরী ভাব অবসানের উদ্দেশ্যে) প্রথম ছালাম করে। — মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪২৭

১২৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هَرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتَبِعُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ
وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلٌ
كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شُحْنَاءُ فَيَقُولُ أَنْظِرْهُ إِلَهَهَذَيْنِ
حَتَّى يَصْطَلِحَا.

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যেই ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের সঙ্গে এক বছর পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন রাখিল, (তাহার অপরাধ এইরূপ) যেন সে তাহার ভাইকে খুন করিল। — মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪২৮

ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয় যাহারা আল্লাহুর সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করে নাই, কিন্তু (ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না) যাহার অন্তর কোন মুসলমান ভাইয়ের
প্রতি হিংসা পোষণ করে। তাহার সম্পর্কে বলা হয় যে, তাহাকে সুযোগ দাও; যতক্ষণ না সে তাহার সঙ্গে সন্তুষ্টি করিয়া লয়।

— মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪২৮

১২৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هَرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِدُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ
ثَلَاثَةِ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমানের জন্য ইহা হালাল নহে যে, সে তাহার ভাতার সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখে। যদি সে তাহার ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখে, আর ঐ অবস্থায় সে মারা যায়, তবে সে জাহানামে যাইবে।

— মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪২৮

১২৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي خَرَاسِ السَّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً
فَهُوَ كَسْفُكَ دَمَهُ

অর্থঃ হযরত আবু খুলামী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যেই ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের সঙ্গে এক বছর পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন রাখিল, (তাহার অপরাধ এইরূপ) যেন সে তাহার ভাইকে খুন করিল। — মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪২৮

জোরপূর্বক ইমামতী করা

১২৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةُ لَا تُرْفَعُ لَهُمْ صَلواتُهُمْ فَوْقَ رُؤُسِهِمْ شَيْرًا رَجُلٌ آمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَرَوْحُهَا عَلَيْهَا سَاقِطٌ وَآخَوَانٌ مُتَصَارِمَانِ -

অর্থঃ হয়েরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনি ব্যক্তি এইরূপ যাহাদের নামাজ তাহাদের মাথা হইতে কবুলিয়াতের মাকামের দিকে অর্ধ হাতও উঠানো হয় না, (অর্থাৎ তাহাদের নামাজ কবুল হয় না।)

(এক) ঐ ইমাম যাহার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা নাই।

(দুই) ঐ নারী যে এমন অবস্থায় রাত্রি যাপন করিল যে, তাহার স্বামী তাহার প্রতি সন্তুষ্ট নহে।

(তিনি) এমন দুই ভাই যাহাদের মধ্যে পরম্পর সম্পর্ক ছিল রহিয়াছে।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ১০০

ফায়দাঃ ইমাম সাহেব যদি শরীয়তের বিবেচনায় ইমামতীর যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন তবে তিনি উপরোক্ত হাদীসের আওতায় পড়িবেন না।

মানুষের নিকট কিছু চাওয়া

১২৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَرِئُ الْرَجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَذِكْرِ فِي وَجْهِهِ مُرْزَعَةٌ لَحُمْرِ -

অর্থঃ হয়েরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাজিয়াল্লাহ আনহমা হইতে বর্ণিত, নবী

করীম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, লোকেরা বরাবর মানুষের নিকট ভিক্ষা চাহিতে থাকে, অবশ্যে তাহারা কেয়ামতের দিন এমন অবস্থায় হাজির হইবে যে, তাহাদের চেহারায় সামান্য গোপ্তও থাকিবে না। (ফলে মানুষ দূর হইতেই তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিবে যে, দুনিয়াতে ইহারা মানুষের নিকট চাহিয়া বেড়াইত। দুনিয়াতেই তাহারা নিজেকে অপমান করিয়াছে, এখন আখেরাতেও সকলের সম্মুখে অপদষ্ট হইল।)

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ১২০

১২৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْسِرَ أَفَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَهَنَّمَ فَلَيُشَتَّكُرُ

অর্থঃ হয়েরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মানুষের নিকট প্রার্থনা করে সে যেন (আগুনের) কয়লা প্রার্থনা করিল, (অর্থাৎ তাহার সংবিত সম্পদ দোজুরের আগুনের কয়লা হইয়া তাহাকে দাহ করিবে।) এখন ইচ্ছা করিলে সে উহাকে বৃদ্ধি অথবা হ্রাস করিতে পারে।

মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ১৬২

ফায়দাঃ আজকাল বহু পেশাদার ভিক্ষুক বিবিধ উপায়ে মানুষের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। তাহারা সকলেই বর্ণিত হাদীসের আওতায় পড়িবে।

মাতম করা

১৩০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَ الْمَرْءَاتِ مَنْ ضَرَبَ الْخُلُودَ وَشَقَّ الْجُنُوبَ وَدَعَا يَدَ عَوْنَى الْجَاهِلِيَّةِ

অর্থঃ হযরত আবুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই ব্যক্তি আমাদের দলভূক্ত নহে যে (কাহারো মৃত্যুতে মাতম করিয়া) মুখে আঘাত করে, জামার কলার ছিড়িয়া ফেলে এবং জাহেলিয়াতের দোহাই দেয়। (অর্থাৎ জাহেলী যুগের এই প্রথাকে অনুসরণ করে এবং তাহা সকলেই করে বলিয়া দোহাই দেয়)।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ১৫০

১৩১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي بُرَدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَاتِبٍ يُحَدِّثُ ثُمَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَرِّ عُمَّةَ مَنْ حَلَّ وَضَلَّ وَخَرَقَ -

অর্থঃ হযরত আবু মুছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই ব্যক্তির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই যে (শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে) মাথা ন্যাড়া করে, চিৎকার করে এবং কাপড় ছিড়িয়া ফেলে। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ১৫০

১৩২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي مَالِكِ بْنِ الْأَشْعَرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتْبُعْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَاتَمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَعَلَيْهَا سُرِّيَالْ مِنْ قُطْرَانٍ وَدُرْعٍ مِنْ جَرَبٍ -

অর্থঃ হযরত আবু মালেক আশয়ারী রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মাতমকারিণী মহিলা যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে তবে কেয়ামতের দিন তাহাকে এমন অবস্থায় দাঢ় করানো হইবে যে, তাহার পরনে খুজিলির জামা এবং কিতরানের পায়জামা থাকিবে। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ১৫০

ফায়দাঃ কিতরান আরবের একটি বৃক্ষের নাম। এই বৃক্ষ হইতে নিস্ত দুধের মত তরল পদার্থ চুলকানি নিবারণের জন্য দেহে মালিশ করা হইত। হাশরের দিন মাতমকারিণী হিমলার সারা দেহে চুলকানি ছড়াইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর উহার উপর কিতরানের দুধ মালিশ করিয়া দেওয়া হইবে। ইহাকে খুজিলির জামা ও কিতরানের পায়জামা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই ‘কিতরান’ তাহার চুলকানি নিবারণের পরিবর্তে উহাকে আরো উন্নেজিত করিয়া তাহাকে আজাব দিতে থাকিবে।

১৩৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْجُدَادِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِحَةِ وَالْمُنْسَبَةَ

অর্থঃ হযরত আবু ছাইদ খুদরী রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতমকারিণী মহিলা এবং (তাহার মাতম) শ্রবণকারিণীর উপর অতিশাপ দিয়াছেন। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ১৫১

ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করা

১৩৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ السَّيِّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أَمْرٌ أَتَانَ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَشَفَعَ سَاقِطٌ -

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তির যদি দুইজন স্ত্রী থাকে আর সে যদি তাহাদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করে তবৈ কেয়ামতের দিন সে অর্ধাঙ্গ অবস্থায় হাজির হইবে। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৭৯

স্বামীর অবাধ্যতা

১৩৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَيِّ هُرْبَرَةٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَى الرَّجُلُ امْرَأَةً إِلَيْهِ فَرَأَشَهُ فَأَبْتَثَ فَبَاتَ غَصْبَانَ لَعَنْتُهَا الْمَلَئَكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে বিছানায় আহবানের পর স্ত্রী যদি উহাতে সাড়া না দেয় আর স্বামী অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত্রি যাপন করে তবে তোর হওয়া পর্যন্ত ঐ স্ত্রীর উপর ফেরেস্তাগণ অভিশাপ করিতে থাকিবে। - মেশকাতুল মাছাবীহ

ফায়দাঃ হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় স্বামীর কর্তব্য হইল স্ত্রী সহবাস না করা এবং স্ত্রীর কর্তব্য হইল স্বামীকে সহবাসের সুযোগ না দেওয়া।

বেপর্দা হওয়া

১৩৬নং হাদীসঃ

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ السَّيِّدِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ امْرَأَةٌ عَوَّسَهُ فَلَمَّا دَخَلَهُ أَخْرَجَتِ اسْتَشْرِفَهَا الشَّيْطَانُ -

অর্থঃ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নারী হইল লুকাইয়া রাখার বস্তু। যখন সে (বেপর্দা) বাহির হইবে তখন শয়তান তাহার উপর নজর দিতে থাকিবে। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৬৯

ফায়দাঃ অর্থাৎ নারী যখন বেপর্দা অবস্থায় বাহির হয় তখন স্বয়ং শয়তান এবং শয়তানের অনুগত চরিত্রালোকেরা তাহার প্রতি কুদৃষ্টি নিষ্কেপ করে। কুদৃষ্টির গোনাহু তখন হইতেই লেখা হইতে থাকে। আর এই “কুদৃষ্টি” হইল

ব্যতিচারের প্রথম সোপান।

শঙ্গের বাড়ীর আজ্ঞায়দের সঙ্গে বেপর্দাৰ পরিণতি

১৩৭ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَاللَّهُ خُواصُ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ الْحَمْوَنَ تَأْلِمُ الْحَسْوَ الْمَوْتَ؟

অর্থঃ হযরত ওকবা বিন আমের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, খবরদার! তোমরা (গায়ের মাহরাম) স্ত্রীলোকের গৃহে প্রবেশ করিও না। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! স্ত্রীলোকের শশুরালয়ের পুরুষদের (দেবর বা ভাস্তুরদের) সম্পর্কে কি হকুম? এরশাদ হইল, শশুরালয়ের পুরুষ-আত্মীয় তো মৃত্যুত্ত্ব।। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ২৮৬

১। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের শঙ্গের বাড়ীর আজ্ঞায় স্বজনকে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। অর্থাৎ মহিলাদের দেবর, ভাস্তু, নদী ইত্যাদি প্রমুখ আজ্ঞায়দের সঙ্গে গভীরভাবে পর্দা করা উচিত। পর্দা তো সকল পুরুষের সঙ্গেই জরুরী, তবে এদের সামনে আসিতে এমন ভয় করা উচিত যেমন মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে। কারণ এই সকল আজ্ঞায় স্বজনকে একান্ত আপন মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গে খোলামেলাভাবে হাসি তামাশা ও কৌতুক করা হয়। স্বামীভাবেন, এরা তো নিজেদের স্তোক, এদেরকে কি করিয়া বাধা দেই? শয়তান এই সুযোগের সম্ভাবনার করিয়া ক্রমে উভয়কে অপরাধের দিকে আকর্ষণ করে। একজন পুরুষের তুলনায় নিকটাজ্ঞায়দের দ্বারা এই অপরাধ সংষ্টুপ অধিক সহজ। এই কারণেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের শশুর বাড়ীর আজ্ঞায়দের সঙ্গে বিশেষভাবে পর্দাৰ তাকীদ করিয়াছেন। - অনুবাদক।

অর্থঃ আদুল্লাহ বিন ওমর রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ গোনাহ্গার হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তাহার জিম্মায় যেই সকল মানুষের আহার যোগানের দায়িত্ব রহিয়াছে সে উহাকে নষ্ট করিয়া দেয়। (অর্থাৎ তাহাদের আহার যোগান দেয় না।) – মেশকাতুল মাছবীহ পৃঃ ২৯০

ফায়দাঃ উপরোক্ত হাদীসে বিবি-বাচা, মাতা-পিতা এবং গৃহপালিত পশু ইত্যাদি সকলের আহারের কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং এতদ্বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকেই স্ব দায়িত্ব পালনে যত্নবান হওয়া উচিত।

প্রস্তাব হইতে সর্তক না হওয়া

১৪১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أُبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثُرُ عَدَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ -

অর্থঃ হয়রত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবরের অধিকাংশ আজাব পেশাবের কারণে হইয়া থাকে। – মোসতাদরাকে হাকিম ১ম খঙ, পৃঃ ১৮৩

ফায়দাঃ যাহারা পেশাবের ছিটা, টিলা-কুলুখ ইত্যাদির এহতেমাম করেন না এবং ভালভাবে পাক ছাফ না হইয়াই উঠিয়া যান তাহারা উপরোক্ত হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন।

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ তরক করা

১৪২ নং হাদীসঃ

وَعَنْ حَدَيْقَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفِسْهُ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَرُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَمْ يُشَكِّنَ اللَّهُ وَأَنَّ يَعِظَّ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ كَيْدُ عَنْهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ -

গায়রে মাহরামের সঙ্গে অবস্থান করা

১৩৮ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْلُونَ رَجُلٌ يَا مُرَأَةٌ إِلَّا كَاتَبَتْ لَهُمَا الشَّيْطَانُ

অর্থঃ হয়রত ওমর রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখনই কোন (গায়রে মাহরাম) নারী পুরুষ নির্জনে একত্রিত হয তখন নির্ধাত শয়তান তাহাদে তৃতীয় জন হয (যে তাহাদিগকে অপরাধের দিকে আকর্ষণ করে)। – মেশকাতুল মাছবীহ পৃঃ ২৬৯

কাহারো ছত্র দেখা বা নিজের ছত্র দেখানো

১৩৯ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ إِلَّا تُبْرِئُ فَخَذْ لَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَيْ فَخِذْ حَيْ وَلَا مَمِيتْ -

অর্থঃ হয়রত আলী রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে আলী! নিজের উরু (অন্য কাহারো সম্মুখে) উলঙ্গ করিও না এবং কোন জীবিত বা মৃতের উরুর দিকে তাকাইও না। – মেশকাতুল মাছবীহ পৃঃ ২৬৯

আহারের যোগান না দেওয়া

১৪০ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنَى عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفِي بِالْمَرْءِ إِذَا أَفَ يَضِيقُ مَنْ يَقْعُدُ -

অর্থঃ হযরত হোজায়ফা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ পবিত্র জাতের কসম যাহার (কুদরতী) হাতে আমার প্রাণ, তোমরা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করিতে থাক; অন্যথায় শীষ্টই আল্লাহুর পক্ষ হইতে আজাব আসিবে। অতঃপর তোমরা দোয়া করিলে তোমাদের দোয়া কবুল করা হইবে না। - মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪৩৬

১৪৩ নং হাদীসঃ

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ بِرِئَالِ عَلَيْهِ السَّلَامُ آتَيْنَاكُمْ مَدِينَةً كَذَّا يَأْهُلُهَا فَقَالَ يَارَبِّ إِنَّ رِفْعَهُمْ عَبْدَكَ لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةً عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ أَفْلِيْهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ وَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَسَّرْ فِي سَاعَةٍ قَطْ

অর্থঃ হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহু পাক হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্সালামকে হকুম করিলেন যে, অমুক বষ্টিকে উহার অধিবাসী সহ উন্টাইয়া দাও। হযরত জিব্রাইল (আঃ) আরজ করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার। ঐ বষ্টিতে আপনার এমন এক বান্দা বসবাস করেন যিনি চোখের পলক পরিমাণ সময়ের জন্যও আপনার নাফরমানী করেন নাই (তাহাকে সহইকি উন্টাইয়া দিব?) এরশাদ হইল, তাহাকেসহ সকল অধিবাসী সমেত উন্টাইয়া দাও। কেননা (বষ্টিবাসীদের নাফরমানী দেখিয়াও) তাহার চেহারা কখনো মলিন হয় নাই। (অর্থাৎ সে নিজে এবাদতগুজার ছিল বটে, কিন্তু বষ্টিবাসীকে আল্লাহুর নাফরমানী হইতে বৌধা প্রদান তো দূরের কথা উহা দেখিয়া তাহার চেহারাতেও কোন দিন তাবাস্তুর সৃষ্টি হয় নাই)।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৪৩৯

হযরত ছাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলা

১৪৪ নং হাদীসঃ

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ الَّذِينَ يَسْبِّرُونَ أَحْخَابِي فَقُولُوا عَنْهُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ شَرِّكُمْ -

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহমা হইতে বর্ণিত, যখন তোমরা ছাহাবা কেরামের সমালোচনাকারীদিগকে দেখিবে তখন তাহাদিগকে বলিবে যে, তোমাদের অপরাধের দরজন আল্লাহুর অভিশাপ বর্ষিত হউক।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৫৫৪

১৪৫ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ التَّنِيْيِيْ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْبِّوا أَصْحَابَيْ فَلَوْا أَنْ حَدَّكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَخْمَدِ دَهْبَى مَابَلَغَ مُدْلَّ أَحَدِيْلَ وَلَا نَصِيفَهُ

অর্থঃ আবু ছাইদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার ছাহাবাগণকে মন্দ বলিও না। কেননা (আল্লাহু তায়ালার নিকট তাহাদের মরতবা এইরূপ যে,) নিঃসন্দেহে যদি কেহ ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ (আল্লাহুর পথে) খরচ করে তবুও উহা ছাহাবাদের এক মুদ ও উহার অর্ধ পরিমাণের সমানও হইবে না।

- মেশকাতুল মাছাবীহ পৃঃ ৫৫৩

অবৈধ অসিয়ত করা

১৪৬ নং হাদীসঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالمرْأَةُ لَيَطَّافِعَهُ اللَّهُ

سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَخْصُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارِّانِ فِي الْوَصِيَّةِ
فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ثُمَّ قَرَأَ أَبُوهُرَ بُرَّةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى
بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍ - إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَذَلِكَ الْعَزُّ الْعَظِيمُ -

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে এমন মহিলা ও পুরুষ আছে যাহারা ষাট বৎসর যাবৎ আল্লাহু পাকের ফরমাবরদারী করে, অতঃপর যখন মৃত্যু ঘনাইয়া আসে তখন (অবৈধ) অসিয়ত করিয়া ওয়ারিশগণের ক্ষতিসাধন করে। ফলে দোজখ তাহাদের উপর ওয়াজিব হইয়া যায়। অতঃপর হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াত তেলাওয়াত করেন-

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍ - إِلَى قَوْلِهِ
تَعَالَى وَذَلِكَ الْعَزُّ الْعَظِيمُ

অর্থঃ অছিয়ত পূর্ণ করার পর- যেই অছিয়ত করা হইয়াছে, খণ (শোধ)- এর পর, এই শর্তে যে, (অছিয়তকারী ওয়ারেছদের) কাহারো ক্ষতি না করে, এই নির্দেশ আল্লাহুর তরফ হইতে করা হইয়াছে। আর আল্লাহু পাক মহাজ্ঞানী, অতীব সহনশীল। এই বর্ণিত নির্দেশাবলী আল্লাহুর আহকাম। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহু এবং তাঁহার রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করিবে, আল্লাহু তাহাকে এইরূপ বেহেস্তসমূহে দাখিল করিবেন যাহার তলদেশে নহরসমূহ বহিতে থাকিবে, তাহারা অনন্তকাল উহাতে অবস্থান করিবে; আর ইহা বিরাট সফলতা।

- সুরা নেছা রুকু ২

শেষ নিবেদন

আল্লাহমদুলিল্লাহ! আল্লাহু পাকের লাখ লাখ শুক্র যে, তিনি এই মূল্যবান গ্রন্থটি শেষ করার তওফীক দান করিয়াছে। দ্বিনী কিতাব কোন বিনোদন গ্রন্থ নহে, বরং উহা পাঠ করিতে হইবে আমলের নিয়তে। অতীতের তুলনায় বর্তমানে ধর্মীয় গ্রন্থের পাঠক বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে উন্নতি হইয়াছে কম।

পাঠকবর্গের নিকট আমার বিশেষ নিবেদন, কিতাবটিকে বার বার পাঠ করুন এবং উহার আলোকে নিজের হালাতের পর্যালোচনা করুন। পরকালের স্থায়ী জীবনকে সামনে রাখিয়া দুনিয়ার যাবতীয় পাপ-পঞ্চিলতা পরিহার পূর্বক শরীয়ত ও সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপন করুন।

মৃত্যু সকলের জন্য অবধারিত সত্য। আজ দুনিয়াতে যাহারা পাপ করিবে পরকালে তাহারা উহার শাস্তি ভোগ করিবে, অস্থায়ী দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করিয়া যাহারা শরীয়তের বিধান মান্য করিবে পরকালে তাহারা চিরস্থায়ী সুখ লাভ করিবে। আল্লাহু পাকের এই বিধান চিরসত্য, ইহাতে কোন ভুল নাই। অথচ এই সকল বিষয় জানিয়া শুনিয়াও আমরা পাপ ও গোনাহের পথ ত্যাগ করিতেছি না। জীবন ও যৌবনের সকল শক্তিমত্তা উত্তীর্ণের পর বাধক্যে আসিয়াও আমরা পাপের পথ পরিহার করিতেছি না। জীবন সায়াহে এক পাযখন করবে চলিয়া গিয়াছে তখনো যদি আমরা পাপের পথ হইতে ফিরিয়া না আসি তবে উহার অর্থ হইবে, হয় আমরা কোরআন-হাদীসে বর্ণিত পরকালকে বিশ্বাস করিতেছি না অথবা জানিয়া শুনিয়াই আখেরাতের কঠিন আজাব ভোগ করিতে প্রস্তুত হইতেছি।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

وَلْتَسْتَطِعْ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَثْلُعَنِ

অর্থঃ আর প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, সে আগামীকল্যের জন্য কি প্রেরণ করিয়াছে। - ছুরা হাশর রুকুঃ ৩

বস্তুতঃ আত্মসমালোচনাই হইল জীবনের পরিশুদ্ধি ও আত্মার উন্নতিসাধনের অন্যতম উপায়। সর্বদা এই বিষয়ে চিন্তা করা যে, অতীত জীবনে কি করিয়াছি, আল্লাহর বিধান কর্তৃকু লংঘিত হইয়াছে, পূণ্য ও নেক আমল যাহা করা হইয়াছে উহা কর্তৃকু বিধিসম্মত হইয়াছে, আমলের মধ্যে এখলাস ও রিয়ার অবস্থান কিরণ- ইত্যাদি বিষয়গুলিকে সামনে রাখিয়া যখন আত্মসমালোচনা করা হইবে, তখন জীবনের পাপ-পূণ্য সম্পর্কে একটা মেটামুটি ধারণা পাওয়া যাইবে। এই মোরাকাবার মাধ্যমে মানুষ যখন দেখিতে পাইবে যে, অতীত জীবনে জমার খাতায় পূণ্য বলিতে যাহা জমা হইয়াছে উহার বিপরীতে পাপ ও গোনাহের এক সুবিশাল পাহাড় দাঁড়াইয়া আছে, তখন তাহার মনে সৃষ্টি হইবে অনুশোচনা। এই অনুশোচনাই হইল ‘তওবা’ যাহার পথ ধরিয়া মানুষ পাপ ও গোনাহ হইতে মুক্ত হইয়া আল্লাহর পথে ধাবিত হয়।

বস্তুতঃ মোমেন ব্যক্তি আখেরাতের ব্যাপারে কখনো বে-ফিকির ও শক্তমুক্ত থাকিতে পারে না। মোমেনের শান হইল, সকল সময় সে জীবনের পাপ-পূণ্যের খতিয়ান তলাইয়া দেখিতে থাকিবে এবং নফ্স ও শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ পূর্বক গোনাহ হইতে বিরত থাকিয়া বেশী বেশী নেক আমল করিতে থাকিবে।

আমার মুসলমান ভাই সকল! সময় থাকিতে সতর্ক হউন, গোনাহ ত্যাগ করিয়া এখলাসের সহিত নেক আমলে তরকী করিতে থাকুন, তবেই আখেরাতে দোজখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া জানাত লাভ করা যাইবে। ইহাই আসল কামিয়াবী।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

فَمَنْ رُحِزَّ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقُدْلَ فَازَ ط

অর্থঃ অতএব, যাহাকে দোজখ হইতে রক্ষা করা হইল এবং জানাতে প্রবেশ করানো হইল, ফলতঃ সে পূর্ণ সফলকাম হইল।

– ছরা আল ইমরান, রঞ্জুঃ ১৯

উপরোক্ত আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন, পবিত্র কোরআন মানব জাতিকে বলিতেছে, দোজখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জানাত লাভ করাই প্রকৃত কামিয়াবী।

মানুষ দুনিয়ার অর্থ-বিস্ত ও ক্ষমতাকে কামিয়াবী মনে করিতেছে। দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হইতেছে। আল্লাহর নাফরমানী এবং পাপের মাধ্যমে যাহা হাসিল হয় তাহা কখনো মানুষের জন্য কল্যাণ বহিয়া আনিবে না। বরং খালেছ দিলে যাবতীয় পাপ হইতে তওবা করিয়া হকুম্বাহ ও হকুল এবাদ আদায় পূর্বক শরীয়ত ও সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপনের মধ্যেই মানুষের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে যাবতীয় নাফরমানী হইতে মুক্ত রাখিয়া বেশী বেশী নেক আমল করার তওফীক দান করুন।

= শেষ =

পরিশিষ্ট

(অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত)

তওবা সংক্রান্ত কতিপয় ঘটনা

ছী বোখারী ও মুসলিম শরীফে হ্যরত আবু ছাইদ খুদরী রাজিয়াল্লাহ আনহ হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বনী ইস্রাইলের এক ব্যক্তি ১৯ জন মানুষকে হত্যা করিয়াছিল। পরে সে তওবা করার উদ্দেশ্যে কোন আল্লাহহওয়ালার সন্ধানে বাহির হইল। এক রাহেব (সংসার বিরাগী আল্লাহগত প্রাণ ব্যক্তি)-এর সাক্ষাত পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার তওবা কবুল হইবে কি? রাহেবে জবাব দিল, তোমার তওবা কবুল হইবার নহে। এই কথা শুনিবামাত্র সে ঐ রাহেবকেও হত্যা করিয়া ফেলিল (এইবার তাহার হাতে মানব হত্যার সংখ্যা একশত পূর্ণ হইল)। কিন্তু উহার পরও সে তওবার উদ্দেশ্যে কোন আল্লাহহওয়ালার সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল। এক আলেমের সাক্ষাত পাইয়া তাহার নিকট সে আরজ করিল, আমি একশত মানুষ হত্যা করিয়াছি। আমার তওবা কবুল হইবে কি? আলেম বলিলেন, তওবা কবুল হইতে কোন বাঁধা নাই। যখনই তওবা করিবে কবুল হইবে। তুমি অমুক বস্তিতে যাও, সেখানে কিছু লোক আল্লাহর এবাদতে লিপ্ত আছে। তুমি তাহাদের সঙ্গে এবাদত করিতে থাক। সে ঐ বস্তির দিকে যাত্রা করিলে পথে তাহার মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। মুর্মুর অবস্থায় কোন ক্রমে সে তাহার সীনাকে ঐ বস্তির দিকে ঘুরাইয়া দিল। অর্থাৎ তওবার উদ্দেশ্যে যেই বস্তির দিকে সে যাইতেছিল। মৃত্যুর পূর্ব মৃত্যুতে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া যতটুকু সন্তুষ্ট নিজেকে সেই দিকে আগাইয়া দিল।

মৃত্যুর পর রহমত ও আজাবের ফেরেন্টাদের মধ্যে তাহাকে লইয়া বিবাদ শুরু হইল। রহমতের ফেরেন্টা বলিতে লাগিল, সে তওবার ফিকির করিতে করিতে মৃত্যু বরণ করিয়াছে, সুতরাং তাহার সহিত রহমতের আচরণ হওয়া উচিত। আজাবের ফেরেন্টা যুক্তি দেখাইয়া বলিল, সে তওবা করিতে পারে নাই; অতএব হাতার সঙ্গে আজাবের মোয়ামালা হওয়াই সঙ্গত। এই সময় আল্লাহ

তওবা

২৪৫

পাক মৃত্যু ব্যক্তি তওবার উদ্দেশ্যে যেই বস্তির দিকে যাইতেছিল সেই) বস্তিকে হকুম করিলেন, তুমি ঐ মৃত্যু ব্যক্তির নিকটবর্তী হইয়া যাও। আর যেই বস্তি হইতে সে যাত্রা করিয়াছে উহাকে হকুম করিলেন, তুমি মৃত্যু ব্যক্তি হইতে দূরে সরিয়া যাও। অতঃপর আল্লাহ পাক হকুম করিলেন, উভয় বস্তির দূরত্ব পরিমাপ করিয়া দেখ, মৃত্যু ব্যক্তি কোন বস্তির নিকটবর্তী। ফেরেন্টাগণ মাপিয়া দেখিলেন, যেই বস্তির দিকে সে তওবার উদ্দেশ্যে আগাইতেছিল সেই বস্তি তাহার দিকে মাত্র এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী, আর যেই বস্তি হইতে সে রওয়ানা হইয়াছে উহা সেই বস্তির তুলনায় এক বিঘত পরিমাণ দূরে। সুতরাং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল।

আল্লাহ আকবার! একশত মানুষের হত্যাকারী, যে এখনো তওবাও করে নাই; শুধু তওবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিল মাত্র, আল্লাহ পাক তাহার তওবার এরাদাকেই এমন কদর করিলেন যে, এক বস্তিকে নিকটে আসিতে এবং আরেক বস্তিকে দূরে সরিয়া যাইতে নির্দেশ দিলেন। ফলে উভয়ের দূরত্বের মধ্যে এক বিঘত ব্যবধান সৃষ্টি হইল, আর উহাকেই উচ্চিলা করিয়াই তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল।

উপরোক্ত ঘটনায় অপর যেই বিষয়টি লক্ষণীয় তাহা হইল, রাবুল আলামীনের দরবারে আল্লাহহওয়ালাদের শান ও মর্যাদা ছিল কত উর্দ্দে। তাঁহারা যেই বস্তিতে বসিয়া আল্লাহর এবাদাত-বন্দেগী করিতেন, একশত মানুষের হত্যাকারীর তওবা কবুলের জন্য সেই জমিনকে নির্বাচন করা হইতেছে। আল্লাহ পাক তো জমিনের যে কোন অংশের তওবাই কবুল করিতে সক্ষম, কিন্তু তিনি স্বীয় রহমত ও মাগফেরাতের বহিঃপ্রকাশ ঘটাইবার জন্য তাঁহাদের নির্বাচন করিয়া প্রকারান্তরে আল্লাহহওয়ালাদের শান ও মর্যাদা প্রকাশ করিয়াছেন।

এক মদ্যপের তওবা

এক মদ্যপ বন্ধু-বান্ধব লইয়া সর্বদা মনের আসরে পড়িয়া থাকিত। একবার সে মনের পূর্বে আহারের জন্য কিছু ফল ক্রয় করিতে স্বীয় গোলামকে চার দেরহাম দিয়া বাজারে পাঠাইল। গোলাম বাজারে যাওয়ার পথে দেখিতে পাইল, হ্যরত মনসুর বিন আমার বসরী (রহঃ)-এর নিকট এক ফকীর ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। জবাবে হ্যরত মনসুর বলিতেছেন, যে এই ফকীরকে চার দেরহাম

দান করিবে আমি তাহার জন্য চারটি দোয়া করিব। গোলাম হ্যরত মনসুরের এই কথায় প্রভাবিত হইয়া ঐ চার দেরহাম ফকীরকে দান করিয়া দিল। এইবার তিনি গোলামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল তুমি কি দোয়া চাও? গোলাম বিনীতভাবে আরজ করিল-

- ☆ আমার মনিব যেন আমাকে আজাদ করিয়া দেয়।
- ☆ আমি যেন এই দেরহামগুলির প্রতিদান পাই।
- ☆ আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে এবং আমার মনিবকে তওবা করিবার তওফীক দান করেন।
- ☆ আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে, আমার মনিবকে, আপনাকে এবং এই কওমকে ক্ষমা করিয়া দেন।

হ্যরত মনসুর বিন আম্বার বসরী (রহঃ) গোলামের উপরোক্ত মক্ছুদসমূহ কবুল হওয়ার জন্য দোয়া করিলেন। গোলাম এইবার খালি হাতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। মনিব তাহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে সকল ঘটনা খুলিয়া বলিল। মনিব জানিতে চাহিলেন, তুমি কি কি দোয়া করাইয়াছ? উত্তরে গোলাম বলিল, আমার প্রথম দোয়া ছিল, আপনি যেন আমাকে মুক্ত করিয়া দেন। মনিব সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, এই মুহূর্তে আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিলাম। তোমার দ্বিতীয় দোয়া কি ছিল বল। সে বলিল, আমি যেন ঐ চার দেরহামের প্রতিদান পাই। মনিব বলিলেন, আমার পক্ষ হইতে তোমাকে ঐ চার দেরহাম হাদিয়া। তোমার তৃতীয় দোয়ার কথা বল। সে বলিল, আল্লাহ্ পাক যেন আপনাকে ও আমাকে তওবা করার তওফীক দান করেন। মনিব সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় পাপ হইতে তওবা করিলেন। সব শেষে গোলাম তাহার চতুর্থ দোয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বলিল, আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে, আপনাকে, ঐ বুরুর্গকে এবং গোটা কওমকে ক্ষমা করিয়া দেন। শেষোক্ত দোয়ার উত্তরে মনিব বলিলেন, ইহা আমার কাজ নহে।

রাতে মনিব স্বপ্নে দেখিলেন, কে যেন বলিতেছেঃ “তুমি যখন তোমার এখতিয়ারভূক্ত তিনটি কাজ করিয়াছ, তবে কি তুমি মনে করিতেছ, যাহা আমার এখতিয়ারভূক্ত তাহা আমি পূরণ করিব না? আমি তোমাকে,

গোলামকে, মনসুর বিন আম্বারকে এবং অপরাপর সকলকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।

এক মূর্তি পূজকের ঘটনা

প্রখ্যাত ছুফী হ্যরত আব্দুল ওয়াহেদ (রহঃ) বলেন, আমরা একবার এক নৌয়ানে সাগর বক্ষে ছফর করিতেছিলাম। সাগরের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে আমাদের নৌয়ান এক দ্বীপে যাইয়া ঠেকিল। আমরা ঐ দ্বীপে নামিয়া দেখিতে পাইলাম তথায় এক ব্যক্তি মূর্তি পূজা করিতেছে। আমরা নিকটে গিয়া তাহাকে বলিলাম, ঐ মূর্তি তোমার হাতে বানানো, তাহার কোন ক্ষমতা নাই, সে নিজেই অপরের সৃষ্টি, সুতরাং সে পূজার যোগ্য নহে। উত্তরে সে জানিতে চাহিল, তোমরা কিসের পূজা কর? আমরা সংক্ষেপে বলিলাম, আমরা ঐ পাক জাতের এবাদত করি, গোটা আসমান ও জমিনের সর্বত্র যাহার রাজত্ব। এইবার সে জানিতে চাহিল-

- ঃ তোমরা কিভাবে তাহার সন্ধান পাইলে?
- ঃ সেই পাক জাতের এক দৃত (পয়গঞ্চ) আসিয়া আমাদিগকে তাঁহার সন্ধান দিয়াছেন।
- ঃ তিনি এখন কোথায়?
- ঃ আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে যেই দায়িত্ব দিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন তিনি সেই দায়িত্ব সম্পন্ন করিবার পর তাঁহাকে উঠাইয়া নিয়াছেন।
- ঃ তিনি কি কোন নির্দশন রাখিয়া গিয়াছেন?
- ঃ হা! তিনি আল্লাহর কালাম রাখিয়া গিয়াছেন।
- ঃ আমাকে উহা দেখাও। আমরা তাহাকে কোরআন শরীফ দেখাইলে সে বলিল-
- ঃ আমি ইহা পাঠ করিতে পারি না। তোমরা আমাকে পড়িয়া শোনাও। আমরা একটা ছুরা পাঠ করিতে শুরু করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্তি পূজক কাঁদিতে লাগিল। ছুরা শেষ হওয়ার পর সে বলিল, যেই পবিত্র জাতের এই কালাম কোন অবস্থাতেই তাঁহার নাফরমানী করা চলে না। তাঁহার যাবতীয়

হুক্ম আহকাম আন্তরিকভাবে মান্য করা আবশ্যিক। অতঃপর সে পূর্ব ধর্ম ত্যাগ পূর্বক তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া গেল। আমরা তাহাকে দীনের জরুরী আহকামসহ কয়েকটি ছুরা শিখাইয়া দিলাম।

রাতে আমরা ঘুমাইয়া পড়িলে সে আমাদিগকে ডাকিয়া বলিল, তোমরা আমাকে যেই আল্লাহর পরিচয় দিয়াছ তিনি কি নির্দ্রা যান? উত্তরে আমরা বলিলাম, তিনি অতন্ত্র, নির্দ্রা হইতে পবিত্র। এইবার সে বলিল, তোমরা কেমন মানুষ! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ঘুমান না আর তোমরা ঘুমাইতেছ? আমরা নওমুসলিমের এই উক্তি শুনিয়া শুরু হইয়া গেলাম। যাহাই হউক, কয়েকদিন অবস্থানের পর সেই দীপ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় ঐ ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গে চলিল। দীর্ঘ ছফরের পর আমরা আবাদান শহরে আসিয়া পৌছাইলাম। এক দিন আমি সঙ্গীদের নিকট হইতে ঐ নও মুসলিমের জন্য কিছু চাঁদা উঠাইয়া তাহার নিকট গিয়া বলিলাম, আপনার হাত খরচের জন্য কয়েক দেরহাম হাদিয়া গ্রহণ করুন। আমার এই প্রস্তাব শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে অবাক বিশ্বয়ে সে কালেমায়ে তাইয়েবা পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিল, কি অদ্ভুত কাণ! তোমরাই আমাকে পথ দেখাইয়াছ আর এখন তোমরাই উহার উপর আমল করিতেছ না। আমি যখন দীপে থাকিয়া মূর্তি পূজা করিতেছিলাম তখনো তিনি আমাকে ধ্বংস করেন নাই। আর এখন তাঁহার গোলামী গ্রহণ করিয়াছি। এখন কি তিনি আমার সহায় হইবেন না? তিনি দিন পর খবর পাইলাম, লোকটি মৃত্যু শয্যায়। আমি তাহার নিকট গমন করিয়া আরজ করিলাম, আপনার কোন হাজত থাকিলে আমাকে বলুন। তিনি জবাব দিলেন, যেই আল্লাহ আপনাদিগকে দীপে পাঠাইয়াছেন সেই আল্লাহই আমার যাবতীয় হাজত পূরণ করিয়া দিয়াছেন। হ্যরত আব্দুল ওয়াহেদ বিন জায়েদ (রহঃ) বলেন, হাঠাত আমার তন্ত্র আসিয়া গেল। স্বপ্নযোগে আমি দেখিতে পাইলাম, একটি অপূর্ব সবুজ-শ্যামল বাগান। বাগানের মাঝে একটি সুন্দর গম্বুজ। গম্বুজের মধ্যে সুশোভিত এক আসনে এক অনিন্দ সুন্দরী ঘুবতী উপবেশন করিয়া আছে। এত সুন্দর নারী ইতিপূর্বে আর কখনো আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সে আমাকে ডাকিয়া বলিতেছে, অনুগ্রহ পূর্বক বিলম্ব না করিয়া তাহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। তাহার বিচ্ছেদ বেদনা আমি আর সহিতে পারিতেছি না। আমি অধীর অগ্রহে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। হাঠাত আমার নির্দ্রা টুটিয়া গেলে দেখিতে পাইলাম, সেই নওমুসলিম ততক্ষণে

পরলোক গমন করিয়াছেন। আমি তাহার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করিলাম। রাতে আবার স্বপ্নযোগে সেই বাগান, গম্বুজ, আসনে উপবিষ্ট সেই সুন্দরী ঘুবতী এবং তাহার পাশে আমাদের নওমুসলিমকে দেখিতে পাইলাম। সে তখন কালামে পাকের নিশ্চের আয়াতটি তেলাওয়াত করিতেছিল-

وَالْمَلَائِكَةُ يَلْحَظُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَعِمْ عَبْدِي اللَّاهِ

অর্থঃ এবং ফেরেন্টাগণ তাহাদের নিকট আগমন করিতে থাকিবে প্রত্যেক দ্বার দিয়া, তোমরা শাস্তির সহিত বসবাস করিবে, উহার কল্যাণে যে, তোমরা দৃঢ়পণ ছিলে। সুতরাং ঐ জগতে তোমাদের পরিণাম অতিশয় শুভ।

দুনিয়া আল্লাহর অলীদের সেবা করে

শেখ আবুল ফাওয়ারেছ শাহ ইবনে শুজা' কিরমানী একদা শিকারে বাহির হইলেন। তৎকালে তিনি কিরমানের প্রশাসক ছিলেন। শিকারের সন্ধান করিতে করিতে তিনি এক বিজন ভূমিতে আসিয়া পৌছিলেন। হাঠাত তিনি দেখিতে পাইলেন, ব্যাষ্ট পৃষ্ঠে এক ঘুবক এবং তাহার আশেপাশে অসংখ্য হিংস্র জন্মু বিচরণ করিতেছে। শাহ ইবনে শুজাকে দেখিবামাত্র জন্মুগুলি তাহাকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসিল। ঘুবক সঙ্গে সঙ্গে বাঁধা দিলে তাহারা আক্রমণ হইতে বিরত হইল। এইবার সে আগাইয়া আসিয়া বাদশাহকে ছালাম করিয়া কহিল, হে বাদশাহ! দুনিয়ার মোহে আপনি আখেরোত্তরে কথা ভুলিয়া বসিয়াছেন। মজাদার আহার ও তোগ-বিলাসের ফিকিরে আল্লাহর বন্দেগী হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াছেন। আল্লাহ পাক আপনাকে দুনিয়ার রাজত্ব ও ধন-দৌলত এই জন্য দিয়াছেন যেন আপনি উহা দ্বারা আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী করেন। অথচ আপনি ঐ সুযোগ ও সম্পদকে দুনিয়ার তোগ-বিলাসের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন। ঘুবক যখন বাদশাহকে এই নসীহত করিতেছিল তখন হাঠাত কোথা হইতে এক বৃক্ষ মহিলা হাতে পানির পেয়ালা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। বৃক্ষ পানির পেয়ালাটি ঘুবকের হাতে তুলিয়া দিলে প্রথমে সে নিজে পান করিয়া পরে বাদশাহকে দিল। বাদশাহ ঐ পানি পান করিয়া বলিল, আমি জীবনে কখনো এত ঠাণ্ডা ও সুস্থাদু পানীয় পান করি নাই। ইতিমধ্যে ঐ

বৃক্ষ গায়ের হইয়া গিয়াছে। যুবক এইবার বাদশাহকে বলিল, এই বৃক্ষাই হইল 'দুনিয়া'। আল্লাহ পাক তাহাকে আমার সেবা ও খেদমতের জন্য নিয়োগ করিয়াছেন। আপনার কি জানা নাই যে, আল্লাহ পাক দুনিয়াকে সৃষ্টি করার পর তাহাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, হে দুনিয়া! যেই ব্যক্তি আমার সেবা (এবাদত) করিবে তুমি তাহার সেবা করিবে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি আমার এবাদত না করিয়া তোমার সেবা করিবে তুমি তাহার দ্বারা আরো বেশী বেশী খেদমত লইবে। যুবকের এই সকল কথা শুনিবার পর বাদশাহ সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিলেন। পরবর্তীতে এই বাদশাহ একজন খাঁটি আল্লাহওয়ালা হিসাবে পরিণত হইলেন।

এক বাদশাহ ও বাঁদী

হ্যরত মালেক বিন দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একবার বসরা শহরের এক গলিপথে কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি এক বাঁদী দেখিতে পাইলেন। সে শাহী বাঁদীর মত জাক-জমক ও চাকর-চাকরানীতে পরিবেষ্টিত বর্ণাট্য ভঙ্গিমায় পথ চলিতেছিল। হ্যরত মালেক বিন দীনার তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে বাঁদী! তোমার মনিব তোমাকে বিক্রয় করিবে? বাঁদী ফকীরবেশী হ্যরত মালেক বিন দীনারের কথায় অবাক হইয়া বলিল, আবার বল কি বলিতেছ? তিনি পুনরায় ঐ একই কথা বলিলেন। অবাক বিশয়ে বাঁদী বলিল, মনিব আমাকে বিক্রয় করিলেও তোমার মত ফকীর কি আমাকে খরীদ করিতে পারিবে? হ্যরত মালেক বলিলেন, আমি তোমার চাইতেও তাল বাঁদী খরীদ করিতে সক্ষম। এই কথায় বাঁদী হাসিয়া উঠিল এবং ফকীরকে মনিবের নিকট হাজির করিতে খাদেমগণকে নির্দেশ দিল।

বাঁদীর মুখে ফকীরের বিস্তারিত ঘটনা শুনিয়া মনিবও হাসিয়া উঠিল এবং ফকীরকে দরবারে হাজির করিতে নির্দেশ দিল। কিন্তু হ্যরত মালেক বিন দীনারকে দরবারে হাজির করিলে তাঁহাকে দেখিবামাত্র মনিবের অস্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি চান? হ্যরত মালেক শান্ত কর্ণে বলিলেন, তোমার বাঁদী আমার নিকট বিক্রয় করিয়া দাও। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, আপনি তাহার মূল্য দিতে পারিবেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমার নিকট তাহার মূল্য দুইটি খেজুরের বিচিতুল্য। এই কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলে

হাসিয়া উঠিল। মনিব জানিতে চাহিল। আপনি কি হিসাবে এই দাম সাব্যস্ত করিলেন? তিনি বলিলেন, তাহার মধ্যে অনেক ত্রুটি রহিয়াছে। আর ত্রুটিযুক্ত বস্তুর মূল্য নগণ্যই হইয়া থাকে। মনিব তাহার বাঁদীর ত্রুটির কথা জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, সুগন্ধী ব্যবহার না কলিলে তাহার দেহ হইতে দুর্গন্ধি বাহির হয়। এক দিন দাঁত পরিষ্কার না করিলে দুর্গন্ধি কাছে যাওয়া যায় না। মাথায় তৈল চিরন্তনি ব্যবহার না করিলে উকুন আসিয়া বাসা বাঁধে। প্রথম দর্শনে পাগল বালিয়া ভূম হয়। বয়স একটু বৃদ্ধি পাইলে ঘোবনে ভাটা পড়িয়া বার্ধক্য দেখা দেয়। মুখের থুথু, লালা, হায়েজ, নেফাস ইত্যাদি উপসর্গের পাশাপাশি দুঃখ-কষ্ট তাহার নিত্য সহচর। তাহার ভালবাসা নিঃস্বার্থ নহে। আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই সে তোমার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করিতেছে। স্বার্থের সামান্য বিষয় ঘটিলে মুহূর্তে তোমাকে ত্যাগ করিয়া আরেক জনের সঙ্গে তোমার মতই ভালবাসার দাবী করিবে। তাহার কথার কোন ঠিক নাই। সব ছল-চাতুরী।

হ্যরত মালেক বিন দীনার বলেন, পক্ষান্তরে আমার নিকট যেই বাঁদী আছে সে একেবারেই সহজলভ্য। তাহাকে ক্রয় করিতে আমার একটি কানা-কড়িও খরচ হয় নাই। অথচ যে কোন বিবেচনায় সে তোমার এ বাঁদী হইতে অনেক মূল্যবান। সে কর্পুর, মেশক, জাফরান, মণি-মুক্তি ও নূরের তৈরী। সে লবণাক্ত পানিতে থুথু নিক্ষেপ করিলে উহা মিষ্ট পানিতে পারিণত হয়। কোন মৃত দেহের সামনে যাইয়া কথা বলিলে সে জীবিত হইয়া কথা বলিতে শুরু করিবে। সূর্যের সামনে হাত রাখিলে সূর্য নিষ্পত্ত হইয়া যাইবে। অন্ধকার ঘরে আসিলে ঘর আলোকিত হইয়া যায়। সাজ সজ্জা করিয়া পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করিলে সমগ্র পৃথিবী বিমোহিত হইয়া যাইবে। মেশক ও জাফরানের বাগানে প্রতিপালিত সেই বাঁদী ইয়াকৃত ও মারজানের শাখায় বিচরণ করিয়াছে। সে 'তাছনীম' নহরের পানি পান করে। ওয়াদা ভঙ্গ ও কৃত্রিম ভালবাসার ছল-চাতুরী তাহার জানা নাই।

হ্যরত মালেক বিন দীনার উপরোক্ত বর্ণনা দানের পর মনিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন তুমিই বল পয়সা খরচ করিতে হইলে কোন বাঁদীর জন্য খরচ করা উচিৎ? জাবাবে সে বলিল, আপনি যেই বাঁদীর প্রশংসা ও বিবরণ দিয়াছেন সেই বাঁদীই ক্রয়যোগ্য ও সকলের জন্য কাম্য হওয়া বাঙ্গনীয়। হ্যরত মালেক বলিলেন, সেই মহামূল্যবান বাঁদী এত সহজলভ্য যে, দেশ-কাল-পাত্র

২৫২

তওবা

নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকটই সেই বাদীর মূল্য মওদুজ রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলে সকলেই উহা খরীদ করিতে পারে। তাহার মূল্য হইলঃ রাতে উঠিয়া দুই রাকাত তাহাজুদের নামাজ পড়া, আহারের সময় কোন অভূতকে শরীক করা, পথিক আঘাত পাইতে পারে এমন বস্তুকে পথ হইতে সরাইয়া দেওয়া এবং দুনিয়াতে ভোগ-বিলাস পরিহার করিয়া সাধারণ জীবন যাপন করা। নিজের যাবতীয় শ্রম ও সাধনাকে অঙ্গায়ী দুনিয়ার পিছনে না জড়াইয়া চিরস্থায়ী আখেরাতের উদ্দেশ্যে উহা ব্যয় করা। এই কয়টি বিষয়ের উপর আমল করিতে পারিলে পরকালে বেহেস্তের স্থায়ী সুখ লাভ করা যাইবে।

হয়রত মালেকের বিবরণ শেষ হইলে মনিব বাদীকে জিজ্ঞাসা করিল, শায়েখ যাহা বলিলেন তাহা কি সত্য? বাদী বলিল, ধূৰ্ব সত্য! তাহার কথায় সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। মনিব এই কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে বাদীর হাতে কিছু অর্থ তুলিয়া দিয়া তাহাকে আজাদ করিয়া দিলেন। গোলামদিগকেও প্রচুর অর্থ দান করিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। ঘর-দোর ও যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি আল্লাহর পথে দান করিয়া শরীরের সকল অহংকারী পোশাক খুলিয়া ফেলিলেন। এইবার তিনি নিঃস্ব-এক। সংসারে তাহাকে আটকাইয়া রাখার আর কোন বন্ধন নাই। ঘরের দরজায় বুলানো মোটা একটি কাপড় দেহে জড়াইয়া পথে বাহির হওয়ার আয়োজন করিলেন। এই সময় তাহার বাদী ডাকিয়া বলিল, হে সরদার! তোমার পর আমার জীবন অর্থহীন। এই বলিয়া সে জাঁকজমকের সকল পোশাক খুলিয়া একটি মোটা কাপড় পরিধান করিয়া সীয় মনিবের সঙ্গী হইল।

হয়রত মালেক বিন দীনার তাহাদিগকে দোয়া করিয়া বিদায় দিলেন। তাহারা দুইজন সেই দিন হইতে যাবতীয় পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আল্লার এবাদতে মশগুল হইলেন। পরে ঐ হালাতেই তাহাদের ইন্তেকাল হইল।

দুই বাদশাহ ঘটনা

একদা এক বিলাসী বাদশাহ শিকারের সন্ধান করিতে করিতে গভীর জঙ্গলে চলিয়া গেলেন। হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই বিরান জঙ্গলে এক যুবক মৃত মানুষের কতগুলি হাড় সামনে লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছে। বাদশাহ এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক বিশ্বে সন্দেহ হইয়া গেলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই কক্ষালসার যুবকটি কোথা হইতে এই বিরান ভূমিতে আসিল, মানুষের এত

কক্ষালই বা সে কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে সঞ্চাহ করিল। এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মন্ত্রমুক্তের ন্যায় আগাইয়া গিয়া তিনি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যুবক! তুমি এখানে কি করিতেছ, তোমার দেহের এই কর্মণ দশা কেন, তুমি কোথা হইতে এই বিরান ভূমিতে আসিয়াছ? বাদশাহৰ প্রশ্নের উত্তরে যুবক বলিল, আমি এক দীর্ঘ ছফরে যাত্রার অপেক্ষা করিতেছি। দুইজন মক্কেল আমাকে ছফরের পথ-ঘাট সম্পর্কে অবহিত করিয়া বলিতেছে- তুমি এক সংকীর্ণ ও কষ্টদায়ক অঙ্ককার প্রকোষ্ঠে গমন করিতেছ। ছফরের যাত্রা পথেই তোমাকে মাটির নীচে দাফন করা হইবে। সেখানে তুমি পোকামাকড় ও কীটের আহারে পরিণত হইবে। তোমার দেহ বিনাশ হইবার পর অবশেষে হাড়গুলিতেও ক্রমে পাঁচ ধরিবে। আর ইহাই ছফরের শেষ মঙ্গিল নহে; বরং কবর হইতে পুনরুত্থানের পর হাশরের ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইবে। অতঃপর শেষ পরিণতি ভাল কি মন্দ কিছুই জানা নাই। এই দীর্ঘ ছফরের ভয়াবহতা ও অনিষ্টিত পরিণতির দুর্ভাবনাই আমাকে “দুনিয়ার সকল খেল-তামাশা ও বিলাস-ব্যঞ্জন হইতে পৃথক করিয়া এই বিরান ভূমিতে লইয়া আসিয়াছে।

বাদশাহ যুবকের কথা শুনিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া বলিলেন, হে যুবক! তোমার কথা শুনিয়া আমার অন্তর হইতে পার্থিব ভোগ-বিলাসের সকল চিন্তা দ্রৰীভূত হইয়া গিয়াছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ আমাকে কথাগুলি আরেকবার শোনাও। যুবক পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার সম্মুখে যেই হাড়গুলি দেখিতেছেন উহা দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের। পার্থিব ভোগ-বিলাসের মোহে তাহারা আখেরাতের কথা তুলিয়া বসিয়াছিল। অবশেষে একদিন দুনিয়ার ভোগ-বিলাস পূর্ণ হইবার পূর্বেই মৃত্যু তাহাদের দোরগোড়ায় আসিয়া হাজির হইল। এখন এই হাড়গুলি পুনরায় জোড়া লাগিয়া মানবদেহে পরিণত হইবে। এই অতঃপর তাহাদের আমল অনুযায়ী জালাত অথবা জাহানামে প্রবেশ করিবে। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই যুবক কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। বাদশাহ যখন প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি নীরবে চোখের পানি ঝরাইতে লাগিলেন। সেই রাতেই তিনি সকল রাজকীয় পোশাক খুলিয়া বিষণ্গ বদনে দুইটি চাদর জড়াইয়া রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিলেন।

পরবর্তীতে সেই বিলাসী বাদশাহ অতীতের সকল ক্রটি ও অপরাধ হইতে তওবা করিয়া আল্লাহর এবাদতে মশগুল হইলেন।



এক জালেম বাদশাহ আল্লাহ পাকের হকুমের বিরুদ্ধাচরণ করিত। দেশের মুসলিম প্রজাগণ তাহার অত্যাচার ও ধর্মদ্রোহিতায় অতিষ্ঠ হইয়া তাহাকে বন্দী করিল। পরামর্শের পর তাহাকে জুলন্ত উনানের উপর হাড়িতে চড়াইয়া তিলে তিলে শেষ করার সিদ্ধান্ত হইল। হাড়িতে চড়াইবার পর সে একে একে তাহার সকল প্রভুকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, আমি সারা জীবন তোমাদের এবাদত করিয়াছি, আজ তোমরা আমাকে এই কঠিন বিপদ হইতে উন্ধার কর। কিন্তু তাহার প্রার্থনায় কেহই সাড়া দিল না। অবশেষে সে নিরূপায় হইয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া ৪৩।৪৩।৪৪।৪৪।৪৫।৪৫।৪৬।৪৬।৪৭।৪৭। বলিয়া আল্লাহ পাকের সাহায্য প্রার্থনা করিল। আল্লাহ পাক তাহার ডাকে সাড়া দিলেন। আগুনকে নির্বাপিত হওয়ার হকুম দিয়া পাতিলসহ বাদশাহকে আকাশে উঠাইয়া লইলেন। বাদশাহ পাতিলে বসিয়া আরামের সহিত ৪৩।৪৩।৪৩।৪৪।৪৪।৪৫।৪৫।৪৬।৪৬।৪৭। এর জিকির করিতে করিতে মহাশূন্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহাকে এক বিধৰ্মী জনপদে অবতরণ করানো হইল। সেখানে অবতরণের পরও তিনি কালেমায়ে তাইয়েবার জিকির অব্যাহত রাখিলেন। লোকেরা তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজের পরিচয় দিয়া বিস্তারিত ঘটনার বিবরণ দিলেন। অধিবাসীগণ বাদশাহ'র মুখে এই বিশ্বয়কর ঘটনা শুনিয়া একযোগে সকলে তওবা করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল।

কুকুরের সেবা করিয়া মুক্তিলাভ

বোখারার অত্যাচারী শাসক একদা অশ্পৃষ্টে আরোহণ করিয়া কোথায় যাইতেছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, চর্মরোগাক্রান্ত একটি কুকুর পথের পাশে শীতে কাপিতেছে। কুকুরটির কর্মণ অবস্থা দেখিয়া তাহার মনে দয়ার উদ্বেক হইল। সে কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া উহার সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে সহচরগণকে নির্দেশ দিল। প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের পর বাদশাহ নিজে রোগাক্রান্ত কুকুরটির গায়ে ওষধ লাগাইয়া উহাকে আগুনের সেক দিল। উপযুক্ত চিকিৎসার পর অঞ্চ দিনেই কুকুরটি সুস্থ হইয়া উঠিল। উহার দুই দিন পরই বাদশাহ'র ইন্তেকাল হইল। ইন্তেকালের পর এক বুজুর্গ বাদশাহকে স্বপ্নে

দেখিলেন। বুজুর্গ বাদশাহ'র অত্যাচার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ পাক তোমার সাথে কি আচরণ করিয়াছেন? জবাবে সে জানাইল, আল্লাহ আমাকে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, তুমি ছিলে এক কুকুর আর অন্য এক কুকুরের উচিলায় তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। আর তোমার উপর যত মানুষের হক ছিল উহা আমি নিজের পক্ষ হইতে আদায় করিয়া দেওয়ার এরাদা করিলাম।

এক বিলাসী সরদারের তওবা

মোহাম্মদ বিন ছামাক (রঃ) বলেন, মুছা বিন মোহাম্মদ বিন সোলায়মান হাশেমী বনী উমাইয়ার একজন বিখ্যাত সরদার ছিলেন। এই বিলাসী সরদার দিবারাত্রি খানা-পিনা, খেল-তামাশা, নারীসঙ্গ ও নাচ-গান লইয়া মন্ত থাকিত। এক কথায় তোগ-বিলাস ছাড়া তাহার জীবনে যেন আর কোন কাজ ছিল না। প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক এই সরদারের রূপ-যৌবনও ছিল অসামান্য। পুর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী সরদার প্রথম দর্শনেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাহার বার্ষিক আমদানী ছিল তিন লক্ষ তিন হাজার দীনার। উহার সবটাই সে আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতায় ব্যয় করিয়া দিত। তাহার সুরম্য প্রাসাদটি ছিল স্থাপত্য শিল্পের মূর্ত প্রতীক। সকাল-বিকাল প্রাসাদের জানালার পাশে দাঁড়াইয়া সে পথচারীদের আনাগোনা অবলোকন করিত। প্রাসাদের পিছনে ছিল এক ফুলের বাগান। সেই দিকের জানালার পাশে দাঁড়াইয়া সরদার রকমারি ফুলের সুস্থান ও মিঞ্চ বায়ু সেবন করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষার প্রায়াস পাইত। প্রাসাদের অভ্যন্তরে ছিল একটি হস্তীদন্ত নির্মিত গম্বুজ। স্বর্ণ ও রূপার কারুকার্যে সুশোভিত ঐ গম্বুজের অভ্যন্তরে ছিল এক সুদৰ্শন সিংহাসন। সরদার মাঝে মাঝে মহা মূল্যবান রাজকীয় পোশাক ও মাথায় দামী আমামা পরিয়া সেই সিংহাসনে আসন গ্রহণ করিত। ডানে বামে ইয়ার বন্ধু এবং পিছনে চাকর-নৌকরদিগকে স্ব স্ব স্থানে নিযুক্ত করিয়া সে রং-তামাশার আসর জয়াইত। সিংহাসনের সামনে অনতিদূরে ছিল একটি বুলন্ত পর্দা। পর্দা হটাইলেই সেখানে দেখা যাইত একদল সুসজ্জিত নর্তকী। সর্দারের ইঙ্গিত পাইবায়াত্রি তাহারা মজলিশ সরগরম করিয়া নাচগানের বাড় তুলিত। গভীর রাত পর্যন্ত এই আসর চলিবার পর সকলে যার যার ঘরে চলিয়া গেলে সরদার তাহার ইচ্ছামত কোন রূপসী নর্তকীকে সঙ্গে লইয়া খাস কামরায় রাত্রি যাপন করিত।

মোটকথা, এইরূপ ভোগ-বিলাসের মধ্যেই সরদার তাহার জীবনের দীর্ঘ সাতাইশ বৎসর কাটাইয়া দিল। এক দিনের ঘটনাঃ

সরদার রং মহলে নাচগান ও নেশায় চুর হইয়া পড়িয়া ছিল। হঠাতে খোলা জানালা দিয়া এক কর্ণ স্বর আসিয়া তাহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিয়া অন্তরে গিয়া আঘাত করিল। সেই সুরে কি যে ছিল, উহা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে সরদারের বুকের ডিতরটা যেন তোলপাড় করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার নেশা ছুটিয়া গেলে নাচগান বন্ধ করিয়া সেই কর্ণ সুরের প্রতি মনোযোগী হইল। সেই সুর থামিয়া থামিয়া একটা কর্ণ আর্তনাদের স্পন্দন তুলিয়া গোটা পরিবেশটাকেই যেন বেদনার্ত করিয়া তুলিল। সরদার তাহার অনুচরদিগকে হুকুম করিলেন, যাও! এই সুর অনুসরণ করিয়া আগাইয়া দেখ কে এই কর্ণ সুর তুলিয়াছে। তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস। ঘটনাস্থলে গিয়া তাহারা দেখিতে পাইল শীর্ণদেহী এক যুবক মসজিদে দাঁড়াইয়া কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেছে। যুবকের বিবর্ণ দেহে গোস্ত বলিতে যেন কিছুই নাই, মাথার চুল এলোমেলো। গায়ে দুই খণ্ড কাপড় জড়াইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যেন মিনতির ভঙ্গিতে পবিত্র কালাম পড়িতেছে। তাহারা যুবককে সরদারের নিকট নিয়া হাজির করিল।

সরদার যুবককে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি পড়িতেছিলে? যুবক বলিল, আমি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেছিলাম। সরদার উহা শুনিতে চাহিলে যুবক নিম্নের আয়াত তেলাওয়াত করিল-

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ عَلَى الْأَرَايِكَ يَنْظَرُونَ تَعْرِفُ فِي
وَجْهِهِمْ نَصْرَةً التَّعْيِمِ ۝ مِنْ رَّحِيقٍ مَّا خَتُّوا ۝
خَتْمَهُ مِسْكٍ وَفِي ذِلِّكَ فَلَتَنَاقِسِ الْمَتَنَافِسُونَ ۝ وَمَرَاجِهُ
مِنْ سِئِيمٍ ۝ عَيْنًا يَسْرِبُ بِهَا الْمَقْرِبُونَ

অর্থঃ নেককারগণ অত্যন্ত আরামে থাকিবে। তাহারা পালকসমূহের উপর (বসিয়া বেহেষ্টের সুখপ্রদ চমৎকার আসবাবসমূহ) দেখিতে থাকিবে। হে শ্রোতা! তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে সুখের পরিচয় পাইবে। (আর তাহারা পান করার জন্য সিলমোহরযুক্ত বিশুদ্ধ শরাব পাইবে। যাহাতে কস্তুরীর সিলমোহর হইবে; আর

এইরূপ কস্তুর প্রতিই লালসাকারীদের লালসা করা উচিত। আর উহার সংমিশ্রণ ‘তস্নীম’ (নামক বরনার পানি) দ্বারা হইবে। অর্থাৎ এমন এক বরণা— যাহা হইতে নৈকট্যপ্রাপ্তগণ পান করিবে।

যুবক তেলাওয়াতের পর উহার তরজমা শুনাইয়া বলিল, হে সরদার! তুমি দুনিয়ার ধোকায় পড়িয়া আছ। তোমার এই বালাখানা ও বিলাস উপকরণের সঙ্গে বেহেষ্টের নাজ ও নেয়ামতের কোন তুলনা হইতে পারে না। বেহেষ্টীদের জন্য বালাখানা, আহার, পানীয় এবং অপরাপর নেয়ামতের কথা মানুষ কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে না। তাহাদের জন্য সবুজ রং এর অপূর্ব রেশমী পোশাক, নরম-কোমল গালিচা, সুশোভিত বাগান ও নহর, দুই রকম স্বাদ বিশিষ্ট অসংখ্য ফল ইত্যাদি হাজারো নেয়ামত মণজুদ রাখা হইয়াছে। এই সকল নেয়ামত তাহারা ইচ্ছামত ভোগ করিবে, কোন প্রকার বৌধা-বিষ্ণের সম্মুখীন হইতে হইবে না। আর কাফের ও গোনাহুগারদের জন্য সেখানে ভয়াবহ আগুনের লেলিহান শিখা অপেক্ষা করিতেছে। সেই আগুনের তাপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। দোজবাসীগণ মৃত্তি চাইলে তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা আল্লাহর বিধানকে অমান্য করিয়া দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মন্ত ছিলে; এখন শাস্তি ভোগ করিতে থাক।

যুবকের নসীহতগুলি সরদারের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিল। সে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া যুবককে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। জীবনের যেই মূল্যবান সময়গুলি সে আল্লাহর নাফরমানী ও অবহেলায় নষ্ট করিয়াছে উহার উল্লেখ করিয়া অনুশোচনা ও আক্ষেপ করিতে লাগিল। চাকর-নৌকর, গোলাম-বাদী একে একে সকলকে বিদায় করিয়া অবশেষে ঘরের যাবতীয় বিলাসসামগ্ৰী, খাট-পালঙ্ক, দামী দামী পোশাক, প্রসাধন, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া ছদকা করিয়া দিল। এইবার সে প্রকাশ্য গোনাহের জন্য প্রকশ্যে এবং গোপন গোনাহের জন্য গোপনে তওবা করিয়া মসজিদে গিয়া দিবা-রাত্রি আল্লাহর এবাদতে মশগুল হইল। দুইটি মোটা কাপড় ও জবের রুটির উপরই দিন শুজরান করিতে লাগিল। পরবর্তীতে সেই সরদার এবাদত-বন্দেগীতে এতটা নিময় হইয়া গেলেন যে, অবিরামভাবে রাতে বিনিন্দ্র এবাদত এবং দিনে রোজা রাখিতে লাগিলেন। সরদার পূর্ব হইতেই এলাকায় পরিচিত ছিলেন। বর্তমানে এই পরিবর্তনের ফলে সর্বত্র তাঁহার সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে তওবা-১৭

তাঁহার নিকট দীনদার নেককার ও আল্লাহওয়ালাদের আনাগোনা বৃক্ষি পাইতে লাগিল। কোন কোন বুজুর্গ তাঁহার নিকট আরজ করিলেন, তাই! আল্লাহ পাক তো বাল্পার প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। আপনি নফসকে এত কষ্ট দিতেছেন, স্থান্ধের প্রতি কিছু যত্ন নিন। উভরে তিনি বলিতেন, তাই সকল! সারাটা জীবন আমি আল্লাহ পাকের ভয়াবহ নাফরমানীতে কাটাইয়াছি। এই কথা বলিয়াই তিনি অজস্র ধারায় ক্রন্দন করিতে থাকিতেন।

শেষ জীবনে এই বুজুর্গ সরদার দুইটি মোটা কাপড় দেহে জড়াইয়া একটি থালা ও একটি বাটি লইয়া পদব্রজে হঞ্জের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। দীর্ঘ দিনের অক্রম্য ছফরের পর একদিন মুক্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হজ্ব আদায়ের পর সেখানেই ইত্তেকাল করিলেন। মুক্তায় অবস্থানকালে তাঁহার হালাত ছিল, রাতের বেলা হজরে আসওয়াদের নিকট দাঁড়াইয়া কাদিতে বুক ভাসাইয়া দিতেন আর নিজের বিগত জীবনের অপরাধ ও ক্রটি সমূহের উল্লেখ করিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করিতেনঃ আয় পরওয়ারদিগার! সারাটা জীবন আমি তোমার নাফরমানী ও গাফলতের মধ্যে কাটাইয়া দিয়াছি। জীবনের যাবতীয় সম্পদ ও সুযোগ তোমার হৃকুমের খেলাফ ব্যয় করিয়াছি। তোমাকে মুখ দেখাইবার মত আমার কোন আমল নাই। এখন তোমার অনুগ্রহই আমার তরস। তোমার নিকট জানাত প্রার্থনা করার যোগ্যতা আমার নাই, আমার মিনতি শুধু তোমার রহমতের দরিয়ার

কিনারায় আমাকে সামান্য ঠাই করিয়া দিও। আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিও। নিঃসন্দেহে তুমই একমাত্র ক্ষমাকারী।

রোগীর সেবায় এক বুজুর্গ

এক বুজুর্গ বর্ণনা করেন, বাগদাদের এক সওদাগর সকল সময় আল্লাহওয়ালাদের সমালোচনা করিত। কিছুকাল পর দেখা গেল, তাহার স্বভাবের আমুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে বুজুর্গদের সমালোচনা ত্যাগ করিয়া তাহাদের ছোট্বত এখতিয়ার করিয়াছে এবং পরম ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত তাহাদের পিছনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছে। একদিন আমি তাহাকে জিজাসা করিলাম, তুমি তো আল্লাহওয়ালাদের সমালোচনা করিতে। তোমার এই পরিবর্তনের হেতু কি? উভরে সে বলিল, আমি তাঁহাদিগকে যেমন মনে করিতাম তাঁহারা তেমন নহেন। অতঃপর ঘটনার বিবরণ দিয়া সে

বলিল, একদিন আমি দেখিতে পাইলাম, প্রখ্যাত বুজুর্গ আবু নছর জামে' মসজিদ হইতে দৃত বাহির হইয়া কোথাও যাইতেছেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম, এতবড় বুজুর্গ অর্থে নামাজের পর একদণ্ড মসজিদে অবস্থান করিলেন না। আমি তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, তিনি বাজার হইতে নরম নরম রুটি, কাবাব ও হালুয়া খরীদ করিলেন। তাঁহার আহারের আয়োজন দেখিয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম, বুজুর্গ আসলে একজন ভোজন-বিলাসী বটে। বাজার শেষ করিয়া তিনি জঙ্গলের পথ ধরিলেন। আমার ধারণা হইল, আহারে বসিবার জন্য বুজুর্গ কোন শ্যামল উদ্যানের সন্ধানে চলিয়াছেন। আমিও তাঁহার পিছনে পিছনে চলিলাম। একটানা আছর পর্যন্ত হাটিয়া তিনি এক গ্রামের মসজিদে গিয়া উঠিলেন। নামাজ আদায়ের পর তিনি একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক রোগী শায়িত ছিল, বুজুর্গ যত্নের সহিত তাহাকে আহার করাইতে বসিলেন। এই সুযোগে আমি গ্রাম দেখিতে বাহির হইলাম। কিছুক্ষণ পর সেই ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম সেখানে বুজুর্গ নাই। রোগীকে জিজাসা করিলে সে জানাইল, তিনি বাগদাদ চলিয়া গিয়াছেন। আমি বিচলিত হইয়া জিজাসা করিলাম, বাগদাদ এখন থেকে কত দূর? উভরে সে বলিল, প্রায় ৮০ মাইল। আমি শক্তি হইয়া "ইন্নালিল্লাহ" পড়িলাম। সঙ্গে টাকা-কড়ি নাই, অজানা পথ-ঘাট, কি করিয়া বাগদাদ ফিরিব, কে আমাকে সাহায্য করিবে, এই শক্তের কথা কাহার নিকট বলিব- ইত্যাদি ভাবনায় আমার সর্বাঙ্গ যেন অবস হইয়া আসিতে লাগিল। আমার বিপর্ণদশা দেখিয়া অসহায় রোগীটি বলিল, তুমি এখানেই অবস্থান কর। আগামী শুক্রবার তিনি আবার আমাকে আহার করাইতে আসিবেন তখন তুমি তাহার সঙ্গে যাইতে পারিবে।

রোগীর কথা শুনিয়া আমি একেবারেই স্তু হইয়া গেলাম। যেই বুজুর্গ সুদূর বাগদাদ হইতে ৮০ মাইল পায়ে হাটিয়া আসিয়া সয়ত্রে একজন রোগীর সেবা করেন তাঁহার সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি কেমন করিয়া "ভোজন-বিলাসী" ধরনের অন্যায় ধারণা পোষণ করিলাম? এই কথা চিন্তা করিয়া নিজেকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম। আমার কেবলি মনে হইতে লাগিল, এই শূন্য ঘরে মৃত্যুপথ্যাত্মী যেই রোগীটিকে ক্ষণিক পূর্বেও আমি একান্ত অসহায় ভাবিয়াছিলাম তাহারও মাথা গুজিবার একটি ঠাই আছে। আছে সপ্তাহান্তে আহার যোগাইবার মত একজন দরদী স্বজন। কিন্তু আমার অবস্থা যে আরো করুণ, আরো বিপর্ণ। এই এক সপ্তাহ আমি কিভাবে কাটাই, আহারের ব্যবস্থা

কি হইবে, সপ্তাহাত্তে যিনি আসিবেন তিনি যদিবা আমার পরিচিত কিন্তু ইতিপূর্বেই তাহার সম্পর্কে আমি যেই অন্যায় ধারণা পোষণ করিয়াছি; অতঃপর তাহারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে বিবেকে আমাকে বার বার দংশন করিতে লাগিল।

অবশ্যে দুর্যোগের সেই সপ্তাহও শেষ হইল। বুজুর্গ আগের মতই রোগীর খোঁজ-খবর লইয়া তাহাকে আহার করাইলেন। আহারাত্তে রোগী আমাকে দেখাইয়া বলিল, আবু নছুর! এই ব্যক্তিটি গত সপ্তাহে তোমার সঙ্গে আসিয়াছিল। সেই হইতে এখানে পড়িয়া আছে। তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাও। বুজুর্গ আমাকে শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন আমার পিছনে লাগিয়া? আমি নীরবে অপরাধ স্থীকার করিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া বাগদাদ রওয়ানা হইলেন। কিন্তু আচর্যের বিষয় হইল; সন্ধার পূর্বেই আমরা দীর্ঘ ৮০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বাগদাদ শহরে আসিয়া পৌছাইলাম। বুজুর্গ আমাকে বলিলেন, ঘরে ফিরিয়া যাও এবং আর কখনো এইরূপ আচরণ করিও না। ঐ ঘটনার পর হইতে আমি খাটি অন্তরে তওবা করিয়া ঐ বুজুর্গের ছোহবতে থাকিয়া সঠিক পথের সন্ধান পাইলাম।

হযরত মালেক বিন দিনারের তওবা

প্রথ্যাত বুজুর্গ হযরত মালেক বিন দিনারের প্রথম জীবনটা ভাল কাটে নাই। দিবা-রাত্রি শরাবে লিঙ্গ থাকিতেন। তাহার তওবা সম্পর্কে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমার এক বাদীর গর্তে এক মেয়ে সন্তান জন্ম হয়। মেয়েটাকে আমি ধারপরনাই স্নেহ করিতাম। তাহার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার স্নেহ-মতাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্নেহের আতিশয়ে তাহাকে সর্বদা আমি সঙ্গে সঙ্গে রাখিতাম। সে যখন একটু একটু হাঁটিতে শিখিয়াছে তখনকার ঘটনাঃ

আমি যখন শরাব পান করিতে বসিতাম তখন সে আমার হাত হইতে শরাবের পাত্র ছিনাইয়া লইয়া আমার কাপড়ে ঢালিয়া দিত। আমার সেই প্রাণধিক প্রিয় নয়নমণিটি দুই বছর বয়সেই ইন্তেকাল করে।

এক রাতের ঘটনাঃ রাতটি ছিল একই সঙ্গে শবেৰাত ও জুমুআর রাত্রি। আমি মদের নেশায় মন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। স্বপ্নে দেখিলাম, হাশরের মাঠ

কায়েম হইয়াছে। সকলের সঙ্গে আমিও কবর হইতে উঠিয়া মাঠের দিকে চলিয়াছি। হঠাৎ পিছনে কিসের শব্দ পাইয়া দেখিলাম, কালো বর্ণের এক বিরাট অজগর সাপ আমার দিকে হা করিয়া আসিতেছে। আমি ভয় পাইয়া সামনের দিকে ছুটিতে লাগিলাম। সাপটিও আমাকে তাড়া করিয়া পিছনে পিছনে ছুটিল। এইভাবে কিছুক্ষণ দৌড়াইবার পর এক জায়গায় ধ্বনিবে সাদা পোশাক পরিহিত এক বৃক্ষের সাক্ষাত পাইলাম। আমি তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বিনীতভাবে বলিলাম, আমাকে এই সাপের হাত হইতে রক্ষা করুন। তিনি বলিলেন, সাপ আমার তুলনায় অনেক শক্তিশালী। তাহাকে প্রতিরোধ করা আমার কাজ নহে। তুমি সামনে আগাইতে থাক, হয়ত মুক্তির কোন উপায় হইতে পারে। আমি সামনে দৌড়াইতে লাগিলাম। সাপও আমাকে তাড়া করিয়া পিছনে পিছনে ছুটিল। অবশ্যে একটা টিলা দেখিয়া উহার উপরে গিয়া উঠিলাম। কিন্তু সেখানে উঠিয়াই জাহানামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। অদৃশ্য হইতে হঠাৎ কে যেন বলিয়া উঠিল, “পিছনে সরিয়া দাঁড়াও” তুমি জাহানামী নও। আমি পিছনে সরিয়া আসিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাপও আমাকে তাড়া করিয়া উঠিল। গায়ের হইতে পুনরায় আওয়াজ আসিল। আমি সাহায্যের জন্য আবারো সেই বৃক্ষকে ডাকিয়া বলিলাম, আমি এই কঠিন বিপদ হইতে মুক্তির জন্য আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু আপনি আমাকে কিছুমাত্র সাহায্য করিলেন না। আমার করুণ নিবেদন শুনিয়া বৃক্ষ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আমি বড় কমজোর, তোমাকে সাহায্য করিতে পারিব না। তুমি ঐ পাহাড়ে যাও, সেখানে মুসলমানদের আমানত জমা আছে। যদি তোমার কোন আমানত থাকে তবে সে তোমাকে সাহায্য করিতে পারিবে। আমি সেদিকে ছুটিয়া গিয়া দেখিলাম একটি গোলাকার পাহাড়। উহার চতুর্দিকে স্বর্ণের কপাট বিশিষ্ট দরজাগুলিতে রেশমী পর্দা ঝুলানো। আমি সেখানে গমন করিতেই ফেরেন্টারা দরজা ঝুলিয়া সন্ধান করিতে লাগিল যে, সেখানে আমাকে উদ্ধার করার মত কোন আমানত আছে কিনা। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে চাঁদের মত উজ্জ্বল চেহারার অনেক শিশু বাহির হইল। একটি শিশু চিৎকার দিয়া বলিয়া উঠিল, কি দুর্ভাগ্যের কথা! তোমরা সকলে এখানে উপস্থিত থাকিতে সাপ যে তাহাকে ধরিয়াই ফেলিল। চিৎকার ধৰ্মীর সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা সকলে এদিকে ছুটিয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে হঠাৎ আমার সেই মৃত মেয়েকে দেখিতে পাইলাম। আমাকে

দেখিবামাত্র সে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, ইনিই তো আমার আৰু। এই বলিয়া সে তীর বেগে ছুটিয়া একটি নূরের ঘরে উঠিয়া বাম হাত বাড়াইয়া আমার ডান হাত ধরিল। আমিও উপরে উঠিয়া পড়িলাম। সে ডান হাতে সাপকে ইশারা করিতেই সে পিছনের দিকে পালাইয়া গেল। অতঃপর সে আমাকে বসাইয়া নিজে আমার কোলে আসিয়া বসিল। এইবার আমার দাঢ়িতে হাত ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল-

الْمُ يَا بِ لِلَّهِ يَنِّي أَمْنَوْا أَتْ تَخْشَعْ قُلُوبُ هُمْ لِنِ كُرْلَلِ اللَّهِ
وَمَاتَرْلَ مِنَ الْحَقِّ -

অর্থঃ ঈমানদারদের জন্য কি ইহার সময় আসে নাই যে, তাহাদের অন্তরসমূহ আল্লাহর নসীহতের এবং যেই সত্য ধর্ম অবতীর্ণ হইয়াছে উহার সম্বুদ্ধে অবনমিত হয়, -ছুরা হাদীদ, রঞ্জু: ২

তাহার এই কথা শুনিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরাকি কোরআন শরীফ শিক্ষা কর? সে বলিল, হাঁ! আমরা কোরআন শরীফ শিক্ষা করিতেছি। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, এ সাপ আমার পিছনে কেন লাগিয়াছিল? সে বলিল, উহা হইল আপনার বদ আমল! আপনি দিনের পর দিন উহাকে লালন করিয়া এত শক্তিশালী করিয়াছিলেন যে, সে আপনাকে দোজখের দ্বারপ্রাণ্তে লইয়া গিয়াছিল। অতঃপর সেই বৃক্ষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, উহা আপনার নেক আমল। আপনি তাহাকে এত কমজোর ও দুর্বল করিয়া রাখিয়াছেন যে, সে আপনার বদ আমলের সঙ্গে মোকাবেলা করিতে পারে নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বেটী! তোমরা এই পাহাড়ে কি কর? সে বলিল, আমরা মুসলমানের ছেলে-মেয়ে। কেয়ামত পর্যন্ত আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিব। আপনারা আসিলে আমরা সুপারিশ করিব। কিছুক্ষণ পরই আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। জাগ্রত হওয়ার পরও স্বপ্নে দেখা সেই সাপের ভয়ে আমি কম্পিত ছিলাম। সকালে আমার যাবতীয় সম্পদ দান করিয়া বিগত জীবনের পাপাচারের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করিলাম। ইহাই আমার তওবার ইতিবৃত্ত।

গ্রন্থকার বলেন, কবরে মৃত্যুর সঙ্গে যদি নেক আমল থাকে তবে সে তাহার জন্য যাবতীয় আরামের ব্যবস্থা করে। কবরকে নূরাণী ও প্রশস্ত করিয়া তাহাকে সকল বিপদ-আপদ হইতে ছেফাজত করে। পক্ষান্তরে তাহার সঙ্গে যদি বদ

আমল থাকে তবে সে কবরকে অঙ্কুচিত করিয়া বিবিধ উপায়ে তাহাকে শান্তি দিতে থাকে। গ্রন্থকার আরো বলেন, একবার আমি ইথিউপিয়ার কোন এক শহরে এক বুজুর্গের নিকট শুনিয়াছি, এক মুরদারকে দাফনের পর লোকেরা যখন ফিরিয়া আসিতে লাগিল তখন তাহারা ঐ কবর হইতে এক বিকট শব্দ শুনিতে পাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে কবর হইতে একটি কালো রং-এর কুকুর বাহির হইল। ঐ সময় তথায় এক আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ ছিলেন। তিনি কুকুরকে বলিলেন, তোর বিনাশ হউক, তুই আবার কোন বালা নাজিল হইলি? কুকুর বলিল, আমি এই মাইয়েতের বদ আমল। বুজুর্গ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কবরে যেই বিকট শব্দ হইল উহা কি তোকে প্রহারের শব্দ, নাকি মাইয়েতকে? সে বলিল, উহা ছিল আমাকে প্রহারের শব্দ। কারণ, এ মুরদার ছুরা ইয়াছীন- ইত্যাদি যাহা আমল করিত উহারা সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া হাজির হইয়াছে এবং আমাকে মাইয়েতের নিকটেও ঘোষিতে দেয় নাই। (গ্রন্থকার বলেন,) আসলে তাহার ‘নেক আমল’ তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী ছিল। ফলে আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে সে বদ আমলের উপর জয়ী হইয়াছে। যদি বদ আমল শক্তিশালী হইত তবে সে-ই জয়ী হইত এবং মাইয়েতকে আজাব দিত।

অপর এক গোনাহ্গারের ঘটনায় প্রকাশঃ মৃত্যুর পর তাহাকে দাফনের জন্য কবর খনন করিবার পর দেখা গেল, কবরের ভিতর এক ভয়ংকর সাপ। লোকেরা অন্য এক জায়গায় কবর খনন করিল। কিন্তু সেখানেও সেই একই সাপ। এমনিভাবে পর পর প্রায় ৩০ টি কবর খনন করিবার পরও দেখা গেল, সকল কবরেই সেই ভয়ংকর সাপ। অবশেষে বাধ্য হইয়া সাপের সঙ্গেই তাহাকে দাফন করা হইল। এই সাপ হইল তাহার বদ আমল।

একটি অলোকিক ঘটনা

এক বুজুর্গ বর্ণনা করেন, একদা আমি তাওয়াফ করার সময় হঠাৎ এক মহিলার উপর আমার নজর পড়িল। সে কাঁধের উপর একটি শিশু লইয়া চিৎকার করিয়া ফরিয়াদ করিতেছিলঃ হে দয়াময়! হে দয়াময়!! তোমার সেই ওয়াদা। আমি আগাইয়া গিয়া মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার সঙ্গে আল্লাহ পাকের কি ওয়াদা ছিল? জবাবে সে এক মর্মস্তুদ ও বিশ্বকর ঘটনার বিবরণ দিয়া বলিল, একবার আমি এক নৌযানে চড়িয়া সমৃদ্ধে ছফর করিতেছিলাম। এ নৌযানে এক জেজারতী কাফেলাও ছিল। নৌযানটি গভীর সমৃদ্ধে যাওয়ার পর

হঠাতে আকাশ অঙ্ককার করিয়া ভীষণ তুফান শুরু হইল। মূহূর্তে সাগরের উভাল তরঙ্গের আঘাতে সকল যাত্রী ও মালামালসহ নৌযানটি ডুবিয়া গেল। কিন্তু অলৌকিকভাবে আমি এবং আমার এই শিশুটি একটি তক্তার উপর অঙ্কত অবস্থায় তাসিয়া রাখিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখিতে পাইলাম, অদূরে আরেকটি তক্তার উপর এক হাবশী পূরুষ তাসিয়া রাখিয়াছে। রাতের আঁধার কাটিয়া সকাল হইবার পর হাবশী ভালভাবে আমার দিকে তাকাইয়া দেখিল। ক্রমে তাহার চোখে মুখে আদীম লালসা ফুটিয়া উঠিল। হাবশী আগাইয়া আসিয়া আমার তক্তায় উঠিল এবং আমাকে অপকর্মের প্রস্তাৱ দিল। আমি ঐ পাষণ্ডের প্রস্তাবে অবাক হইয়া তাহাকে বলিলাম, হে আল্লাহুর বান্দা! তোমার অন্তরে কি আল্লাহুর ভয় বলিতে কিছুই নাই? একবারও কি ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, আমরা কি ভয়াবহ মূসীবতে লিঙ্গ আছি। এই অকুল দরিয়ায় কি অলৌকিকভাবে আল্লাহুর পাক এখনো আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছেন এবং যে কোন মুহূর্তে আমরা চৱম দুঃটনার শিকার হইতে পারি। আল্লাহু পাকের অশেষ মেহেরবানী না হইলে এই মহাবিপদ হইতে আমাদের মুক্তির কোন উপায় আছে কি? অথচ এই কঠিন বিপদের সময়ও তুমি আল্লাহুর নাফরমানী করিতে চাহিতেছ?

পাষণ্ড হাবশী আমার কথার জবাবে বলিল, তোমার ঐ সকল কথা রাখ, কোন ছল-চাতুরাই তোমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহার কথায় আমি প্রমাদ শুণিলাম। তখন এই শিশুটি আমার কোলে ঘুমাইতেছিল। আমি ইচ্ছা করিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিলে সে কাঁৱা করিতে লাগিল। আমি কাল ক্ষেপনের উদ্দেশ্যে বলিলাম, হে আল্লাহুর বান্দা! তুমি ছবুর কর। আমি তাহাকে ঘূম পাঢ়াইয়া নই, অতঃপর তাগে যাহা আছে তাহাই হইবে হাবশী অধৈর্য হইয়া বাচ্চাটিকে আমার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া সাগরে নিক্ষেপ করিল, আমি আকাশের দিকে তাকাইয়া আল্লাহুর দরবারে ফরিয়াদ করিলামঃ হে আল্লাহু! তুমি মানুষের পশুবৃক্ষিকে নিবৃত্ত করিতে পার। তুমি আমাকে এই পাষণ্ডের হাত হইতে রক্ষা কর। আল্লাহুর শপথ! আমার ফরিয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই হঠাতে সমৃদ্ধ হইতে এক ভিষণ আকৃতির জন্ম মুখ হা করিয়া ভাসিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হাবশীকে গ্রাস করিয়া পুনরায় পানিতে ডুবিয়া গেল। আল্লাহু পাক স্থীয় কুদুরত দ্বারা এইভাবেই আমাকে ঐ পাষণ্ডের হাত হইতে রক্ষা করিলেন। অতঃপর সমৃদ্ধ তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে আমি এক দীপে যাইয়া ঠেকিলাম। দীপটি ছিল শস্য-শ্যামল। আমি সেখানেই আল্লাহু

পাকের পক্ষ হইতে মুক্তির কোন উপায়ের আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এইভাবে আমার চার দিন কঠিয়া গেল। পঞ্চম দিনে আমি দূর হইতে একটি জাহাজ দেখিতে পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি একটি টিলার উপর উঠিয়া কাপড় নাড়িয়া তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। নাবিক আমাকে দেখিতে পাইয়া একটি নৌকা যোগে তিন ব্যক্তিকে দ্বিপে পাঠাইয়া আমাকে উদ্ধার করিল। জাহাজে উঠিয়া আমি দেখিতে পাইলাম, আমার সেই নয়নমণি সেখানে বসিয়া আছে। বিশ্বয়ের ঘোর কাটিয়া ওঠার পূর্বেই আমি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। আমার দুই চোখ ছাপাইয়া অজস্র ধারায় আনন্দপ্রাপ্ত বহিতে লাগিল। আমি সকলকে বলিলাম, ইহা আমার আত্মজ, আমার কলিজার টুকরা, আমার নয়নমণি। কিন্তু তাহারা আমার এই আচরণে বিস্থিত হইয়া বলিল, তুমি পাগল, তোমার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। আমি বলিলাম, আমার বিবেক-বুদ্ধি ও লোপ পায় নাই, আর আমি পাগলও নই।

অতঃপর আমি আনুপূর্বিক সকল ঘটনা বিবৃত করিলে তাহারা বিশ্বয়ে স্তুতি হইয়া গেল। তাহাদের দলপতি বলিল, বেটী! তুমি বড় আশ্চর্য ঘটনা শোনাইয়াছ। এইবার আমরাও তোমাকে একটি আশ্চর্য ঘটনা শোনাইব। আমরা অনুকূল বাতাসে জাহাজ চলাইয়া সামনে আগাইতেছিলাম। হঠাতে এক বিশাল জন্ম জাহাজের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। সেই জন্মটির পিঠের উপর এই শিশুটি বসা ছিল। তখন গায়ের হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, তোমরা যদি এই শিশুটিকে লইয়া না যাও তবে ধূংস হইয়া যাইবে। সুতরাং আমরা ঐ জন্মের পিঠ হইতে শিশুটিকে জাহাজে উঠাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে জন্মটি পানিতে ডুবিয়া গেল। এখন আমরা এই ঘটনায় এবং তোমার মুখ হইতে শোনা ঘটনায় প্রভাবিত হইয়া অতীতের নাফরমানী ও পক্ষিল জীবন হইতে তওবা করিতেছি। ঐ জাত বড় পবিত্র, যিনি স্থীয় বান্দাদিগকে ভালবাসেন এবং বিপদে তাহাদের সাহায্য করেন।

পক্ষিল জীবন হইতে তওবা করার কয়েকটি ঘটনা

গ্রহকার বলেন, আমি বড় বড় বুজুর্গদের মুখে এই ঘটনা শুনিয়াছি যে, এক বুজুর্গ একদিন এক বেশ্যা মেয়েলোকের সাক্ষাত পাইয়া তাহাকে বলিলেন, আজ এশার নামাজের পর আমি তোমার ঘরে যাইব। বেশ্যাটি বড় প্রীত হইল। অতবড় বুজুর্গ ‘খন্দের’ হইয়া তাহার ঘরে আসিবেন ইহা কল্পনা করিয়া তাহার

খুশির আর অন্ত নাই। ঘটনা যে শুনিল সে-ই বিখ্যিত হইল।

সন্ধ্যার পর মহিলা সাজগোজ করিয়া বুজুর্গের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। তিনি যথা সময় মহিলার ঘরে আগমন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। মহিলা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি চলিয়া যাইতেছেন? বুজুর্গ মহিলার প্রতি তাওয়াজ্জুহ প্রদান পূর্বক বলিলেন, হাঁ! আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, সুতরাং আমি চলিয়া যাইতেছি। বুজুর্গের রাহনী তাওয়াজ্জুহ ঐ মহিলার উপর ক্রিয়া করিল। সঙ্গে সঙ্গে সে তওবা করিয়া স্বীয় উপার্জিত যাবতীয় সম্পদ ত্যাগ করিল। বুজুর্গ এক ফকীরের সঙ্গে তাহার বিবাহ পড়াইয়া দিলেন এবং ওলীমার আয়োজনের নির্দেশ দিয়া বলিলেন, ওলীমা হিসাবে শুধু রূটি তৈরী কর, তরকারীর কোন প্রয়োজন নাই।

এদিকে শহরের এক ধনাট্য ব্যক্তি মহিলার নিয়মিত খন্দের ছিল। তাহাকে কেহ গিয়া খবর দিল যে, তোমার সেই মহিলাটি তওবা করিয়া ফেলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই এক ফকীরের সাথে তাহার বিবাহ সম্পন্ন হইবার পর এক্ষণে শুধু শুষ্ক রূটি দ্বারা ওলীমার আয়োজন চলিতেছে। বিস্তারিত ঘটনা শুনিয়া সে বুজুর্গকে অপমান করার উদ্দেশ্যে সংবাদদাতার হাতে দুই বোতল শরাব দিয়া বলিল, শায়েখকে আমার ছালাম দিয়া বলিবে, ঘটনা শুনিয়া আমি অত্যন্ত খুশি হইয়াছি এবং ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, বিবাহের ওলীমায় শুধু রূটি প্রস্তুত করা হইয়াছে, সুতরাং আমি দুই বোতল শরাব পর্যাপ্তভাবে দিলাম। ইহাকেই যেন তরকারী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শায়েখ কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া বোতল দুইটি গ্রহণ পূর্বক সংবাদদাতাকে বলিলেন, তুমি বেশ বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছ, এই বলিয়া বোতল দুইটি ভাল করিয়া ঝাকাইয়া একটি পাত্রে ঢালিয়া আহার করিতে বসিলেন।

সংবাদদাতা বলেন, শায়েখ যখন বোতল হইতে শরাব ঢালিতে লাগিলেন তখন আমি স্পষ্ট দেখিলাম যে, বোতল হইতে ধী নির্গত হইতেছে এবং উহার চমৎকার স্বাগে চতুর্দিক মোহিত হইতেছে। বুজুর্গ আমাকেও আহারে শরীক করিলেন। জীবনে কখনো আমি এত সুস্থাদু ধী দেখি নাই। পরে সে এই ঘটনা ঐ ধনাট্য ব্যক্তির নিকট বর্ণনা করিলে সেও বিখ্যিত হইল এবং বুজুর্গের দরবারে আসিয়া তওবা করিয়া আল্লাহু পাকের নাফরমানী ত্যাগ করিল।

হ্যরত হাচান রাজিয়ান্নাহ আনন্দ বর্ণনা করেন, বনী ইস্মাইলে এক অনিদ সুন্দরী দুচরিত্রা মহিলা ছিল। সে একশত দীনারের কমে কাহাকেও দেহ দান করিত না। এক আবেদ ঐ মহিলার রূপ-যৌবন দেখিয়া তাহার আশেক হইয়া গেলেন। কিন্তু তাহার নিকট কোন টাকা-পয়সা ছিল না। তাই তিনি অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পথে বাহির হইলেন এবং বহু কষ্ট-ক্লেশে মজদুরী করিয়া একশত দীনার সংগ্রহ করিলেন। পরে মহিলার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, তোমার রূপ-যৌবন আমাকে আত্মহারা করিয়া ফেলিয়াছে, তাই আমি তোমার সঙ্গলাত্তের উদ্দেশ্যে বহু শ্রমের বিনিময়ে একশত দীনার সংগ্রহ করিয়াছি। ঐ মহিলা একটি স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করিত। সে উহাতে বাসিয়া আবেদকে নিকটে আহবান করিল। আবেদ আহলাদিত হইয়া তাহার সান্নিধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মনে কেয়ামতের দিন আল্লাহু পাকের দরবারে দাঁড়াইবার কথা শ্রবণ হইলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি মহিলাকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মহিলা তাহার পথ রোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতেছি। মহিলা অবাক হইয়া বলিল, আপনিই তো বলিয়াছিলেন, আমার রূপ-যৌবন দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং আমার সঙ্গলাত্তের জন্য বহু কষ্ট করিয়া একশত দীনার সংগ্রহ করিয়াছেন, অথচ এক্ষণে আমাকে তোগ করার সুযোগ পাইবার পর কেন আমাকে ত্যাগ করিতেছেন? মহিলার প্রশ্নের জবাবে বুজুর্গ বলিলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহু পাকের দরবারে এই পাপের কি জবাব দিব? এই কথা শ্রবণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরে ভীতির সংঘর হইয়াছে। কেয়ামতের কঠিন দিবসে আমাদের সকলকে আল্লাহুর সামনে হাজির হইয়া যাবতীয় পাপ-পূণ্যের হিসাব দিতে হইবে। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া আমি কিছুতেই তোমার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টি করিতে পারি না। ইতিপূর্বে আমার অন্তরে তোমার জন্য যেই ভালবাসা সৃষ্টি হইয়াছিল এক্ষণে উহা ঘৃণায় পরিণত হইয়াছে। আবেদের কথাগুলি মহিলার মনেও ক্রিয়া করিল, সে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, তোমার বক্তব্য যদি সত্য হয় তবে আমিও তোমাকে স্বামীত্বে বরণ করিলাম। আবেদ গৃহ ত্যাগ করিতে চাহিলে মহিলা তাহাকে বিবাহ করার অঙ্গীকার প্রার্থনা করিল। জবাবে আবেদ বলিলেন, নিকট ভবিষ্যতে দেখা যাইবে। অতঃপর তিনি একটি চাদর দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া শহরের দিকে চলিয়া গেলেন।

উক্ত ঘটনার পর ঐ দুশ্চরিতা মহিলাও বিগত জীবনের যাবতীয় পাপাচার হইতে তওবা করিয়া আবেদের সন্ধানে শহরে গমন করিলেন। মহিলার নাম ছিল মালেকা। আবেদকে কেহ জানাইল, মালেকা আপনাকে সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। পরে মালেকার সঙ্গে সাক্ষাত হইলে আবেদ হঠাত এক চিত্কার দিয়া সঙ্গে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। আবেদের ইন্তেকালে মালেকা হৃদয়ে বড় আঘাত পাইলেন। সত্যিকার অথেই তিনি আবেদকে অস্তর দিয়া তালবাসিয়াছিলেন। পরে তিনি সন্ধান পাইলেন, আবেদের এক ভাতা জীবিত আছেন। অবশ্যে তাহাকেই তিনি বিবাহ করিলেন। আল্লাহ্ পাক তাহাকে সাতটি নেক সন্তান দান করিলেন। কালে তাহারা সকলেই আল্লাহ্ অলী হইয়াছিলেন।

☆

রেজা ইবনে আমার আনন্দ্যী বর্ণনা করেন, কুফা নগরীতে এক সুদর্শন আল্লাহওয়ালা যুবক ছিল। সে এক সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়িয়া একেবারেই দণ্ডযানা হইয়া গেল। মেয়েটিও তাহার প্রেমে পাগলপন্না ছিল। যুবক মেয়ের পিতাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে পিতা জানাইল, আমার মেয়ে ইতিপূর্বেই তাহার এক চাচাতো ভাইয়ের বাগদণ্ডা হইয়া আছে। এদিকে এই প্রেমিক-প্রেমিকা তালবাসার তীব্র অনলে জ্বলিয়া-পুড়িয়া ভৱ্য হইতেছিল। মেয়েটি এক দৃত পাঠাইয়া যুবককে জানাইল, প্রিয়! আমার অদর্শনে তোমার হৃদয়ের উপর দিয়া তালবাসার ঝড়ো-হাওয়া কি তীব্র তাওব সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। তুমি হয়ত জানিয়াছ, তোমার বিরহ বেদনায় এই অভাগিনী কর্তৃতা বে-কারার হইয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছে। তুমি বিনে আমার এই জীবন একবারেই অর্থহীন। এই বিছেদ, এই বিরহ, প্রেমের এই জ্বলালা আমি আর সহিতে পারিতেছি না। তুমি যদি সম্মত হও, তবে আমি সকল কিছু ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট চলিয়া আসিতে প্রস্তুত। পক্ষান্তরে যদি তুমি আমার নিকট চলিয়া আসিতে চাও, তবে এই মুহূর্তে আমি উহার যাবতীয় আয়োজন করিয়া দিতেছি।

প্রেমিকার প্রস্তাবের জবাবে যুবক দৃতের নিকট জানাইয়া দিল, আমি উভয় প্রস্তাবের কোনটিতেই সম্মত নই। আমার ভয় হইতেছে, যদি এই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের হৃকুমের অমান্য করা হয় তবে তিনি আমাদিগকে কঠোর শাস্তি দিবেন। আমি ভয় করি ঐ আগুনকে যাহার দাহনশক্তি কখনো হ্রাস পায় না এবং যাহার শুলিঙ্গ কখনো নির্বাপিত হয় না।

দৃতের মুখে যুবকের বার্তা শুনিয়া মেয়েটি বিস্মিত হইয়া বলিল, এমন সুদর্শন যুবক এই যুবা বয়সে প্রেমের সাগরে হারুডুবু খাইয়াও আল্লাহর বিধান অমান্য করিতেছে না! খোদার কসম! আল্লাহর ভয় সকলের অন্তরেই এক প্রকার হওয়া উচিত। অতঃপর সে সকল দুনিয়াদারী ত্যাগ করিয়া একটি চট দেহে জড়াইয়া আল্লাহর দরবারে তওবা করিয়া এবাদতে লিঙ্গ হইয়া গেল। কিন্তু ঐ যুবকের পবিত্র চেহারা সে কিছুতেই বিস্তৃত হইতে পারিল না। যুবকের তালবাসার দহনে তিলে তিলে নিঃশেষ হইয়া অবশেষে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

প্রেমিকার ইন্তেকালের পর যুবকের দেহ-মন ক্রমেই ভাস্তিয়া পড়িতে লাগিল। সে মাঝে মধ্যে তাহার প্রেমিকার কবর জেয়ারত করিত। একদিন সে স্বপ্নে তাহার প্রেমিকাকে তাল অবস্থায় দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, প্রিয়া! তুমি কি অবস্থায় আছ? জবাবে সে নিম্নের আরবী ছন্দটি পাঠ করিল-

نعم المحبة ياجي محبتنا

حيباً يعود إلى خير و حسانٍ

অর্থঃ হে বন্ধু! আমাদের তালবাসা এমন পবিত্র ছিল যাহা মানুষকে শুধু কল্যাণের দিকে আকর্ষণ করে। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এখন কোথায় আছ? জবাবে সে বলিল-

اللَّتِي تَعِيمُ وَعِيشُ لَا زَوَالَ لَهُ -

فِي حَنَةِ الْخَلْدِ لِمَسِ بِالْقَافِ -

অর্থঃ আমি জানাতে খুল্দের ঐ আয়েশ ও নেয়ামতে আছি যাহা কখনো বিনাশ হইবার নহে। যুবক বলিল, আমি কিন্তু তোমাকে ভুলিতে পারি নাই; তুমি ও আমাকে শ্রবণ রাখিও। এই কথা শুনিয়া মেয়েটি বিচলিত হইয়া বলিল, আল্লাহর শপথ! আমিও তোমাকে ভুলিতে পারি নাই। আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করিয়াছি, তুমি এবাদত-বন্দেগী করিয়া আমাকে সাহায্য করিতে থাক- এই কথা বলিয়া সে প্রস্তাব করিতে উদ্যত হইলে যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আবার কবে তোমাকে দেখিতে পাইব? সে বলিল, শীঘ্ৰই তুমি আমার নিকট চলিয়া আসিবে। ঐ ঘটনার সাতদিন পরই যুবক ইন্তেকাল করিল।

কায়’বুল আহ্বার (রহঃ) বলেন, বনী ইস্রাইলের এক ব্যক্তি এক দুর্চিরিত্ব মহিলার সঙ্গাতের পর গোছল করিবার উদ্দেশ্যে এক নহরে অবতরণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে পানি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, হে আদম সন্তান! তোমার কি লজ্জা-শরম বলিতে কিছুই নাই? তুমি তো তওবা করিয়াছিলে যে, আর কখনো এই অপরাধ করিবে না। এই কথা শুনিয়া সে তয় পাইয়া ডাঙায় উঠিয়া আসিল। অতঃপর সে পথে পথে ঘূরিয়া শুধু বলিতে লাগিল- “আমি সারা জীবন আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করিয়াছি।” একদিন সে এক পাহাড়ে উঠিয়া দেখিতে পাইল, সেখানে ১২ জন মানুষ আল্লাহ্ পাকের এবাদতে মশগুল। এই দৃশ্য দেখিয়া সেও তাহাদের সঙ্গে এবাদতে লিঙ্গ হইয়া গেল। কিছু দিন পর সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আবেদগণ ঘাস ও চারাগাছের সন্ধানে লোকালয়ের দিকে চলিল। পথে একটি নহর অতিক্রমের সময় সেই লোকটি বলিল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাইতে পারিব না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, এখানে এক বস্তু আমার বিগত জীবনের অপরাধ সম্পর্কে অবগত। সুতরাং তাহার নিকট গমন করিতে আমার লজ্জাবোধ হইতেছে।

অবশ্যে আবেদগণ তাহাকে ত্যাগ করিয়া নহর অতিক্রম করিতে লাগিল। এই সময় নহর বলিয়া উঠিল, হে আবেদগণ! তোমাদের সঙ্গীটি কোথায়? জবাবে তাহারা জানাইল, সে বলিতেছে এখানে এমন এক বস্তু আছে, যে তাহার বিগত অপরাধ সম্পর্কে অবগত। তাহার সম্মুখে আসিতে তাহার সঙ্গোচবোধ হইতেছে, এই কারণে সে আমাদের সঙ্গে আসিতে পারে নাই। আবেদগণের এই কথা শুনিয়া নহর বলিল, ছোবহানাল্লাহ! তোমাদের কোন সন্তান বা আপনজন কোন অপরাধ করিবার পর যদি সে তওবা করিয়া পুনরায় সুপথে ফিরিয়া আসে তবে কি তোমরা তাহাকে আর তালবাসিবে না? তোমাদের সঙ্গীটি তওবা করিয়া পুনরায় নেক আমল করিতে শুরু করিয়াছে। এখন আমিও তাহাকে তালবাসি। তোমরা তাহাকে লইয়া আস এবং নহরের প্রান্তে আল্লাহর এবাদত করিতে থাক। আবেদগণ ঐ ব্যক্তিকে এই সুসংবাদ দান করিল এবং নহরের প্রান্তে আসিয়া এবাদত করিতে লাগিল। তাহারা দীর্ঘকাল এইখানে এবাদত করিবার পর এক সময় ঐ ব্যক্তি এখানেই ইস্তেকাল করিল। তাহার ইস্তেকালের পর নহর আওয়াজ দিয়া বলিল, হে আবেদগণ! হে আল্লাহর বান্দাগণ!! তাহাকে আমার পানি দ্বারা গোসল দিয়া আমার পাশেই দাফন কর, যেন কেয়ামতের দিন আমার অঙ্গ হইতেই তাহার পুনর্খান হয়। আবেদগণ

নহরের কথামত মৃতের দাফন-কাফন সম্পর্ক করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, আজ রাতে তাহারা কবরের পাশেই শয়ন করিবে এবং সকালে উঠিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে। কিন্তু সকালে তাহারা ঘূম হইতে জাগত হইয়া দেখিতে পাইল, কবরের উপরে ১২টি সাইপ্রাসবৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা এই বিশ্যবকর ঘটনার বিশ্বেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, এই ঘটনা দ্বারা আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে এখানেই অবস্থান করিতে ইশারা করিয়াছেন। অতঃপর তাহারা সেখানেই এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল রহিল। তাহাদের মধ্যে কেহ ইস্তেকাল করিলে তাহাকে ঐ কবরের পাশেই দাফন করা হইত। এইভাবে একে একে সকলেই ইস্তেকাল করিল। বনী ইস্রাইলের লোকেরা সেই কবরস্থান জেয়ারত করিত।

তওবার আগে ও পরে

হ্যরত মূঢ়া আলাইহিস্সালামের জমানায় বনী ইস্রাইলের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে লোকেরা হ্যরত মূঢ়া (আঃ)-এর নিকট আসিয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর নবী! আপনি আল্লাহ্ পাকের দরবারে বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন।

হ্যরত মূঢ়া আলাইহিস্সালাম বনী ইস্রাইলের সন্তুর হাজার মানুষ লইয়া আল্লাহর দরবারে আরজ করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার। আমাদের উপর তোমার রহমত ও বৃষ্টি বর্ষণ কর। দুঃখপোষ্য শিশু, চতুর্পদ জন্ম এবং বৃক্ষ নামাজীদের উচ্ছিলায় আমাদের উপর রহম কর। কিন্তু হ্যরত মূঢ়া (আঃ)-এর দোয়ায় বৃষ্টি তো হইলই না বরং আকাশ পূর্বাপেক্ষা পরিষ্কার হইয়া সূর্যের আলো আরো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

হ্যরত মূঢ়া (আঃ) পুনরায় দোয়া করিলেন, হে পরওয়ারদিগার! যদি আপনার দরবারে আমার মরতবা হ্রাস পাইয়া থাকে তবে আখেরী জমানার নবী হ্যরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্ছিলায় নিবেদন করিতেছি, আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। সঙ্গে সঙ্গে ওহী নায়িল হইলঃ হে মূঢ়া! আমার দরবারে তোমার মরতবা হ্রাস পায় নাই; কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রহিয়াছে, যে চলিষ্প বছর যাবৎ নাফরমানী করিয়া আমার সঙ্গে মোকাবেলা করিতেছে। তুমি ঘোষণা করিয়া দাও, যেন তোমাদের মধ্য হইতে সেই ব্যক্তি বাহির হইয়া যায়। তাহার কারণেই আমি বৃষ্টি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। হ্যরত মূঢ়া (আঃ) আরজ করিলেন, এলাহী! আমি দুর্বল, আমি

কম্জোর। আমার দুর্বল কঠের ঘোষণা সত্ত্বে হাজার মানুষ কিভাবে শ্রবণ করিবে? এশাদ হইলঃ আপনি ঘোষণা দিন, আমি উহা সকলের নিকট পৌছাইয়া দিব।

হ্যরত মূছা আল্লাইহিস্সালাম ঘোষণা দিলেন, হে ঐ গোনাহ্গার ব্যক্তি! যে চল্লিশ বছর যাবৎ গোনাহের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে মোকাবেলা করিতেছ, তুমি আমাদের সমাবেশ হইতে বাহির হইয়া যাও। তোমার কারণেই বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হ্যরত মূছা (আঃ)-এর এই ঘোষণা শুনিয়া হ্যানাহ্গার ব্যক্তিটি চতুর্দিকে নজর দিয়া দেখিল, সমাবেশ হইতে কেহই বাহির হয় নাই। এক্ষণে সে মনে মনে তাবিল, আমাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। এখন আমি যদি সমাবেশ হইতে বাহির হই তবে সকলের দৃষ্টি আমার উপর নিবন্ধ হইবে, এই বিশাল জনতার সম্মুখে আমাকে অপমানিত হইতে হইবে। পক্ষান্তরে আমি যদি এই সমাবেশস্থল ত্যাগ না করি তবে আমার একার কারণে সকলে বৃষ্টি হইতে বধিত হইবে। এই সকল কথা তাবিতে তাবিতে হঠাতে সে কৌরায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। কাপড়ে মুখ গুঁজিয়া স্থীয় অপরাধবৃত্তির উপর অনুশোচনায় বিদ্ধ হৃদয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিল এলাহী। আমি দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ তোমার নাফরমানী করিয়াছি, তুমি আমাকে সুযোগ দিয়াছ। এখন আবার আমি আনুগত্য করিতে তোমার দরবারে হাজির হইয়াছি, তুমি আমাকে গ্রহণ কর।” তাহার দোয়া শেষ হইবার পূর্বেই কোথা হইতে এক খণ্ড সাদা মেঘ ভাসিয়া আসিয়া মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হইল। হ্যরত মূছা আলাইহিস্সালাম মিথিত হইয়া আল্লাহর দরবারে আরজ করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! সমাবেশ হইতে কেহই তো বাহির হয় নাই। তবে এই বর্ষণের রহস্য কি? এরশাদ হইলঃ

হে মূছা! এতদিন যেই ব্যক্তির কারণে বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার কারণেই বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হইয়াছে। হ্যরত মূছা (আঃ) পুনরায় আরজ করিলেন, আয় মওলায়ে কারীম! ঐ ব্যক্তিকে আমাকে একবার দেখাও। এরশাদ হইল, মূছা! যখন সে আমার নাফরমানী করিত তখনে আমি তাহাকে আপমান করি নাই; এখন সে আমার ফরমাবরদারী করিতেছে এখন কি করিয়া তাহাকে অপমানিত করিব?